শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০২৫)

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শিশুশ্রম নিরসনে
জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০২৫)

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১২ ডিসেম্বর ২০২১

বিষয়সূচি

বিষয়	পৃষ্ঠা
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	৪
শব্দসংক্ষেপ ও সংক্ষিপ্ত শব্দ	৫
পটভূমি	৬-৮
নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৯-১৪
অধ্যায়-১: বাংলাদেশে শিশুশ্রম	১৫-৩১
১.১ বাংলাদেশের শিশুশ্রম পরিস্থিতি	১৭-২০
১.২ শিশুশ্রমে সঞ্চালক-নিবেশক- উপাদান (driver-push-pull) অন্বেষণ	২০-২৪
১.৩ জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপ	২৪-৩১
১.৪ কৌশলপত্র ২০১২-২০১৬ থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা	৩১-৩৩
অধ্যায়-২: কৌশলপত্র (২০২১-২০২৫): একটি কৌশলগত পর্যালোচনা	৩৪-৪২
২.১ বাংলাদেশ সরকারের এসডিজি বাস্তবায়ন কৌশলভুক্ত কার্যক্রম	৩৪-৩৭
২.২ শিশুশ্রম নিরসনে এসডিজি-প্লাস কার্যক্রম	৩৭-৩৮
২.৩ ইইউ-জিওবি বাংলাদেশের শ্রমখাত-বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (চূড়ান্ত প্রক্রিয়াধীন)	৩৮-৩৯
২.৪ বাংলাদেশের শ্রমখাত-বিষয়ক জিওবি রোডম্যাপ (চূড়ান্ত প্রক্রিয়াধীন)	৩৯
২.৫ সংস্করণান্তরিত কৌশলপত্রের মূলনীতি	৪০
২.৬ পরিচালনকারী সংস্থা এবং অন্যান্য সরকারি ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা	৪০
২.৭ কৌশলপত্র ২০২১-২৫-এর বাস্তবায়ন নির্দেশাবলি	৪১
২.৮ কৌশলপত্র ২০২১-২৫-এর ব্যবহার নির্দেশাবলি	৪১-৪২
অধ্যায়-৩: পরিকল্পনা ম্যাট্রিক্স -১ জিওবি'র এসডিজি বাস্তবায়ন পরিকল্পনাভুক্ত কার্যক্রম	৪৩
অধ্যায়-৪: পরিকল্পনা ম্যাট্রিক্স-২ শিশুশ্রম নিরসনে এসডিজি-প্লাস কার্যক্রম	৭৩
অধ্যায়-৫: কোভিড-১৯ অতিমারিপূর্ব ও অতিমারি-উত্তর কার্যক্রম-বিষয়ক নির্দেশনা	১২৫
অধ্যায়-৬: পরিবীক্ষণ ম্যাট্রিক্স	১৩১

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক গঠিত খসড়া প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক ‘শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২৫’-এর খসড়া প্রণীত হয়। মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে উক্ত কমিটির সভাপতি করা হয় এবং সরকারি-বেসরকারি সংস্থার ব্যক্তিবর্গকে উক্ত কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় — যার মধ্যে ছিল শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, আইএলও, ইউনিসেফ, ইনসিডিন বাংলাদেশ, সেভ দ্য চিলড্রেন, বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশন, স্ট্রিট চিলড্রেন অ্যান্ড চিলড্রেন রাইটস, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম। ইনসিডিন বাংলাদেশ জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (কৌশলপত্র)’র খসড়া প্রণয়নের ক্ষেত্রে কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে। খসড়া প্রণয়ন কমিটি ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে কৌশলপত্রের খসড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। অতঃপর, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের মতামত গ্রহণ করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে সেমিনার-ওয়ার্কশপ আয়োজনের মধ্য দিয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এ-বিষয়ে মাঠপর্যায়ের মতামত সংগ্রহ করে। পরে, এ বিষয়ে অভিমত পাওয়া, সেইসঙ্গে এ কর্মকান্ডে স্বীয়স্বত্ববোধে সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজন এবং বিষয়টির ওপর ব্যাপক আলোচনা করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে, জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের দশম সভায় সকল সদস্যের মতামত গ্রহণ করে কৌশলপত্রের খসড়াটিকে আরও সমৃদ্ধ করা হয়। এই খসড়া দলিলটির ওপর আলোচনা-পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আইএলও’র যৌথ উদ্যোগে জাতীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পরিশেষে, তা অনুমোদনের জন্য ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ (TCC)-তে উপস্থাপিত হয়।

কৌশলপত্রের খসড়া প্রণয়নকালে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, যার মূলে ছিল - লব্ধ অতীত-অভিজ্ঞতা, এনজিও ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মতামত, সেইসঙ্গে সরকারের ধ্যান-ধারণা। পূর্ববর্তী ‘শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১২-১৬’-এর বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করা হয়। কৌশলপত্র বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যবধান, চ্যালেঞ্জ ও শুদ্ধাচার চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে উক্ত পর্যালোচনা সুসংহত ভিত্তি প্রদান করে। এ দলিলের খসড়া প্রণয়নের সময় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত শিশুশ্রম নিরসন, শিশুর মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণসহ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিবিধ প্রকল্প বিবেচনায় নেওয়া হয়। শিশুশ্রম পরিস্থিতির ওপর ইউনিসেফ ও ডিএফআইডির সহায়তায় বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত সাম্প্রতিক সমীক্ষা ও পর্যালোচনাসমূহ থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা এই দলিলে সমন্বয় করা হয়েছে। আইএলও ক্লিয়ার (CLEAR) প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে, উক্ত কৌশলপত্রে মূল্যবান বিষয়াদি সন্নিবেশ করা হয়েছে। উইনরক ইন্টারন্যাশনাল-এর ক্লাইম্ব (CLIMB) প্রকল্পের আওতায় ইনসিডিন জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদকে প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি পর্যালোচনাসহ সামগ্রিক কর্মকৌশল বিষয়ক পরামর্শ প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্টভাবে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করেছে। নিড অ্যাসেসমেন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ কর্তৃক পরিচালিত সমীক্ষা কোভিড-১৯ -এর পটভূমিতে সামগ্রিক প্রেক্ষাপট এবং কৌশলগত বিকল্প তুলে ধরা হয়েছে। সার্বিকভাবে, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে এটি সরকার, জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন, এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন, আইএলও, ইউএন, এনজিও, আইএনজিও এবং অন্যান্য উন্নয়ন-অংশীদারের একটি সম্মিলিত ও সমন্বিত প্রয়াস। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান এম.পি ও সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এ প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

বাংলাদেশ সরকারের এসডিজি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা থেকে প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি ব্যাপকভাবে কৌশলপত্রে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ উদ্যোগ বিস্তৃত পরিসরে সরকারের স্বত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নের ক্ষেত্রে কৌশলপত্রকে মূলধারাভুক্ত করেছে। অধিকন্তু, বর্তমান কৌশলপত্র ২০২১-২০২৫-এর কার্যকর অর্থসংস্থানের লক্ষ্যে বরাদ্দকৃত কিংবা প্রক্রিয়াধীন (pipeline) তহবিল অনুসরণ এবং এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণে এ দলিল কাজ করেছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে এবং বাংলাদেশে শিশুশ্রম নিরসনে কৌশলপত্র ২০২১-২৫-এর কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকলের সহযোগিতা ও ঐকান্তিক সংহতি কামনা করছে।

আহবায়ক
জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ

শব্দসংক্ষেপ ও সংক্ষিপ্ত শব্দ

BNWLA	Bangladesh National Women Lawyers Association
CD	Cabinet Division
CLMC	Child Labour Monitoring Committee
CRC	The United Nations Convention on the Rights of the Child 1989
CSR	Corporate Social Responsibility
DoL	Department of Labour
DC	Deputy Commissioner
DIFE	Department for Inspection of Factory and Establishment
IGA	Income Generating Activities
INCIDIN Bangladesh	Integrated Community and Industrial Development in Bangladesh
ILO	International Labour Organisation
INGO	International Non-Governmental Organisation
M&E	Monitoring and Evaluation
MoLE	Ministry of Labour and Employment
MoA	Ministry of Agriculture
MoE	Ministry of Education
MoEWOE	Ministry of Expatriates' Welfare & Overseas Employment
MoFA	Ministry of Foreign Affairs
MoF	Ministry of Finance
MoHFW	Ministry of Health and Family Welfare
MoHA	Ministry of Home Affairs
MoInf	Ministry of Information
MoICT	Ministry of Information and Communication Technology
MoLJPA	Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs
MoLGRDC	Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperation
MoP	Ministry of Planning
MoPME	Ministry of Primary and Mass Education
MoRA	Ministry of Religious Affairs
MoSW	Ministry of Social Welfare
MoWCA	Ministry of Women and Children Affairs
MoFDM	Ministry of Food and Disaster Management
MoYS	Ministry of Youth and Sports
NGO	Non-Governmental Organisation
NCLEP	National Child Labour Elimination Policy
NCLWC	National Child Labour Welfare Council
NPA	National Plan of Action
PPP	Public-Private Partnership
PS	Police Station (Thana)
SAARC	South Asian Association for Regional Cooperation
SDG	Sustainable Development Goal
UNICEF	United Nations Children's Fund

পটভূমি

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের শিশুশ্রম সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনকল্পে নয়টি প্রধান কৌশলগত ক্ষেত্র নির্ধারণক্রমে 'জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০' প্রণয়ন করে। কৌশলগত ক্ষেত্রগুলো হল:

১. নীতি-বাস্তবায়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন
২. শিক্ষা
৩. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি
৪. সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ
৫. আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ
৬. কর্মসংস্থান ও শ্রমবাজার
৭. শিশুশ্রম প্রতিরোধ এবং শ্রমে নিযুক্ত শিশুদের সুরক্ষা
৮. সমাজ ও পরিবারে পুনঃএকীভূতকরণ
৯. গবেষণা ও প্রশিক্ষণ

'জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০' প্রাথমিকভাবে শিশুদের জীবনে অর্থবহ পরিবর্তন ঘটানোর লক্ষ্যে তাদের সবাইকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমসহ সর্বপ্রকারের শিশুশ্রম থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক উদ্যোগ গ্রহণে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে। ২০১২ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত মেয়াদে কৌশলপত্রের লক্ষ্য ছিল 'জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০'-এর দিকনির্দেশনা বাস্তবায়ন এবং মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান/সহযোগী সংস্থাগুলোর মধ্যে সুবিন্যস্তভাবে করণীয় সুনির্দিষ্টকরণ। সরকার জ্ঞাত রয়েছে যে, শিশুশ্রম একটি বিভিন্ন খাত সংশ্লিষ্ট সমস্যা, যা নিরসনে বহুমাত্রিক কর্মকৌশল গ্রহণ ও পন্থাবলম্বন প্রয়োজন। এ পরিপ্রেক্ষিতে কৌশলপত্র ২০১২ - ২০১৬ মোট ২২টি মৌলিক লক্ষ্য সুপারিশ করেছে, যা অর্জনের ক্ষেত্রে ১১টি মন্ত্রণালয়, সিটি কর্পোরেশন- এবং সহায়তাকারী/ সহযোগিসংস্থা-সমূহ ৬৬টি সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম সম্পাদন করবে। 'জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০'-এর সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের একটি অঙ্গীকার হিসেবে কৌশলপত্র গৃহীত হয়েছে। শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০-এ গুরুত্ব পাওয়া নয়টি কৌশলগত ক্ষেত্রের ওপর কৌশলপত্র আলোকপাত করেছে।

জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ, কৌশলপত্র ২০১২-২০১৬ -এর নির্দিষ্ট মেয়াদ সমাপ্তিতে, উক্ত কৌশলপত্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাক্রমে তা হালনাগাদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে, সরকার ও সুশীল সমাজের সমন্বিত কর্মগতি অব্যাহত রাখতে জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ কৌশলপত্রের মেয়াদ ২০২৫ সাল কিংবা নতুন কৌশলপত্র গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত তা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইতোমধ্যে, এমডিজি'র সফল বাস্তবায়নের পর বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়নের বৈশ্বিক অঙ্গীকারের প্রতি সমর্থন জানায়। এ উদ্যোগেও ২০২৫ সালের মধ্যে দেশ থেকে সকল প্রকার শিশুশ্রম নিরসনের ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়। এ বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনে জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের সদস্যগণ এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকাখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি খসড়া প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত খসড়া প্রণয়ন কমিটি, সংশ্লিষ্ট অংশিজনদের সম্পৃক্ত করে পরামর্শ-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কৌশলপত্রের খসড়া প্রণয়নপূর্বক তা চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তর করে।

বিদ্যমান শিশুশ্রম কর্মসূচি ও কার্যক্রমের অধিকাংশই হচ্ছে প্রধানত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণভিত্তিক এবং বৈশিষ্ট্যে পুনর্বাসন নির্ভর। এরূপ কর্মোদ্যোগ সমাজে দৃশ্যমান নানাবিধ সমস্যা প্রতিকারের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে অধিকাংশ সমস্যার মূলে রয়েছে দারিদ্র্য এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। অধিকন্তু, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শিশুশ্রম লক্ষ্যণীয়ভাবে

বিদ্যমান, কিন্তু প্রয়োজনীয় কর্মোদ্যোগ সেখানে সামান্য। সেইসঙ্গে শ্রম আইন ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা সেক্ষেত্রে নিতান্তই নগণ্য অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অনুপস্থিত। সে কারণে, এর মধ্যকার কিছু সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কৌশলপত্র সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োজনানুগ ব্যবস্থা ও প্রায়োগিক কর্মকৌশল গ্রহণ এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে অগ্রাধিকার প্রদানক্রমে তা অন্তর্ভুক্ত করেছে। উপরন্তু, বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ -এর শ্রেণী বিভাগের ভিত্তিতে কৌশলপত্রে সুচিন্তিতভাবে দুটি শ্রেণীর শিশুশ্রমের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে: : ক) কাজে নিয়োজিত চৌদ্দ বছরের কম বয়সী শিশু; এবং খ) ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শ্রমে নিযুক্ত আঠারো বছরের কম বয়সী শিশু।

গুরুত্বের সঙ্গে লক্ষ্যণীয় যে, কৌশলপত্র ২০১২-২০১৬ -তে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকে একটি পৃথক কৌশলগত অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা ছিল না। এর প্রত্যাশা ছিল, বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বাস্তবতা অনুধাবনে আউটপুট ৯.১ যথেষ্ট সক্ষম হবে। প্রকৃতপক্ষে, তা অপর্যাপ্ত প্রতীয়মান হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবীক্ষণের ওপর একটি পৃথক অধ্যায় নতুন কৌশলপত্র ২০২১-২০২৫ -এ সংযোজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার সর্বপ্রকার, বিশেষ করে, ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম প্রতিরোধ, সুরক্ষা ও নিরসনে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আন্তরিকতার সঙ্গে মাঠ প্রশাসন, সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, আইএলও এবং এনজিওদের সঙ্গে সমন্বিত প্রয়াসে কৌশলপত্র বাস্তবায়ন এবং ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম নিরসনে এসডিজি ৮.৭ -এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ এবং তা বাস্তবায়নার্থে গৃহীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনার পরিবীক্ষণ, বাস্তবায়ন-অগ্রগতির মূল্যায়ন এবং শিশুশ্রম নিরসনে যথোপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ (মাননীয় প্রতিমন্ত্রির সভাপতিত্বে), বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ (বিভাগীয় কমিশনারের সভাপতিত্বে), জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি (জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে) এবং উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি (উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে) গঠন করা হয়েছে। । শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সামাজিক সংলাপ এবং ত্রিপক্ষীয় পরামর্শের মধ্য দিয়ে শিশুদের জন্য নিকৃষ্ট ধরনের শ্রম ঘোষণাপূর্বক গত ৫ মার্চ ২০১৩ তারিখে একটি তালিকা প্রস্তুতকরত এর গেজেট প্রজ্ঞাপন জারি করে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি শিশুশ্রম ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেট থেকে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে ৪০.০০ লক্ষ টাকা ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে ১৩.২০ লক্ষ টাকা, ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে ৩৯.০০ লক্ষ টাকা এবং ২০২০-২১ অর্থ-বছরে ২৯.৬০ লক্ষ টাকা বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কমিটিগুলোর অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ নিয়মিতভাবে শিশুশ্রম পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ এবং আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। তারা শ্রম আদালতে শিশুশ্রমের ওপর মামলা দায়ের করেন। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় 'বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এবং সফলভাবে এর তিনটি পর্যায় সম্পন্ন করেছে যার মধ্য দিয়ে ৯০,০০০ শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে সরিয়ে এনে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তাদেরকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ৫,০০০ পিতা-মাতাকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে, জানুয়ারি ২০১৮ থেকে প্রকল্পটির ৪র্থ পর্যায় চলমান রয়েছে, যার প্রক্কলিত ব্যয় ২,৮৪,৪৯,০০০ টাকা। এই ৪র্থ পর্যায়ের লক্ষ্য হলো নিকৃষ্ট ধরনের শ্রম থেকে এক লক্ষ শিশুকে সরিয়ে আনা। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে যা শিশু-গৃহপরিচারিকাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ – উল্লিখিত বয়সসীমা গৃহকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে বলবৎযোগ্য হবে এবং ১৪ বছরের কম বয়সের কাউকে গৃহকর্মী হিসেবে নিয়োগ করা যাবে না। এই 'নীতি' প্রণয়নের মধ্য দিয়ে দেশের ২৫ লাখের অধিক গৃহকর্মীর মানবাধিকার এবং শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত হয়েছে। শিশুশ্রমের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত টিভি স্পট তৈরি করা হয়েছে যা বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রদর্শিত হচ্ছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গণসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বহুবিধ সেমিনার, কর্মশালা ও সভা আয়োজন করেছে। পরিদর্শন, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিভিন্ন খাতকে শিশুশ্রমমুক্ত করার লক্ষ্যে একটি 'জাতীয় পরিবীক্ষণ কোর কমিটি' গঠন করা হয়েছে।

এ সকল প্রচেষ্টার ফলে ৮টি প্রাতিষ্ঠানিক খাত শিশুশ্রমমুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ৫টি ঝুঁকিপূর্ণ খাত। উল্লিখিত ৮টি খাত হচ্ছে: তৈরি পোশাক, চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ, চামড়া, কাঁচশিল্প, জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ, সিল্ক উৎপাদন কারখানা, সিরামিক এবং রপ্তানিমুখী চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা।

বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে ২০২১ একটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ বছর। দেশ ‘জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ’ এবং ‘স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী’ উদযাপন করছে। আমরা সবেমাত্র ‘প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১’ সম্পন্ন ও দ্বিতীয় ‘প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১’ প্রণয়ন করেছি এবং দ্বিতীয়টির বাস্তবায়ন ‘৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা’ -এর মধ্য দিয়ে এ বছরই শুরু করেছি। উপরন্তু, আমরা ‘ডেলটা প্লান’ বাস্তবায়নও এ বছর শুরু করেছি। দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় একটি হালনাগাদ কৌশলপত্র প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যার লক্ষ্য হচ্ছে - শিশুশ্রম নিরসন; অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা; এসডিজি’র শ্লোগান - ‘কাউকে পশ্চাতে রেখে নয় ’ অনুসরণ; এবং দেশের সকল শিশুর প্রতি মানবিক আচরণ নিশ্চিত করা । শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, আইএলও ও ইইউ সহযোগে দ্যা ন্যাশনাল অ্যাকশন প্লান অন লেবার সেক্টর ইন বাংলাদেশ ২০২১-২০২৬ প্রণয়ন করেছে, যেখানে শিশুশ্রম নিরসনসহ নয়টি কর্মপরিসর ব্যাপক কর্মতৎপরতা পরিচালনার ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক গঠিত খসড়া প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২৫-এর খসড়া প্রণীত হয়। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে উক্ত কমিটির সভাপতি করা হয় এবং সরকারি-বেসরকারি সংস্থার ব্যক্তিবর্গ এ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হন – যার মধ্যে ছিল শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, আইএলও, ইউনিসেফ, ইনসিডিন বাংলাদেশ, সেভ দ্য চিলড্রেন, বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশন, স্ট্রিট চিলড্রেন অ্যান্ড চিলড্রেন রাইটস, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম। ইনসিডিন বাংলাদেশ কৌশলপত্রের খসড়া প্রণয়নের ক্ষেত্রে কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে। খসড়া প্রণয়ন কমিটি ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে কৌশলপত্রের খসড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। অতঃপর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের মতামত গ্রহণ করে। বিভাগীয় পর্যায়ে সেমিনার-ওয়ার্কশপ আয়োজনের মধ্য দিয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে মাঠপর্যায়ের মতামতও সংগ্রহ করে। পরে, এ বিষয়ে অভিমত গ্রহণ, সেইসঙ্গে এ কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজন এবং বিষয়টির ওপর ব্যাপক আলোচনা করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে, জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের দশম সভায় সকল সদস্যের মতামত গ্রহণ করে কৌশলপত্রের খসড়াটিকে আরও সমৃদ্ধ করা হয়। এই খসড়া দলিলটির ওপর আলোচনা-পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আইএলও'র যৌথ উদ্যোগে জাতীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পরিশেষে, তা অনুমোদনের জন্য ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ (টিসিসি)-তে উপস্থাপন করা হয়। বিদ্যমান প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ এবং পূর্ববর্তী কৌশলপত্র ২০১২-১৬-এর বাস্তবায়নলব্ধ অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে, বর্তমান কৌশলপত্রের কৌশলগত উদ্দেশ্যেসমূহ নিরূপণ করা হয়েছে। কৌশলপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের এসডিজি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুসরণ করা হয়েছে। একইসঙ্গে, বর্তমান কৌশলপত্র শিশুশ্রম মোকাবেলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের এসডিজি বাস্তবায়ন কৌশলের প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম চিহ্নিত করে। উল্লেখ্য, বর্তমান কৌশলপত্রের ভিত্তি হচ্ছে দু'টি মূল কৌশলগত উপাদান:

১) বাংলাদেশ সরকার (জিওবি)-এর এসডিজি বাস্তবায়ন কৌশলভুক্ত কার্যক্রম; এবং
২) শিশুশ্রম নিরসনে এসডিজি-প্লাস কার্যক্রম ।

বর্তমান কৌশলপত্র ২০২১-২০২৫ বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে বরাদ্দকৃত বা প্রক্রিয়াধীন অর্থসম্পদের প্রবাহ অনুসরণ ও ব্যবহারের জন্যও কাজ করছে। এসডিজি বাস্তবায়ন কৌশলের মধ্যে হস্তক্ষেপণযোগ্য পাঁচটি কৌশলগত ক্লাস্টার রয়েছে -শিশুশ্রম মোকাবেলার ক্ষেত্রে যা প্রাসঙ্গিক। বর্তমান কৌশলপত্র ২০২১-২০২৫ জিওবি'র এসডিজি বাস্তবায়ন কৌশলপত্রে প্রতিফলিত পাঁচটি উদ্দেশ্যকে ঘিরে প্রণীত হয়েছে। কোভিড-১৯ কালীন ও পরবর্তী পর্যায়ে শিশুশ্রম মোকাবেলার লক্ষ্যে কৌশলপত্রে একটি কৌশলগত রূপরেখা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কৌশলপত্র ২০২১-২০২৫ -এর পাঁচটি মূল কৌশলগত উদ্দেশ্য রয়েছে:

- কৌশলগত উদ্দেশ্য - ১ শিশুশ্রমে নিযুক্ত হবার ঝুঁকি হ্রাস
- কৌশলগত উদ্দেশ্য - ২ ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শ্রম থেকে শিশুদের প্রত্যাহার
- কৌশলগত উদ্দেশ্য - ৩ কর্মক্ষেত্রে শিশুদের সুরক্ষার লক্ষ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি
- কৌশলগত উদ্দেশ্য - ৪ অংশীদারিত্ব এবং বহু-খাতভিত্তিক কর্মসম্পৃক্তি
- কৌশলগত উদ্দেশ্য - ৫ কৌশলপত্রের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

উল্লিখিত প্রতিটি উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে কতিপয় পরিকল্পিত আউটপুট রয়েছে। আশা করা যায়, এ সকল আউটপুট ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সর্বপ্রকার শিশুশ্রম নিরসনে অবদান রাখবে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য ১-এর আওতাভুক্ত আউটপুটগুলো নিম্নরূপ:

আউটপুট: ১.১ পিতা-মাতা, জনসাধারণ, সুশীল সমাজের মধ্যে শিশুশ্রমের বিষয়ে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি।

আউটপুট: ১.২ গ্রামীণ ও শহুরে কেন্দ্রগুলোর দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়-সুবিধা সহকারে উদ্বুদ্ধকরণ ও আর্থিক সহায়তা/উপবৃত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ (TVET, NFE)।

আউটপুট: ১.৩ শিশুশ্রমের ঝুঁকিতে থাকা শিশুর পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান।

আউটপুট: ১.৪ নিয়োগকর্তাদের নতুন/বিকল্প প্রযুক্তি ও শ্রম-উৎস অন্বেষণে উদ্বুদ্ধকরণ।

আউটপুট: ১.৫ কেন্দ্র থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ ও মোকাবেলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

কৌশলগত উদ্দেশ্য ২-এর আওতাভুক্ত আউটপুটগুলো নিম্নরূপ:

আউটপুট: ২.১ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের তালিকা পর্যালোচনা এবং তা হালনাগাদকরণ।

আউটপুট: ২.২ চিহ্নিতকরণ ও সেবা-সংযোগ নির্দেশিকা গ্রহণ করা।

আউটপুট: ২.৩ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশু এবং শিশুশ্রমে নিয়োজিত মেয়েদের অগ্রাধিকার দিয়ে শ্রম থেকে প্রত্যাহারকৃত শিশুদেরকে টিভেট/এনএফই এবং বিকল্প কর্ম-নিযুক্তিসহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহায়তা প্রদান।

আউটপুট: ২.৪ পিতা-মাতার যত্নহীন শিশুদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা।

আউটপুট: ২.৫ প্রত্যাহারকৃত শিশুদের পরিবারকে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য সহায়তা প্রদান।

কৌশলগত উদ্দেশ্য ৩-এর আওতাভুক্ত আউটপুটগুলো নিম্নরূপ:

আউটপুট: ৩.১ শিশুশ্রম পরিবীক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত সহযোগে শক্তিশালীকরণ।

আউটপুট: ৩.২ আইন ও সুরক্ষা বিষয়ক বিধানসমূহের প্রয়োগ জোরদারকরণ।

আউটপুট: ৩.৩ শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের সুস্থ বিকাশের জন্য শিক্ষা, দক্ষতা ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ।

আউটপুট: ৩.৪ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শিশুদের জন্য প্রণীত আচরণ-বিধি ও গৃহীত সুরক্ষা রীতি-নীতি জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য ৪-এর আওতাভুক্ত আউটপুটগুলো নিম্নরূপ:

আউটপুট: ৪.১ শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের কল্যাণার্থে জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ (NCLWC)-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও খাতসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন।

আউটপুট: ৪.২ কৌশলপত্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক বার্ষিক সম্মেলন আয়োজন (সাফল্য উদযাপন এবং কৃতীদেরকে পুরস্কার/ স্বীকৃতি প্রদান)।

আউটপুট: ৪.৩ সম্পদ আহরণ ও কৌশলপত্র বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি, সিএসও, ব্যক্তি খাত ও গণমাধ্যমের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য ৫-এর আওতাভুক্ত আউটপুটগুলো নিম্নরূপ:

আউটপুট: ৫.১ শিশুশ্রমের ডেটাবেজ তৈরি করা।

আউটপুট: ৫.২ জাতীয় শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পর্যাবৃত্ত পরিবীক্ষণ সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রদান।

আউটপুট: ৫.৩ জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ।

আউটপুট: ৫.৪ এপিএ বাস্তবায়নের মধ্য-মেয়াদি (২০২১) এবং চূড়ান্ত (২০২৫) মূল্যায়ন।

বিভিন্ন পরামর্শ গ্রহণ প্রক্রিয়ায় লব্ধ পরামর্শ অনুসারে, এসডিজি মাইল-ফলকগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বর্তমান কৌশলপত্র দুটি প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রহণ করেছে: প্রথমত, ২০২১ সালের মধ্যে নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম নিরসন এবং দ্বিতীয়ত, ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রম নিরসন। এ কারণে বাংলাদেশ সরকারের (জিওবি)[১] এসডিজি বাস্তবায়ন পরিকল্পনার সঙ্গে কৌশলপত্র সামঞ্জস্যপূর্ণ।

[১] লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের এসডিজি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা. যা ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং তৎপরবর্তী পর্যায়ের ক্ষেত্রেও সমন্বিত রয়েছে; সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি), (দরিদ্র জনগোষ্ঠির প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে)। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার (জিওবি), ২০১৮।

কৌশলপত্র ২০২১-২০২৫ দুই ধরণের কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করেছে; যা হলো: (১) বাংলাদেশ সরকারের এসডিজি বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় নিহিত কার্যক্রম, এবং (২) এসডিজি-প্লাস কার্যক্রম । নিম্নবর্ণিত ছকে কৌশলপত্রের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও আউটপুটগুলোর সঙ্গে এসডিজি'র লক্ষ্যসমূহেরর আন্তঃসংযোগ উপস্থাপন করা হয়েছে।

কৌশলপত্র ২০২১-২০২৫ এবং এসডিজি-লক্ষ্যসমূহ:

কৌশলপত্র (২০২১-২০২৫)	এসডিজি-লক্ষ্যসমূহ	ফোকাল অ্যাজেন্সি
কৌশলগত উদ্দেশ্য - ১ শিশুশ্রমে ক্ষতিগ্রস্ততা হ্রাসকরণ		
আউটপুট : ১.১	৮.৭.১, ৪.১.১, ১৬.১০.২	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়
আউটপুট : ১.২	৮.৭.১, ৪.৫.১, ৪.২.১-৪.২.৬, ৪.২১, ৪.৩১,৪.৫.১, ৪.৬.১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়
আউটপুট : ১.৩	৮.৭.১, ১.১.১, ১.২.২, ১.৩.১, ১.৪.১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
আউটপুট : ১.৪	৮.৭.১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
আউটপুট : ১.৫	৮.৭.১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কৌশলগত উদ্দেশ্য - ২ ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শ্রম থেকে শিশুদের প্রত্যাহার		
আউটপুট : ২.১	৮.৭.১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
আউটপুট : ২.২	৮.৭.১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
আউটপুট : ২.৩	৮.৭.১, ৪.৩.১, ১.১.১, ১৬.২.২	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
আউটপুট : ২.৪	৫.৪.১	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
আউটপুট : ২.৫	১.১.১	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কৌশলগত উদ্দেশ্য - ৩ কর্মক্ষেত্রে শিশুদের সুরক্ষার লক্ষ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি		
আউটপুট : ৩.১	৮.৭.১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
আউটপুট : ৩.২	৮.৭.১, ৪.এ.১, ৫.১.১, ৫.২.১, ৫.৩.১, ৫.সি.১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আউটপুট : ৩.৩	৮.৭.১, ৪.৬.১, ৫.৪.১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
কৌশলগত উদ্দেশ্য - ৪ অংশীদারিত্ব এবং বহু-খাতভিত্তিক কর্মসম্পৃক্তি		
আউটপুট : ৪.১	৮.৭.১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
আউটপুট : ৪.২	৮.৭.১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
আউটপুট : ৪.৩	৮.৭.১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কৌশলগত উদ্দেশ্য - ৫ কৌশলপত্রের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন		
আউটপুট : ৫.১	৮.৭.১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
আউটপুট : ৫.২	৮.৭.১ , ১৭.১৮.১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
আউটপুট : ৫.৩	৮.৭.১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
আউটপুট : ৫.৪	৮.৭.১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সরকারের এসডিজি-কর্মপরিকল্পনায় যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয়নি কিন্তু বাংলাদেশ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সর্বপ্রকারের শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়গুলো পূর্বোক্ত কৌশলপত্র (২০১২-২০১৬)-এর ধারাবাহিকতায় কৌশলপত্র ২০২১-২৫-এর আওতায় এসডিজি-প্লাস কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ অনুসারে কৌশলপত্র ২০১২-২০১৬'র মধ্যে নয়টি হস্তক্ষেপণযোগ্য কর্মকৌশলগত ক্ষেত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। নয়টি হস্তক্ষেপণযোগ্য কর্মকৌশলের ক্ষেত্র-সংশ্লিষ্ট মূল আউটপুটগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নরূপ:

কর্মকৌশলগত ক্ষেত্র এবং আউটপুট

১. নীতি বাস্তবায়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন

১.১ কৌশলপত্র এবং ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের তালিকা পর্যালোচনাপূর্বক হালনাগাদকৃত।

১.২ শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত নীতি বাস্তবায়িত, পরিবীক্ষিত ও মূল্যায়িত।

১.৩ কৌশলপত্রের কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

২. শিক্ষা

২.১ শিশুশ্রমিক ও দরিদ্র শিশুশ্রমিকদের জন্য শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত।

২.২ কিশোরশ্রমিক এবং তাদের পিতা-মাতাদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ নিশ্চিত ।

২.৩ প্রশিক্ষণ ও সামাজিক সংযোগের মধ্য দিয়ে শিশুর ক্ষমতায়ন ।

৩. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

৩.১ শিশুশ্রমযুক্ত সকল পরিবার বা শিশুশ্রমের ঝুঁকিতে থাকা পরিবারসমূহের জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত।

৩.২ স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে নিশ্চিয়তা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি।

৪. সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ

৪.১ সকল শিশু, পিতা-মাতা, নিয়োগকর্তা, শ্রমিক ইউনিয়ন, সুশীল সমাজ এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা শিশুশ্রম ও শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম -এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত এবং শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে তাদের ইতিবাচক মনোভাব ও আচরণ প্রদর্শিত।

৪.২ সমাজভিত্তিক শিশুশ্রম প্রতিরোধব্যবস্থা প্রবর্তিত এবং তা সুসংহত।

৫. আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ

৫.১ বিদ্যমান শিশুশ্রম-বিষয়ক আইন ও বিধি-বিধান (প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে) **সংশোধিত**।

৫.২ শিশুশ্রম-বিষয়ক আইন ও বিধি-বিধান প্রয়োগকৃত।

৫.৩ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত ও কৃষি খাতে শিশুশ্রম বিষয়ক পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সুসংহত।

৬. কর্মসংস্থান ও শ্রমবাজার

৬.১ আইনানুগভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন প্রশিক্ষিত কিশোর-কিশোরীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ; এবং শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

৬.২ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত পরিবারের কিশোর-কিশোরীদের কার্যকর সম্পৃক্তকরণের মধ্য দিয়ে আয়বর্ধক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি ।

৭. শিশুশ্রম প্রতিরোধ এবং শ্রমে নিযুক্ত শিশুদের সুরক্ষা

৭.১ প্রাপ্তবয়স্ক এবং অতিদরিদ্র ও কর্মজীবী শিশুদের পিতা-মাতার জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্ট।

৭.২ চৌদ্দ বছরের কম বয়সের শিশুদের শ্রমে নিযুক্তি প্রতিরোধকৃত এবং তাঁদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখা নিশ্চিতকরণ ।

৭.৩ চৌদ্দ থেকে আঠারো বছরের কম বয়সের কর্মজীবী কিশোর-কিশোরীরা ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে সুরক্ষিত।
৭.৪ পাচার এবং যৌন নিপীড়ন থেকে শিশুরা সুরক্ষিত।

৮. সমাজ ও পরিবারে পুনঃএকত্রীকরণ

৮.১ ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম থেকে প্রত্যাহারকৃত শিশুরা তাদের পরিবার ও সমাজে পুনঃএকত্রীকরণ।

৯. গবেষণা ও প্রশিক্ষণ

৯.১ কৌশলপত্রের কার্যকর বাস্তবায়নে সহায়তার লক্ষ্যে ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদকৃত।
৯.২ শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনাগত কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কৌশলপত্র ২০২১-২০২৫-এর বাস্তবায়ন-অগ্রগতি তত্ত্বাবধানের সার্বিক দায়িত্বের ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয় হবে । সেইসঙ্গে, এসডিজি বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় নির্ধারিত ভূমিকা (role) অনুযায়ী প্রতিটি মন্ত্রণালয় স্ব স্ব ক্ষেত্রে সঞ্চালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং তৎসংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি কৌশলপত্রের নির্ধারিত লক্ষ্য এবং অভীষ্ট আউটপুট অর্জনে সহযোগিতা প্রদান করবে । প্রধান কর্মসম্পাদনকারী এবং তাঁদের বিস্তারিত ভূমিকা নিম্নরূপ:

ক) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কৌশলপত্র ২০২১-২০২৫ বিষয়ে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার দায়িত্বভার বহন করবে। বিশেষকরে, জরুরি ভিত্তিতে সকল অংশীজন এবং জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ ও শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটির সদস্যদের নিকট কার্যক্রম গ্রহণের আহবান জানিয়ে কৌশলপত্র ২০২১-২০২৫ পাঠাবে। এসডিজি ২০২১-২০২৫ -এর অভীষ্ট অর্জনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় একটি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

খ) কৌশলপত্র বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের ওপর তত্ত্বাবধানের কর্তৃত্ব বর্তাবে। জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ কৌশলপত্র ২০২১-২০২৫ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও পর্যাবৃত্তভাবে (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে) মূল্যায়ন করবে। অর্থায়ন কিংবা কারিগরি সহায়তার মধ্য দিয়ে কৌশলপত্রের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে উক্ত পরিষদ তার সঙ্গে কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান খুঁজে নেবে। উল্লিখিত প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ভৌগোলিক এলাকার ভিত্তিতে এবং/অথবা সুনির্দিষ্ট খাতে প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগে কাজ করবে।

গ) জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ ছাড়াও শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটিগুলো উক্ত কমিটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অনুশাসন অনুযায়ী সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদন করে যাবে (কমিটিগুলোর গঠন ও কাঠামোর জন্য সংযোজনী ২ দ্রষ্টব্য)।

ঘ) কৌশলপত্রের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অন্যান্য বিষয়গুলোর মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের প্রতি; আদিবাসী এবং দৈহিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের সমাজের মূলস্রোতে সমন্বিত করার প্রতি; ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম এবং সম্ভাবনাময় রপ্তানি খাতসমূহে অগ্রাধিকার প্রদানের প্রতি; বিভিন্ন খাত ও ভৌগোলিক এলাকার ওপর অগ্রাধিকার প্রদানক্রমে উভয় ক্ষেত্রে দ্বৈত ক্রিয়া-কেন্দ্রীক প্রক্রিয়া পরিচালনার প্রতি এবং ছেলে ও মেয়েদের লিঙ্গভিত্তিক প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে তা সমাধানের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ প্রদান করতে হবে।

ঙ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রত্যাশিত কৌশলপত্রের এসডিজি-প্লাস কর্মপরিকল্পনা সরকারের এসডিজি বাস্তবায়ন কর্মকৌশলের সঙ্গে সমন্বিত করা এবং আসন্ন ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অংশীজনের সঙ্গে পরামর্শ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কৌশলপত্রের ওপর সংশ্লিষ্ট সকলের একটি বিস্তৃত মালিকানার ভিত্তি গড়ে তোলা।

বাংলাদেশে শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত কাজে যারা সংযুক্ত রয়েছেন তাদের প্রত্যেকের জন্য কৌশলপত্র ২০২১-২০২৫ হচ্ছে একটি নির্দেশিকা, বিশেষ করে ঐ সকল সরকারি সংস্থা এবং অংশীজনের জন্য, যাদের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে উপর্যুক্ত কর্ম-সম্পাদনের দায়িত্ব ন্যাস্ত রয়েছে। বর্তমান কর্মপরিকল্পনার ফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা, এবং মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে, কৌশলপত্র শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে কার্যকর আইন প্রণয়ন কিংবা বিচারিক কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়াদি এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ সংক্রান্ত রূপরেখা প্রদান করে।

কৌশলপত্র ২০২১-২০২৫ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে শিশুশ্রমে নিয়োজন নিরোধার্থে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে, নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম (ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম ও নিকৃষ্ট ধরনের শর্তহীন শিশুশ্রম উভয় ক্ষেত্রেই), সেইসঙ্গে সামগ্রিক শিশুশ্রমের ক্ষেত্রেও তা আমলে নেয়। 'শ্রম আইন ২০০৬' এবং প্রাসঙ্গিক আইএলও কনভেনশনগুলো হলো কৌশলপত্রের ধারণা গঠনের ভিত্তি।

বিষয়টি লক্ষণীয় যে, প্রকল্প ও প্রকল্প প্রস্তাবগুলোর বৃহদাংশ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মপরিকল্পনা থেকে গৃহীত হচ্ছে যা এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যসহ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও আরও অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক। যখন প্রতিটি সরকারি সংস্থা বা অন্য কোনো বাস্তবায়ন সহযোগী তাদের মধ্যে বণ্টনকৃত কর্মভারের বিষয়ে কর্মপরিকল্পনায় ম্যাট্রিক্স বিবেচনা করবে, সে ক্ষেত্রে তারজন্যে কৌশলপত্রের উপর্যুক্ত বিষয়ভিত্তিক (thematic) অংশ প্রথমে পড়ে নেওয়া সংগত হবে। এ ছাড়া, কর্মপরিকল্পনাভুক্ত ম্যাট্রিক্স ব্যবহার সংক্রান্ত টীকা কঠোরভাবে মানতে হবে।

কৌশলপত্র বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট প্রতিটি মন্ত্রণালয়, অনুরূপ জিও এবং এনজিও সহকারে, কৌশলপত্র ২০২১-২০২৫-এ সংজ্ঞায়িত স্ব স্ব দায়িত্ব অনুসারে বার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সময় লক্ষ্য রাখবে। এই দলিলের শেষাংশে কোভিড-১৯ কালীন ও পরবর্তী সময়ে শিশুশ্রম সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে একটি নির্দেশিকা রয়েছে। এই কার্যক্রম নির্দেশজ্ঞাপক এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্ম সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে আহবান জানানো হয়েছে।

অধ্যায় ১

বাংলাদেশে শিশুশ্রম পরিস্থিতি[২]

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ (সিএলএস) অনুযায়ী , ২০০৩ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে ৫-১৭ বছর বয়সের শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ৭.৬ মিলিয়ন থেকে হ্রাস পেয়ে ৩.৫ মিলিয়ন হয়েছে। তন্মধ্যে, শ্রমে নিয়োজিত শিশুর সংখ্যা ছিল ৩.২ মিলিয়ন - যা ২০১৩ সালে ১.৭ মিলিয়নে (-৪৭%) নেমে এসেছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত বিপুল সংখ্যক শিশু শ্রমিক নিয়োগ করে থাকে, যা ২০১৩ সালে ছিল ৯৫%।

ছক ১ : বাংলাদেশের শিশুশ্রম পরিসংখ্যান

উৎস	২০০২-০৩			২০১৩		
	শিশুশ্রম সমীক্ষা ২০০৩			শিশুশ্রম সমীক্ষা ২০১৩		
	ছেলে	মেয়ে	**মোট**	ছেলে	মেয়ে	**মোট**
শিশু সংখ্যা – বয়স ৫-১৭, '০০০						
• মোট শিশু জনসংখ্যা	২২,৬৮৯	১৯,৬৯৮	**৪২,৩৮৭**	২০,৫৯৬	১৯,০৫৫	**৩৯,৬৫২**
• কর্মরত শিশু	৫,৪৭১	১,৯৫২	**৭,৪২৩**	২,১০৩	১,৩৪৭	**৩,৪৫০**
• শিশু-শ্রমিক	২,৪৬১	৭১৮	**৩,১৭৯**	৯৫৩	৭৪৬	**১,৬৯৯**
• ঝুঁকিপূর্ণ কাজ	১,১৭২	১২০	**১,২৯১**	৭৭২	৫০৮	**১,২৮০**
শিশুশ্রম – শতকরা হারে						
• মোট কর্মরত শিশু	৪৫	৩৬.৮	**৪২.৮**	৪৫.৩	৫৫.৪	**৪৯.৩**
• মোট শিশু জনসংখ্যা	১০.৮	৩.৬	**৭.৫**	৪.৬	৩.৯	**৪.৩**

উৎস : বিবিএস-এর শিশুশ্রম জরিপ ২০০৩ এবং ২০১৩

প্রমাণসাপেক্ষে সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয় যে, শিশুশ্রমে ছেলেদের ব্যাপকতা গ্রামীণ এলাকায় বহুলাংশে বেশি। শিশুশ্রম জরিপ ২০১৩ অনুসারে শিশুদের মধ্যে প্রায় ৫৬% শিশুশ্রমে নিয়োজিত রয়েছে । যাহোক, বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, মেয়ে-শিশুশ্রম প্রচ্ছন্ন (hidden) কর্মে (গৃহস্থালির কাজে) অধিকমাত্রায় জড়িত থাকার কারণে সাধারণত তারা অবমূল্যায়িত হয়ে থাকে। ২০১৩ সালে শিশুশ্রমে নিয়োজিত মোট শিশুর ৬৮% (১.১৫ মিলিয়ন) গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করতো। শিশুরা বিভিন্ন খাতে কাজে নিয়োজিত রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে গরম খাবারের দোকান ও চা-দোকান, মোটর ও ইস্পাত কারখানা, মুদি ও আসবাবপত্রের দোকান, পোশাক ও সেলাইয়ের দোকান, বর্জ্য সংগ্রহ...(এসকে. তারিকুজ্জামান, ইলমা কায়সার, ২০০৮)। সাধারণত, শিশুদের দেখা যায়, কোনো কোনো খাতে কিছু বয়সোপযোগী কাজে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য পরিপূরক দায়িত্ব সম্পাদন করে থাকে, যা স্বল্প বেতনের এবং বিপজ্জনক। কাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সম্পাদনার্থে চটপটে ও কর্মতৎপর শিশুদের ব্যবহার করা হয় যা প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা অনুপযুক্ত বিবেচিত হয়; সে ক্ষেত্রে একজন প্রাপ্তবয়স্ক তার পরিপূর্ণ সক্ষমতা উক্ত কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে না। শিশুরা কোন কোন খাতে এবং কী কী কাজে জড়িত রয়েছে, নিম্নবর্ণিত ছক ২ তা বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করছে।

ছক ২ : খাত ও কর্মভিত্তিক শিশুশ্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

খাত/শিল্প	কার্যক্রম
কৃষি	শস্যসংগ্রহ ও শস্যপ্রক্রিয়াকরণ, হাস-মুরগি পালন, গবাদি পশু-চারণ,* মধুসংগ্রহ,* এবং চা-পাতা উত্তোলনসহ* কৃষিকাজ।[৩,৪]
	মাছ শিকার* এবং মাছ শুকানো[৫]
	চিংড়ি আহরণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ।[৬] প্রাতিষ্ঠানিক খাতের ক্ষেত্রে শিশুশ্রম প্রত্যায়িত রয়েছে, কিন্তু ভ্যালু-চেইনের অপ্রাতিষ্ঠানিক উপাদানগুলোর ক্ষেত্রে শিশুশ্রম ব্যবহার করা।
শিল্প	লবণ খাতসহ খনন ও খনিজ খাত[৭,৮]
	তৈরি পোশাক, বস্ত্র, পাটবস্ত্র, চামড়া, পাদুকা এবং অনুকৃত অলংকার*[৯,১০,১১] রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প শিশুশ্রমমুক্ত; কিন্তু স্থানীয় বাজারমুখী ক্ষুদ্রায়তন তৈরি পোশাক শিল্প শিশুশ্রম ব্যবহার করছে।
	ইট উৎপাদন, কাঁচ, হাতে মোড়ানো সিগারেট (বিড়ি), দিয়াশলাই, সাবান, স্টিলের আসবাবপত্র, অ্যালুমিনিয়াম-পণ্য,* প্লাস্টিকপণ্য,* এবং মেলামাইন-পণ্য*
	জাহাজ ভাঙ্গা, মালিক সমিতি শিশুশ্রমমুক্ত হিসাবে দাবি করে।
	কাঠের কাজ,* ঝালাই,* এবং নির্মাণ-কাজ*
সেবা	**গার্হস্থ্য কাজ বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম হিসাবে স্বীকৃত হয় না।**
	পরিবহণ খাতে কাজ, রিক্সা চালনা,* এবং রাস্তার কাজ যার মধ্যে রয়েছে অবর্জনা তোলা এবং তা পুনর্ব্যবহার্য করা,* ভেন্ডিং, ভিক্ষাবৃত্তি, এবং বহনকার্য।
	হোটেল,* রেস্টুরেন্ট,* বেকারি,* এবং খুচরা বিপণীতে* কাজ করা।
	অটোমোবাইল মেরামত*।
প্রত্যক্ষদৃষ্টে নিকৃষ্ট ধরণের শিশুশ্রম	মাছ শুকানো এবং ইট উৎপাদনে* জোরপূর্বক শ্রম।
	জোরপূর্বক ভিক্ষাবৃত্তি।*
	মাদকব্যবসাসহ* অবৈধ কার্যকলাপে ব্যবহার
	বানিজ্যিক যৌন নিপীড়ন* কখনো কখনো যা মানবপাচারের* ফলে ঘটে থাকে।
	জোরপূর্বক গৃহকর্ম।

উৎস: যা খেকে সমন্বিত: ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অব লেবারস ব্যুরো অব ইন্টারনেশন্যাল লেবার এফেয়ার্স, বাংলাদেশ মডারেট প্রগ্রেস; ২০১৭ ফাইন্ডিংস অন দ্যা ওয়ার্স্ট ফর্ম অব চাইল্ড লেবার। * এ কার্যের প্রমাণ নেই বললেই চলে এবং/অথবা সমস্যা অনেক গভীরে। দেশের আইন বা বিধি-বিধান দ্বারা আইএলও কনভেনশন ১৮২-এর অনুচ্ছেদ ৩(ডি)-এর সঙ্গে সংগতি রেখে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরূপিত হয়েছে । আইএলও কনভেনশনের ১৮২-এর অনুচ্ছেদ ৩(এ)-(সি) অনুসারে শিশুশ্রম বলতে নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম বোঝায়।

---

[৩] ইউএস ডিপার্টম্যান্ট অব স্টেট, ২০১৫. “বাংলাদেশ,” কান্ট্রি রিপোর্টস অন হিউম্যান রাইটস প্র্যাকটিসেস।
[৪] ইউএস ডিপার্টম্যান্ট অব স্টেট, ২০১৫. “বাংলাদেশ,” কান্ট্রি রিপোর্টস অন হিউম্যান রাইটস প্র্যাকটিসেস।
[৫] ইউএস ডিপার্টম্যান্ট অব স্টেট, ২০১৫. “বাংলাদেশ,” কান্ট্রি রিপোর্টস অন হিউম্যান রাইটস প্র্যাকটিসেস।
[৬] সলিডারিটি সেন্টার, ২০১২। দ্যা প্লাইট অব শ্রিম্প প্রসেসিং ওয়াকার্স অব সাউথ ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ।
[৭] জিওবি; বিবিএস, ২০১৩, শিশুশ্রম জরিপ।
[৮] ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন, ২০১২। ইন্টারন্যাশনালি রিকগনাইজড কোর লেবার স্ট্যান্ডার্ডস ইন বাংলাদেশ।
[৯] হান্টার, আই, ২০১৫, ক্র্যামড ইনটু স্কুয়ালিড ফেক্টরিজ টু প্রডিউস ক্লথজ। ডেইলিমেইল।
[১০] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, ২০১২। টক্সিক ট্যানারিজ: দ্যা হেলথ রিপারকাশন্স অব বাংলাদেশস হাজারিবাগ লেদার।
[১১] ইউসিএনিউজ, ২০১৪। দ্যা এক্সট্রিমলি আনহেলদি লাইফ অব দ্যা বাংলাদেশ ট্যানারি ওয়ার্কার।

২০১৩ সালে শিশুশ্রমে নিযুক্ত শিশুদের ২৯% স্কুলে গিয়েছে। শিশুশ্রম জরিপ এর ফলাফল অনুযায়ী শ্রমে নিযুক্তি বৃদ্ধি পেলে, বিদ্যালয়ে উপস্থিতি হ্রাস পায়। শিশুশ্রমে ২০১৩ সালে নিযুক্ত হওয়া ৬৩% শিশু বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলনা এবং ৮.৪% শিশু কখনোই বিদ্যালয়ে যায়নি।

২০১৩ সালে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম ১.২৮ মিলিয়ন শিশু শিশুশ্রমসহ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে নিয়োজিত ছিল। ২০০৩ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে জড়িত হওয়ার সংখ্যা প্রায় ১.৩ মিলিয়ন। ক্রমবিকাশমান এই ধারা অব্যাহত থাকার ক্ষেত্রে অন্যান্যের মধ্যে অনুসঙ্গ ছিল এ-সংক্রান্ত কর্মোদ্যোগের স্বল্প দৃশ্যমানতা এবং এই খাতগুলোতে নীতিগত অগ্রাধিকার প্রদানের অভাব। উল্লেখযোগ্য প্রধান বিবর্তন হল লিঙ্গ বণ্টনে: ২০০৩ সালে যেখানে ১০ জনে ৯ জন ছিল ছেলে শিশু, ২০১৩ সালে তা ১০ জনে ৬ জনে এসে দাঁড়ায়। প্রধান ঝুঁকিগুলোর মধ্যে রয়েছে ধূলো-বালি, ধোঁয়া, শব্দ বা কম্পন এবং বিপজ্জনক যন্ত্রপাতি যার অনুষঙ্গে রয়েছে আগুন, গ্যাস ও প্রজ্বলিত শিখা এবং চরম উত্তাপ ও শীতলতা। এই খাতগুলোতে কর্মরত শিশুদের দুর্ঘটনা, জখম ও অসুস্থতা বিবেচনায় চরমভাবে বিপদসঙ্কুল অবস্থায় দেখা যায়।

উৎপাদন ও কৃষি হচ্ছে শিশুদের প্রধান নিযুক্তির খাত। ২০১৩ সালে উৎপাদন ও কৃষি খাতে যথাক্রমে ৩৯% ও ২২% শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কর্মপরিবেশে নিয়োজিত ছিল। কর্মক্ষেত্র অনুযায়ী অধিকাংশ শিশুদের দেখা যায় অফিস,কারখানা, ওয়ার্কশপ, দোকান খাতে; যার সঙ্গে আরও রয়েছে খামার, কৃষিজমি, নদীর খাত।

ছক ৩ : খাতওয়ারি শিশুশ্রম ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম

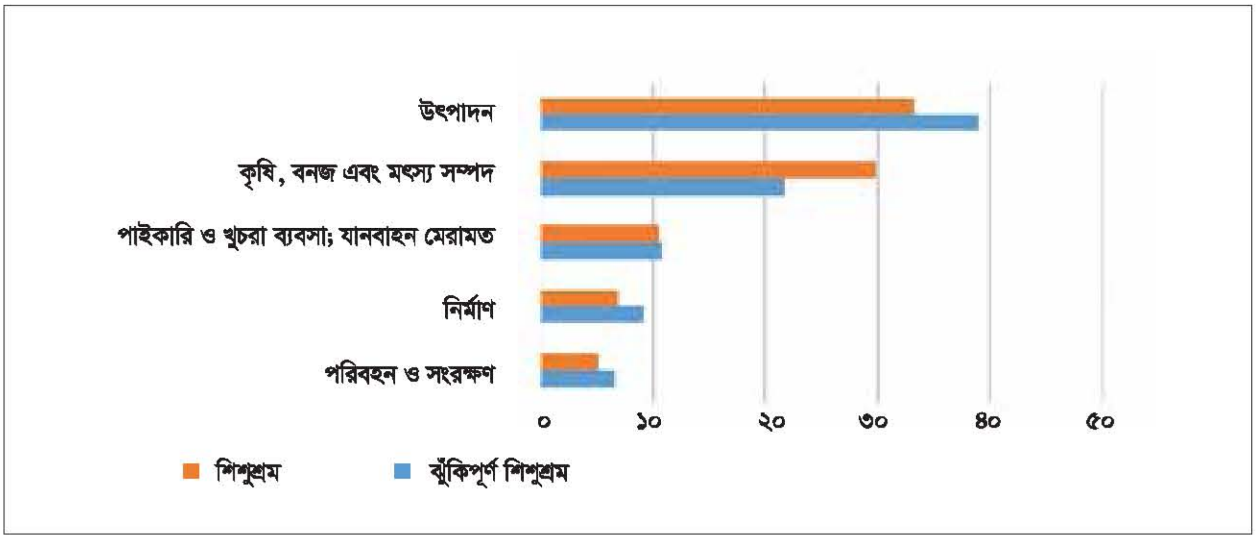

উৎস: শিশুশ্রম জরিপ, বিবিএস, ২০১৫। টীকা: সংজ্ঞা অনুসারে, যখন ৫-১৭ বছর বয়সের একটি শিশু প্রতি সপ্তায় ৪২ ঘণ্টার বেশি যে কোনো কাজ করে কিংবা সুনির্দিষ্ট কার্যটি যদি ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের তালিকাভুক্ত হয়ে থাকে, তখন শিশুশ্রম ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে । ফলে, শিশুশ্রম এবং ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম-এর মধ্যকার ধরণ কাছাকছি।

বাংলাদেশ নিয়োগের ক্ষেত্রে ৩৮টি কর্ম/খাতকে শিশুশ্রমের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে তালিকাভুক্ত ও প্রকাশ করেছে। ২০১৩ সালে জারিকৃত একটি সরকারি আদেশে ৩৮ ধরণের কাজকে শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করে; যদিও সরকার এ তালিকা শীঘ্রই সংশোধন করতে যাচ্ছে। ফলে আরও কিছু খাত যথা: শুটকি মাছ, বর্জ্য-অপসারণ এবং পথশিশুরা উক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে যাচ্ছে।

যেহেতু বিভিন্ন জরিপ ভিন্ন ভিন্ন উপাত্ত প্রদান করে, বাংলাদেশের শিশু গৃহকর্মীর সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়। শিশুশ্রম জরিপের উপাত্ত অনুসারে ২০১৩ সালে শিশু গৃহকর্মীর সংখ্যা ছিল ১,১৫,৬৫৮ জন, তার মধ্যে যে ৯১% ছিল মেয়ে শিশু এবং সকল **বয়স-বিন্যাস (age group)** অনুসারে: পাঁচ বছর পর্যন্ত বয়সের শিশু গৃহকর্মীর সংখ্যা ছিল ৯৫১ জন (যারা সবাই ছিল মেয়ে শিশু); ২১,৩৫৯ জন ছিল ৬-১১ বয়স-বিন্যাসে (৯১% মেয়ে শিশু); এবং ৭৫,৯৮৫ জন ছিল ১৪-১৭ বয়স-বিন্যাসে (৯০% মেয়ে শিশু)। দ্যা বেজলাইন সার্ভে অন চাইল্ড ডমেস্টিক লেবার ইন বাংলাদেশ-এর উপাত্তে ৪,২১,০০০ শিশু গৃহকর্মী (৭৫% মেয়ে শিশু) ৬-১৭ বয়স-বিন্যাসে ১,৩২,০০০ জন ছিল শুধু ঢাকা শহরকেন্দ্রিক।

বিএসএএফ-এর একটি সমীক্ষা[১২] বাংলাদেশের শিশু গৃহশ্রমিকের কাজের তালিকা প্রকাশ করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ শিশুশ্রমিকরা কক্ষ পরিপাটি ও পরিষ্কারকরণ (৯০%), সেইসঙ্গে মেঝে-ধৌতকরণ, বর্জ্য-অপসারণ (৭৭%), থালা-বাসন ধৌতকরণ (৬১%), কাপড়-চোপড় ধৌতকরণ, রন্ধন (৫৩%), এবং শৌচাগার পরিষ্করণ (৪৪%)। কাজগুলোর মধ্যে আরও রয়েছে আসবাবপত্র ঝাড়ু দেওয়া, শিশু লালন-পালন, পানি ফুটানো, থালা-বাসন পরিষ্করণ, বর্জ্য-অপসারণ, মুদি-কেনাকাটা , কাপড় ইস্ত্রিকরণ, ছেলে-মেয়েদের স্কুল থেকে আনয়ন এবং প্রবীণদের সেবা করা।

অ্যান্টি-স্লেভারি ইন্টারন্যাশনাল-এর একটি সমীক্ষা[১৩] গৃহকর্মের মনঃস্তাত্তিক পরিণতি সম্পর্কে গবেষণা করে। এ সমীক্ষা চারটি উপাদানের ওপর গুরুত্বারোপ করে ; যা শিশুদের মনঃসামাজিক সুস্থতা এবং দুর্বলতাকে প্রভাবিত করে: (১) শিক্ষা শিশুদের কল্যাণে অবদান রাখে; (২) কাজের প্রকৃতি শিশুদের সুস্থতার উপর প্রভাব ফেলে (৩) সামাজিক সহায়তা শিশুদের মনঃসামাজিক সুস্থতার চাবিকাঠি; এবং (৪) কাজের প্রতি শিশুদের নিজস্ব উপলব্ধি তাদের সুস্থতার উপর প্রভাব ফেলে। এ সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয় যে, গৃহে আবদ্ধতা শিশুদেরকে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া থেকে সুবিধা-বঞ্চিত রাখে। মানসিক চাপ ও বিচ্ছিন্নতার কারণে তারা বিছানা ভেজানো, অনিদ্রা, প্রত্যাহরণ, বিষণ্নতা, পশ্চাদগামী আচরণ, অকাল বার্ধক্য এবং নিয়োগকর্তার প্রতি বিষণ্নকর ও আতঙ্কগ্রস্ত প্রতিক্রিয়ার পীড়নের শিকার হয়। এর মধ্যকার কিছু বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশেও শনাক্ত হয়েছে (রহমান এইচ, ১৯৯৫)।

আইএলও'র [১৪] একটি সমীক্ষায় শিশু গৃহকর্মীদের সঙ্গে তাদের নিয়োগকর্তাদের সম্পর্ক যথাযথ নয় মর্মে প্রকাশিত হয়েছে।। গৃহস্থালি কাজের সাথে সংযুক্ত নেতিবাচক বিষয়গুলি নিয়োগকর্তার সাথে শিশু গৃহকর্মীদের সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটায়। সমীক্ষাটিতে বৈষম্যের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা এবং তাদের বিচ্ছিন্নতা ও মানসিক ক্ষতির বড় অংশের উপর জোর দেওয়া হয়েছে । এই সমীক্ষা বাংলাদেশের একটি গবেষণার উল্লেখ করে উদ্ধৃত করে যে, "এটি মৌখিক বা দৈহিক নিপীড়ন ছিল না, কিংবা বস্তুগত দ্রব্য-সামগ্রী বা খাবারেরও অভাব ছিল না যা তাদেরকে সবচেয়ে বিপর্যস্ত [শিশু গৃহকর্মী] করেছিল; বরং তা ছিল বৈষম্য, বর্জন, অসম্মান, অকৃতজ্ঞতা, এবং আবেগ-অনুভূতিগত প্রত্যাশার ওপর নানাবিধ আক্রমণ যা সত্যিকার অর্থে তাদের বেদনার্ত করেছিল।" (উৎস- আইবিআইডি)

১.২ শিশুশ্রমের সঞ্চালক-নিবেশক-আকর্ষক উপাদান অন্বেষ

শিশুশ্রম একটি বহুমাত্রিক ঘটনা যা আন্তঃসংযুক্ত উপাদান দ্বারা সৃষ্ট ও চালিত। এই উপাদানগুলোকে অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, সামাজিক, মনঃস্তাত্তিক/আচরণগত এবং প্রাকৃতিক গুচ্ছে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে এবং নিম্নবর্ণিত ছক ৪ -এ তার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। নিবেশক উপাদান (push factor) বলতে সরবরাহ প্রান্তের উপাদানগুলোকে বোঝায় যা একটি শিশুকে শ্রমনিয়োজনে বাধ্য করে। আকর্ষক উপাদান (pull factor) চাহিদা প্রান্তের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তা নিয়োগকারী, ব্যবসা ও সমাজ থেকে উদ্ভূত। সঞ্চালক (drivers) হচ্ছে ঐ সকল উপাদান যা শিশুশ্রমের ক্ষেত্রে সাহায্য করে এবং তা টিকিয়ে রাখতে ও বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। এই উপাদানগুলোর পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া শ্রমে নিয়োজনের সম্ভাব্যতা বাড়িয়ে তুলে। (নরপোথ.জে ও অন্যান্য, ২০১৪)।

পারিবারিক আয় ও দারিদ্র্যের কারণগুলো শিশুর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আয়ের পাশাপাশি জমি ও খামারের মালিকানা শিশুদের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে পূর্ণসময়ব্যাপী বিদ্যালয়ে উপস্থিতির সম্ভাবনাকে। জমি মালিক ও খামার ব্যবসায়ী পরিবারের শিশুদের পূর্ণসময়ব্যাপী বিদ্যালয়ে উপস্থিতির সম্ভাবনা পাঁচ শতাংশ বেশি এবং পূর্ণসময়ব্যাপী কাজ করার সম্ভাবনা কিছুটা কম। দারিদ্র্য-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আর্থ-সামাজিক বিষয় যেমন- বেকারত্ব, সামাজিক সুরক্ষাবেষ্টনী ও নিরাপত্তার অভাব, গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর, মৌসুমী অভিবাসন ও ঋণগ্রস্ততাও শিশুশ্রমর উল্লেখযোগ্য কারণ (ইউসিডব্লিউ, ২০১১)।

[১২] বিএসএএফ-এর, নট ডেটেড. নিড গ্যাপ এনালিসিস অব চাইল্ড ডোমেস্টিক ওয়ার্কাস ইন বাংলাদেশ, গ্লোবাল মার্চ।
[১৩] ব্লাগব্রো, জে., ২০১৩। অ্যান্টি-স্লেভারি ইন্টারন্যাশনাল, হোম ট্রুথ: ওয়েলবিইং এন্ড ভালনারেবিলিটিজ অব চাইল্ড ডমেস্টিক ওয়াকার্স।
[১৪] আইএলও, আইপিইসি, ২০১৩। এন্ডিং চাইল্ড লেবার ইন ডমেস্টিক ওয়ার্ক এন্ড প্রটেক্টিং ইয়ং ওয়াকার্স ফ্রম অ্যাব্যুসিভ ওয়ার্কিং কন্ডিশনস।

ছক ৪: শিশুশ্রমের কারণ

	অর্থনৈতিক	শিক্ষাগত	সামাজিক	মনঃস্তাত্ত্বিক/আচরণগত	প্রাকৃতিক ও অন্যান্য
নিবেশক (সরবরাহ প্রান্ত)	▪ দারিদ্র্য ▪ পরিবারে অধিক সংখ্যক নির্ভরশীল সদস্য। ▪ পরিপূরক আয়ের প্রয়োজন। ▪ বই ও পোশাকসহ উচ্চ শিক্ষা ব্যয়। ▪ আয় পরিত্যাগের ক্ষেত্রে শিক্ষার উচ্চ সুযোগ-ব্যয়। ▪ অভিবাসন। ▪ পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের বেকারত্ব শিমুশ্রম ও আয়-নির্ভরতার কারণ। ▪ ঋণগ্রস্ততা থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে শর্তযুক্ত শিশুশ্রম ▪ হাত-খরচা প্রাপ্তিতে শিশুদের আকর্ষণ।	▪ বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ না পাওয়া । ▪ নিম্নমানের শিক্ষা। ▪ পিতা-মাতার শিক্ষার অভাব। ▪ পাঠ্যক্রমে প্রাসঙ্গিকতার অভাব। ▪ শিক্ষার ব্যয় ও সুযোগ-ব্যয় অধিক ▪ বিদ্যালয়-উত্তীর্ন শিশুদের সুযোগের অভাব। ▪ পানি ও পয়ঃপ্রণালিগত সুবিধাদিতে অপর্যাপ্ততা।	▪ সামাজিক বর্জন (জাত, ধর্ম বা বর্ণ-এর কারণে প্রান্তিকীকরণ) ▪ সামাজিক প্রথাসিদ্ধ নিয়ম ▪ সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ▪ জন্ম সংক্রান্ত আইনি দলিলপত্রের অভাব। ▪ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অভাব। ▪ ভগ্ন পরিবার (মৃত্যু কিংবা বিবাহবিচ্ছেদের কারণে) ▪ মেয়ে-শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয়তার ঘাটতি। ▪ অল্পবয়সে অর্জিত শিক্ষাগত দক্ষতা মেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।	▪ শিশুশ্রমের প্রতি ঔদাসীন্য, কিংবা সচেতনতার অভাব ▪ শিক্ষার গুরুত্বের প্রতি সচেতনতার অভাব ▪ চরিত্রগঠন এবং দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে কাজ মঙ্গলকর ▪ শিশুদের জন্য পারিবারিক ব্যবসা শেখা এবং তা চর্চা করা প্রয়োজন।	▪ প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথা: বন্যায় জমি হ্রাস, ভাঙ্গন, ঘূর্ণিঝড়। ▪ রোগের কারণে পরিবারে মৃত্যু। ▪ সশস্ত্র সংঘাত। ▪ জলবায়ু পরিবর্তন।
আকর্ষক (চাহিদা প্রান্ত)	▪ তুলনামূলক সস্তা শ্রম। ▪ সংগঠন গড়ে তোলার অক্ষমতা। ▪ শ্রমঘন বেসরকারি শিল্পে সস্তা শ্রমের নিরন্তর চাহিদা রয়েছে।	▪ পুরানো প্রযুক্তি এবং সস্তা শ্রমের ওপর বিপুল নির্ভরতায় শ্রম-সম্প্রসারণ (নিয়মনিষ্ঠভাবে প্রাপ্তবয়স্ক নিযুক্তি ও নিয়োগযোগ্যতার সংকীর্ণ সুযোগের প্রেক্ষাপটে)	▪ নিয়োগকর্তাদের মধ্যে শিশুশ্রমের গ্রহণযোগ্যতা। ▪ গৃহকর্ম খাদ্য, আশ্রয় এবং কিছু শিক্ষা নিশ্চিত করে।	▪ শিশুদের মধ্যকার বাধ্যগত স্বভাবের কারণে নিয়োগকারীদের মধ্যে শিশুশ্রমের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা। ▪ কিছু নির্দিষ্ট নিয়োগকারীর মধ্যে অধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে শিশুশ্রম শোষণের প্রবণতা।	▪ বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলোর ক্ষেত্রে নগরকেন্দ্রে গিয়ে তাদের সন্তানদের জন্য কর্ম খোঁজার সুযোগপ্রাপ্তি।
সঞ্চালক	▪ বিশ্বায়ন এবং গ্রামীণ ও শহর এলাকায় সস্তা শ্রমের সম্প্রসারণ।	▪ নিম্নমানের বাজারযোগ্য দক্ষতা গঠন কিংবা এর অভাবের দরুন শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মধ্যে সামঞ্জস্যের ঘাটতি।	▪ মানবপাচার ▪ মাদাকদ্রব্য পাচার ▪ পতিতাবৃত্তি ▪ সরকারের নিকট থেকে স্বীকৃতির অভাব। ▪ শিশুশ্রম নিরোধে আইনপ্রয়োগের অভাব এবং অত্যাল্প দণ্ডারোপ। ▪ শিশুশ্রমের অবৈধতার বিষয়ে সচেতনতার অভাব ▪ আইনি ফাঁক ▪ পরিবীক্ষণ ও আইনপ্রয়োগের অভাব	▪ গৃহকর্মের ক্ষেত্রে ধনী পরিবারগুলোর শিশুশ্রমের ওপর নির্ভরতা। ▪ ভোগবাদের সম্প্রসারণ।	▪ জলবায়ু পরিবর্তন।

সূত্র: টিম কনসোলিডেশন অন মাল্টিপল সোর্সেস।

পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুদের গঠনবিন্যাসের আপেক্ষিকতা, পারিবারিক কৌশল নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। তথ্যপ্রমাণ দৃষ্টিগোচর করে যে, যে পরিবারে প্রাপ্তবয়স্কদের সংখ্যা বেশি, সে পরিবারের শিশুদের অর্থাৎ উপার্জনকারী সংখ্যায় বেশি হলে, কর্মে নিয়োজন-সম্ভাবনা কম এবং বিদ্যালয়ে উপস্থিতি-সম্ভাবনা বেশি হয়, যদিও এর প্রভাব খুব বেশি নয়। এর বিপরীতে, অধিকসংখ্যক নির্ভরশীল সদস্য সংবলিত পরিবারের শিশুদের কর্মে নিয়োজনের সম্ভাবনা বেশি এবং বিদ্যালয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম (উইসিডব্লিউ, ২০১১)।

শিক্ষা সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলো বিদ্যালয়কে কম আকর্ষনীয় করে তোলে এবং শিশুদেরকে কাজের দিকে ঠেলে দেয়। প্রত্যক্ষ ব্যয় এবং পাঠ্য বই বিবেচনায় নিলে প্রাথমিক শিক্ষা বিনামূল্যে। এর সঙ্গে অনেক পরোক্ষ ব্যয় সম্পৃক্ত রয়েছে যেমন: পরিবহন, পোশাক, কলম, পেন্সিল ও নোটবুক যার কারণে শিশুরা প্রায়শই ঝরে পড়ে ও শিশুশ্রমে নিযুক্ত হয়ে (আলী, একেএম. এম, ২০১৪)। বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগের অভাব, নিম্নমানের শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা-ব্যয়, শিক্ষার উচ্চ সুযোগ-ব্যয়, অপ্রাসঙ্গিক পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সীমিত জ্ঞান শিক্ষাকে কম আকর্ষণীয় করে তোলে। ফলে, প্রাপ্তবয়স্কদের শোভন কাজে উত্তরণে সক্ষম হতে না পেরে শিশুরা অশিক্ষিত ও অদক্ষ থেকে যায়।

বাংলাদেশে প্রাক-বৃত্তিমূলক/বৃত্তিমূলক দক্ষতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সীমিত এবং সেইসঙ্গে রয়েছে এ-সংশ্লিষ্ট বাধা-বিপত্তি যেমন, দক্ষতা প্রশিক্ষণের মান, বাজার ও কর্মসংস্থানের মধ্যে সংযোগ এবং শংসন (certification)। যদিও তা কর্মক্ষম/সুবিধাবঞ্চিত শিশু এবং তার পরিবারের জন্য একটি আকর্ষণীয় বিকল্প হতে পারত কিন্তু সেখানেও পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কারিগরি দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে, যা কার্যকরভাবে দক্ষতা প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদানের জন্য প্রয়োজন।

পিতা-মাতা, বিশেষ করে পরিবার প্রধানের শিক্ষা, শিশুকে কাজে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে। পিতা-মাতার শিক্ষার মান বৃদ্ধি, সন্তানদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। যে পরিবারের পরিবার প্রধান অশিক্ষিত সে পরিবারের শিশুদের তুলনায়, যে পরিবারের পরিবার প্রধান অন্তত‌পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত সে পরিবারের শিশুদের বিদ্যালয়ে পূর্ণ সময় উপস্থিতির সম্ভাবনা শতকরা ছয় ভাগ বেশি। মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষিত হলে, বিদ্যালয়ে পূর্ণ সময় উপস্থিতির সম্ভাবনা আরও শতকরা পাঁচ ভাগ বৃদ্ধি পায় (সরকার ও অন্যান্য, ২০০৭)।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শ্রম-চাহিদা বৃদ্ধি করে, যা পর্যায়ক্রমে পরিবারের শিশুদের সার্বক্ষণিক কাজে নিয়োজিত করার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। উচ্চ শ্রম-চাহিদা শিশুদের পূর্ণ সময়ের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি করে এবং বিদ্যালয়ে পূর্ণ সময়ের উপস্থিতির সম্ভাবনা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়।

সামাজিক নিয়ম সেইসঙ্গে আচরণগত ও মনঃস্তাত্ত্বিক কারণগুলি শিশুশ্রমের ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নানাবিধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতি ও চর্চা বহুকাল ধরে বাংলাদেশের শিশুদের অধিকারকে প্রভাবিত করে আসছে (ইউনিসেফ[১১])। ঐতিহ্যগত ও জেন্ডার প্রথা সেইসঙ্গে আইনের/উন্নয়ন-পরিকল্পনার অকার্যকরতা এবং অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা; শিশুদের বেঁচে থাকার, বিকাশ লাভের এবং অংশগ্রহণের অধিকার প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ, শিশু গৃহকর্মীর ওপর ধনাঢ্য পরিবারগুলোর অত্যধিক নির্ভরতা শিশুশ্রমের একটি কারণ । পিতা-মাতা প্রতিনিয়ত বিশ্বাস করেন যে, দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কাজ করা ভালো (**নরপোথ ও অন্যান্য, ২০১৪**)। কখনো কখনো, স্থানীয় প্রথা ও চর্চার কারণে শিশুশ্রমের প্রতি উদাসীনতা দেখা যায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলেদের চাইতে মেয়েদের কম গুরুত্ব প্রদান করা হয় এবং তাদেরকে বাড়িতে কাজ-কর্ম করতে দেওয়া কিংবা গৃহকর্মে নিযুক্ত করা হয় যা ক্ষেত্রবিশেষে পাচার বা যৌনকর্মের দিকে নিয়ে যেতে পারে।[১২] গৃহভিত্তিক শিল্পের কাজকে প্রায়শই দক্ষতা অর্জনের উপায় হিসাবে গণ্য করা হয় এবং যা বিবাহের ক্ষেত্রেও সহায়ক (আইআরইডব্লিউসি, ২০১০)।

শিশুশ্রম সংক্রান্ত অর্থনৈতিক পর্যালোচনায় শিশুশ্রমের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত-প্রভাবক সাংস্কৃতিক দিকগুলো যেমন, অনানুষ্ঠানিক সামাজিক প্রথা কিছুটা উপেক্ষিত হয়েছে। এ-প্রেক্ষাপটে, অর্থনীতিবিদগণ "আন্তঃপ্রজন্মীয় শিশুশ্রম ফাঁদ"-এর ধারণার পাশাপাশি শিশুশ্রম সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে "মাতাপিতার প্রতি সন্তানোচিত কর্তব্য (filial obligations)" ও "সামাজিক অনুমোদন (social approval)" সংশ্লিষ্ট প্রথা বা "সামাজিক অসম্মান (social stigma)" অন্তর্ভুক্তির স্বীকৃতি দিচ্ছেন (বসু, ১৯৯৯)। বাংলাদেশের সামাজিক প্রথা এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতা শিশুশ্রমকে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত এবং দেশের জন্য তা অতিসাধারণ বিষয় করে তুলেছে। অনেক পরিবার তাদের সন্তানদের অর্জিত আয়ের ওপর নির্ভর করে, যা সন্তানের কর্তব্য বলে ধরা হয়, সেইসঙ্গে শিশুশ্রমকে উচ্চ সামাজিক মূল্যবোধে চালনা করে।

---

[১১] ইউনিসেফ, দ্যা চ্যালেঞ্জ : আইডেন্টিফাইড কি হাউসহোল্ড বিহেভিয়ার্স দ্যাট এফেক্ট চিলড্রেন ফ্রম বিফোর বার্থ টু দ্যা অনসেট অব ইয়ং এডাল্টহুড

[১২] উৎস: https://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/child-labour/WCMS_248984/lang--en/index.htm.

সামাজিক বর্জন এবং জাতিভিত্তিক প্রান্তিকীকরণ শ্রমে নিযুক্তির ক্ষেত্রে শিশুদেরকে ঝুঁকিতে ফেলে। পরিবার এবং/অথবা সমাজের দারিদ্র্যতা ছাড়াও জাতিগত, ধর্ম বা বর্ণের কারণে প্রান্তিকতা, বিবাহবিচ্ছেদ বা পরিবারের সদস্যের মৃত্যু সামাজিক বর্জনের কারণ হতে পারে- যা শিশুশ্রমের দিকেও যেতে পারে। (ডব্লিউ. আর. এডিস, ২০১৭)।

শিশুশ্রমের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার প্রেক্ষাপটে কারণগুলোর একটি হলো শিশুশ্রমে নিয়োগকারীদের পছন্দ। আর সেটা হলো শিশুরা প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় সুলভ এবং বেশি অনুগত (ইউনিসেফ, ২০১০)। শ্রম ইউনিয়ন গঠনে শিশুকর্মীদের অক্ষমতা নিয়োগকর্তাদের জন্য শিশুদের নিযুক্তিতে আগ্রহের কারণ।

বিশ্বায়িত বিশ্বে মানবপাচার শিশুশ্রমের কারণ।[11] যদিও অবৈধ ও গুপ্ত প্রকৃতির কারণে তা পরিমাপ ও পর্যবেক্ষণ করা দুষ্কর।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনগোষ্ঠীর প্রাকৃতিক উৎসের ভীত বিশৃঙ্খল করে এবং বাধ্যতামূলক বাস্তুচ্যুতি বা গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরের মধ্য দিয়ে শিশুশ্রম বৃদ্ধি করতে পারে। বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলো বেঁচে থাকার কৌশল হিসাবে পরিবারের সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্যের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ খোঁজ করে। এ অবস্থা শিশুশ্রম ও পাচারের ক্ষেত্রে শিশুদের বিপন্ন করে তোলে। যা হোক, এই বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর বিপন্নতা, একীভূতকরণ এবং ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি সময়-বিস্তার রয়েছে (আলী, একেএম. এম, ২০১৭)।

নিয়োগকারীদের মধ্যে নীতি ও আইনি সচেতনতার অভাব শিশুশ্রমে নিয়োজনের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ মর্মে দৃষ্ট হয়। সাধারণভাবে, শিশুশ্রম সম্পর্কে সচেতনতার মাত্রা খুবই কম। গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি এবং বাংলাদেশের অনানুষ্ঠানিক খাতে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় এর প্রয়োগের ওপর পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে, নিয়োগকারীদের মধ্যে মাত্র ৭% এই নীতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন (শরীফুল, সরকার, ২০১৭)। সমীক্ষাটি নীতি সচেতনতার বেহাল দশার কেন্দ্র কারণ হিসেবে গণমাধ্যমের প্রচারবিমুখতা ও নিরক্ষরতাকে চিহ্নিত করে (ছক ৫)।

ছক ৫: নিয়োগকারীদের নীতিবিষয়ক অসচেতনতার কারণ

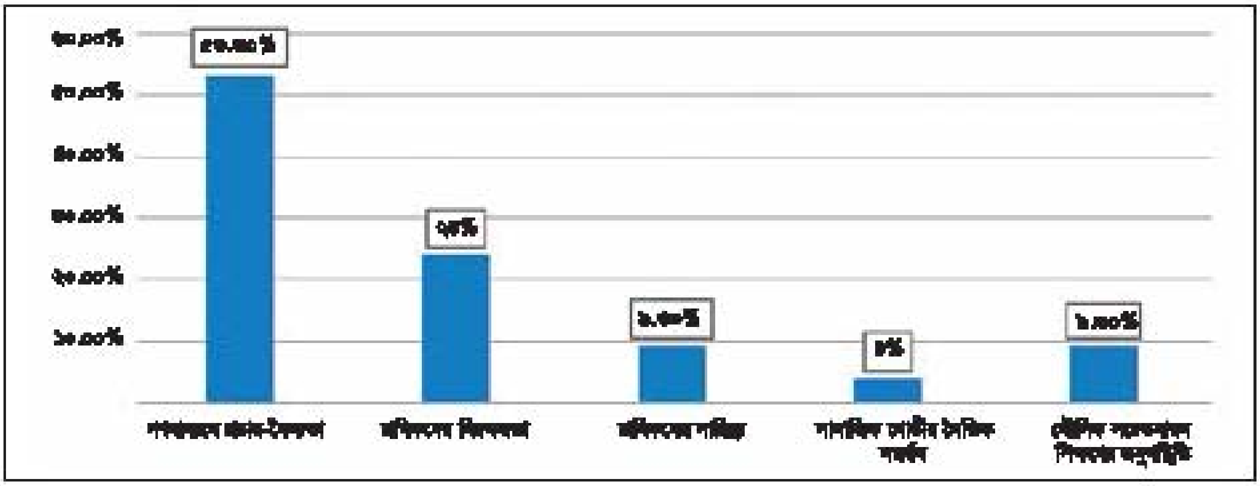

উৎস: শরীফুল, সরকার, ২০১৭। আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডমেস্টিক ওয়ার্কার্স প্রটেকশন এন্ড ওয়েলফেয়ার পলিসি এন্ড ইভ্যালুয়েটিং ইটস অ্যাপ্লিকেশনস টু ম্যানেজিং হিউম্যান রিসোর্সেস অব দ্য ইনফরমাল সেক্টর ইন বাংলাদেশ।

আইনের অস্পষ্টতা ও সীমিত প্রয়োগ শিশুশ্রমে প্রভাব ফেলে। আইএলও'র একটি সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয় যে, বিদ্যমান আইন প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্ম-কাঠামোর ওপর মনোনিবেশ করে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে শিশুদের কর্মসংস্থানের বিষয়টি উপেক্ষা করে। আইনের কোথাও কৃষি খাত (চা-বাগান ব্যতিরেকে), ক্ষুদ্রায়তনের অনানুষ্ঠানিক খাতের ব্যবসা বা পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থানের বিষয়ে উল্লেখ নেই, সামষ্টিকভাবে যা মোট শিশুশ্রমের ৮০%। ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের বিষয়ে পর্যাপ্ত আইনি ব্যবস্থার অভাব

[11] ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব লেবার। ব্যুরো অব ইন্টারন্যাশনাল লেবার অ্যাফেয়ার্স, ২০১৬। চাইল্ড লেবার এন্ড ফোর্সড লেবার রিপোর্টস, বাংলাদেশ।

একটি উদ্বেগের বিষয়। রপ্তানিমুখী পোশাক খাতের বাইরে শিশুশ্রম-বিষয়ক আইনের প্রয়োগও একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে রয়ে গেছে (ইউসিডব্লিউ, ২০১১)।

১.৩ জাতীয় পদক্ষেপসমূহ

জাতীয় পদক্ষেপসমূহের মধ্যে রয়েছে প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, আইনি ব্যবস্থা, নীতিগত শর্তাবলি, জাতীয় পরিকল্পনা এবং সম্পদ আহরণ।

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

শিশুশ্রম সংক্রান্ত কার্যক্রম মূলত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব এর আওতাধীন শিশুশ্রম ইউনিট (সিএলইউ)-এর মাধ্যমে পরিচালিত হয় । সিএলইউ ২০০৯ সালে গঠিত হয় এবং এর দায়িত্ব হচ্ছে শিশুশ্রম সংক্রান্ত নীতিমালা ও হস্তক্ষেপণযোগ্য কার্যক্রম, সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ। ছক ৬ -এ সিএলইউ -এর মূল দায়িত্বগুলো উল্লেখ করা হলো।

ছক ৬: শিশুশ্রম ইউনিটের মূল দায়িত্ব

- অংশিদারত্বের উন্নয়ন, শক্তিশালীকরণ ও সহযোগিতাকরণ;
- একটি সমন্বিত শিশুশ্রম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রণয়ন;
- ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম বা পেশার তালিকা চূড়ান্তকরণে সহযোগিতাকরণ;
- সহযোগী মন্ত্রণালয়, প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে সহায়তা প্রদান ও পরিবীক্ষণ;
- শিশুশ্রম সংক্রান্ত সমস্যার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপণ;
- জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তাকরণ; এবং
- জাতীয় সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান পরিচালনা করা।

উৎস: জিওবি, নেশন্যাল প্ল্যান অব একশন ফর ইমপ্লিমেন্টিং দ্যা নেশন্যাল চাইল্ড লেবার এলিমিনেশন পলিসি ২০১২-১৬

জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ[১৮] একটি শীর্ষস্থানীয় সাংগঠনিক কাঠামো যা শিশুশ্রম বিষয়ক কার্যক্রমের ওপর দৃষ্টি রাখে এবং সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। শিশুশ্রম নিরসনে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করা জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের দায়িত্ব। উক্ত কাউন্সিল শিশুশ্রম পরিস্থিতির ওপর বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা প্রস্তুত এবং শিশুশ্রম নিরসন নীতি এবং তৎসংশ্লিষ্ট জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে। জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ প্রয়োগস্থলে আইনি বিধি-বিধান এবং হস্তক্ষেপনের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করে। এ পরিষদের তদন্ত করার প্রাধিকার রয়েছে। জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ একটি শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করেছে যা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগের পাশাপাশি (বিশেষ করে অনানুষ্ঠানিক খাতে) নিয়মমাফিক পরিবীক্ষণ পরিচালনা করে ।

[১৮] GOB, MoLE, 2013. National Plan of Action for Implmenting the National Child Labour Elimination Policy (2012-2016).

সমমানের সংস্থা বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে রয়েছে। যেহেতু জেলা শিশু অধিকার পরিবীক্ষণ ফোরাম ইতোমধ্যে কার্যকর ছিল, তাই এই ফোরামের ওপর জেলা পর্যায়ে কৌশলপত্র বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। বিষয়টি লক্ষ্যণীয় যে, জেলা পর্যায়ে শিশুশ্রম নিরসনকে শিশু অধিকার সংক্রান্ত সাধারণ কার্যক্রমের সঙ্গে একীভূত করা হয়েছে যা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করে।

শিশুশ্রম সংক্রান্ত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর হল শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দ্বিতীয় দপ্তর। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর [১৮]-এর দায়িত্ব হল বিভিন্ন খাতে নিযুক্ত মানবসম্পদের কল্যাণ, সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ। উক্ত দপ্তর পরিদর্শন পরিচালনা করে থাকে, সেইসঙ্গে শ্রমিক ও মালিকদের আইনি কাঠামো প্রয়োগের বিষয়ে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসাবেও কাজ করে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মপরিসরে পর্যাপ্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার ও অংশীজনদের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতার মধ্য দিয়ে নীতি প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০১৭ সালে শ্রমপরিদর্শকদের কর্মপরিসর আরও বিস্তৃত করা হয় এবং অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান এবং শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে তালিকাভুক্ত কর্মক্ষেত্রসমূহকে -এর আওতাভুক্ত করা হয়। পরিদর্শনের ক্ষেত্রে শিশুশ্রম এখন প্রমিত কার্যপ্রণালী (standard operating procedure)-এর অংশ। পরিদর্শন পরিদপ্তরকে এখন অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে, ফলে শ্রমপরিদর্শকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।[১৯]

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অন্যান্য সমন্বয়কারী সংস্থা সীমান্তে শিশুপাচার সংক্রান্ত সমস্যার ওপর কাজ করে যাচ্ছে। দ্যা কাউন্টার ট্রাফিকিং ন্যাশন্যাল কোরডিনেশন কমিটি এবং দ্যা রেসক্যু, রিকোভারি, রিপেট্রিয়েশন এন্ড ইন্টিগ্রেশন টাস্কফোর্স মানবপাচার ও শিশুপাচারসহ বাধ্যতামূলক শ্রম এবং ঋণ-দাসত্ব (debt bondage) বিষয়ক সমস্যা নিয়ে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়গুলোর সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করে।

মূল খাতের মন্ত্রণালয়গুলো সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সম্পৃক্ত রয়েছে। শিশুশ্রম নিয়ন্ত্রণে সরকার যেহেতু একটি সমন্বিত কর্মপন্থা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে, তাই শিশুশ্রম নিরসন নীতি এর বাস্তবায়ন কৌশলে গ্রহণীয় ব্যবস্থাগুলো প্রকাশ এবং বিভিন্ন খাতকে সম্পৃক্ত করেছে।

শিশুশ্রম সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক কর্মপন্থা রয়েছে। যাহোক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মপরিচালনার মধ্যে অস্পষ্টতা রয়েছে, যা শিশুশ্রম সংক্রান্ত আইনের পর্যাপ্ত প্রয়োগে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। শিশুশ্রম সংক্রান্ত আইন প্রয়োগে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোর তালিকা নিম্নরূপ:

ছক ৭: শিশুশ্রম সংক্রান্ত আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা

প্রতিষ্ঠান / সংস্থা	ভূমিকা
ডিআইএফই	• শ্রম আইন এবং শিশুশ্রম/ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ করে।[২০]
বাংলাদেশ পুলিশ	• বাধ্যতামূলক শিশুশ্রম এবং বাণিজ্যিক যৌন নিপীড়ন থেকে শিশুদের সুরক্ষার্থে দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারাগুলোর প্রয়োগ করে।[২১] • ট্রাফিকিং ইন পারসনস মনিটরিং সেল-এর আওতায় মানবপাচারের মামলাগুলো তদন্ত এবং মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনের পাচারবিরোধী বিধানসমূহ প্রয়োগ করে।[২২]

[১৮] উৎস: http://dife.gov.bd/

[১৯] অ্যাচিভম্যান্ট অব দ্যা কান্ট্রি লেভেল এনগেজম্যান্ট এন্ড অ্যাসিস্টেন্স টু রিডিউস চাইল্ড লেবার (CLEAR) প্রজেক্ট। শ্রম পরিদর্শকদের জন্য একটি প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয় এবং সেই থেকে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর শিশুশ্রমকে তাদের পরিদর্শন চেকলিস্ট ও রিপোর্টে সন্নিবেশিত করেছে।

[২০] জিওবি, মোল, ২০১৭। ইউ.এস. ডিপার্টমেন্ট অব লেবার শিশুশ্রম ও বাধ্যতামূলক শ্রমের তথ্য চেয়ে অনুরোধ করেছে।

[২১] ইউ.এস. এমবেসি-ঢাকা অফিসিয়াল, ২০১৪

[২২] জিওবি, মিনিস্ট্রি অব হোম অ্যাফেয়ার্স, ২০১৫। ন্যাশনাল প্ল্যান অব অ্যাকশন ফর কম্ব্যাটিং হিউম্যান ট্রাফিকিং ২০১৫-২০১৭

বাংলাদেশ শ্রম আদালত	• শ্রম আইনের বিধান এবং সেইসঙ্গে শিশুশ্রম সংক্রান্ত বিধান লঙ্ঘনের বিচার, এবং নিয়োগকারীদের ওপর জরিমানা বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।[২৪] কেবল কিশোর শ্রমিকরা আইন স্বীকৃত।
শিশু সুরক্ষা নেটওয়ার্ক	• শিশুসহ শিশুশ্রম লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। • বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে শিশুদের সুরক্ষা, আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বিচারের ব্যবস্থা, কোনো ব্যবস্থাগ্রহণের ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ এবং জেলা ও উপজেলাস্থ আইন প্রয়োগকারী ও সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠনের মধ্যে অনুরূপ বিষয়ে সেবা-সংযোগ পদ্ধতি প্রবর্তন করে।[২৫]

শ্রম আইন প্রয়োগের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যলোচনা	২০১৬	২০১৭
অভিযোগ প্রক্রিয়া বিদ্যমান	হ্যাঁ	হ্যাঁ
শ্রম কর্তৃপক্ষ এবং সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সেবা-সংযোগ পদ্ধতি বিদ্যমান।	না	না

উৎস: টিম কনসোলিডেশন বেইজড অন জিওবি, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ২০১৭, এবং ইউ.এস. এমব্যাসি-ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০১৮।

আইনী এবং নিয়ন্ত্রক কাঠামো

যদিও বাংলাদেশ বিভিন্ন শিশুশ্রম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুসমর্থন করেছে, কিন্তু ন্যূনতম বয়স সংক্রান্ত কনভেনশন নং ১৩৮ এখনও অনুসমর্থন করেনি। বাংলাদেশ হল অনুসমর্থনকারী প্রথম সারির দেশগুলোর মধ্যের একটি যা শিশু অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন (ইউএনসিআরসি/সিআরসি) ১৯৯০ সালে অনুসমর্থন করেছিল। ২০০১ সালে দেশটি নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম সংক্রান্ত কনভেনশন নং ১৮২ অনুসমর্থন করে। যা-হোক, অদ্যাবধি দেশটি কনভেনশন নং ১৩৮সহ শিশুশ্রম সংক্রান্ত অন্য যে সকল কনভেনশন অনুসমর্থন করেনি তার বর্ণনা ছক ৮ -এ উপস্থাপিত হল:

ছক ৮: প্রাসঙ্গিক কনভেনশন যা অনুসমর্থিত হয়নি

আইএলও কনভেনশন যা বাংলদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত হয়নি	কনভেনশনের প্রাসঙ্গিকতা
সি ১৩৮: কাজে যোগদানের ন্যূনতম বয়স সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৭৩	শ্রম আইনকে শিশু আইন, ২০১৩ ও ইউএনসিআরসি-এর সঙ্গে সমন্বিতকরণ।
সি ০৭৭: কিশোরদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা (শিল্প) কনভেনশন, ১৯৪৬ সি ০৭৮: কিশোরদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা (শিল্প বহির্ভূত পেশা) কনভেনশন, ১৯৪৬	এরূপ পরিস্থিতিতে শিশুরা নিযুক্ত/কর্মরত রয়েছে এবং সে-ক্ষেত্রে কিশোর শ্রমিকদের স্বাস্থ্য-সনদায়ন ও তত্ত্বাবধানের বিধান 'বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬'-এ সংশোধনক্রমে সন্নিবেশিত রয়েছে।
সি ১২৪: কিশোরদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা (ভূ-গর্ভস্থ কাজ) কনভেনশন, ১৯৬৫	
সি ১৮৪: কৃষি খাতে সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য কনভেনশন, ২০০১ সি ১৮৮: মৎস্য আরোহণ কনভেনশন, ২০০৭	কৃষি খাতে শিশুদের এক বিরাট অংশ নিযুক্ত রয়েছে কিংবা কাজ করছে।
সি ১৮৯: গৃহকর্মী কনভেনশন, ২০১১	যথাযথ কোনো আইনি দলিল ব্যতিরেকে এ খাতে অল্পবয়স্ক শিশুদের উপস্থিতি রয়েছে।
সি ১৭৭: গৃহকর্ম কনভেনশন, ১৯৯৬	
সি ১৯০: সহিংসতা ও হয়রানি সংক্রান্ত কনভেনশন, ২০১৯	শিশুদেরও কর্মস্থলে প্রাপ্তবয়স্কদের মতো সহিংসতা ও হয়রানির শিকার হতে হয়।

উৎস: টিম কনসলিডেশন বেজ্ড অন আইএলও।[২৬]

[২৪] জিওবি, ডি আই এফ ই, ২০১৫। কোয়েশ্চেন্স ফ্রম ইউ.এস. গভর্নমেন্ট।
[২৫] ইউ.এস. ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট। কান্ট্রি রিপোর্ট অন হিউম্যান রাইটস প্রেকটিসেস-২০১৭: বাংলাদেশ। ওয়াশিংটন, ডিসি। মার্চ ৩, ২০১৭।
[২৬] উৎস: আইএলও।

শিশু অধিকার সনদের সঙ্গে দেশের আইনের সামঞ্জস্য বিধানের অংশ হিসাবে 'শিশু আইন ২০১৩' শিশুদের বয়স ১৮ বছরের নিচে নির্ধারণ করেছে। উক্ত আইন জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিশুকল্যাণ বোর্ড প্রতিষ্ঠার বিধান রেখেছে, পরিচর্যার ন্যূনতম মান নির্ধারণ করেছে, উপজেলায় শিশু-বান্ধব ডেস্ক স্থাপনের ব্যবস্থা করেছে এবং প্রবেশন কর্মকর্তার কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়েছে। যদিও কর্মজীবী শিশুদেরকে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সংজ্ঞা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

শ্রম আইন ২০০৬ (২০১৩তে সংশোধিত) শিশু শ্রমিক (১৪ বছরের নিচে) এবং কিশোর শ্রমিক (১৪-১৮) সংজ্ঞায়িত করেছে। উক্ত আইন ১৪-১৮ বছরের শিশুদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের স্বাস্থ্যসনদ সাপেক্ষে, হালকা শ্রমে নিয়োগের অনুমোদন প্রদান করে। শ্রম আইন সরকারকে কিশোরদের জন্য একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণের নির্দেশনা প্রদান করে। বয়সের বৈষম্য ব্যতিত (সিআরসি, শিশু আইন ২০১৩ ও জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ -এর সঙ্গে) আইনটির আরেকটি সীমাবদ্ধতা এই যে, আইনি অধিক্ষেত্র মূলত অর্থনীতির অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত, যখন বৃহত্তম সংখ্যাগরিষ্ঠ শিশুরা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিযুক্ত রয়েছে (যথা: গৃহকর্ম)।

'শিক্ষা আইন ২০১৬'-এর খসড়া দুই বৎসরের প্রাক-প্রাথমিক এবং আট বছরের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার বিধান অন্তর্ভুক্ত করেছে । উক্ত আইনের খসড়ায় ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কম বয়সে ন্যূনতম/বাধ্যতামূলক শিক্ষা সমাপন ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুদের চাকুরির ঝুঁকিতে ফেলবে।

'প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলককরণ) আইন ১৯৯০' প্রাথমিক শিক্ষায় ৬-১০ বছরের সকল শিশুর ভর্তি এবং এ-ক্ষেত্রে তালিকাভুক্তি বাধ্যতামূলক করাকে সমর্থন করে। এ আইনে শিশুদের যে কোনো কিছুতে সম্পৃক্ত (যেমন কর্মসংস্থানে) হওয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা তাদের প্রাথমিক শিক্ষায় তালিকাভুক্তির অন্তরায়। এটি স্থায়ী বাসিন্দাদের তালিকাভুক্তিতে সহায়তা করে তবে, এই আইনি বাধ্যবাধকতা পালন অভ্যন্তরীণ অভিবাসী এবং বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর জন্য জটিল করে তোলে ।

'মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২'-তে মানব পাচারের একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা রয়েছে যেখানে অর্থনৈতিক শোষণ, বাধ্যতামূলক শ্রম, শিশুদের যৌন নিপীড়ন অপরাধ হিসাবে গণ্য । আইনটি স্পষ্টরূপে পাচারের শিকার (বাধ্যতামূলক শ্রম, যৌন নিপীড়ন অন্তর্ভুক্ত) কোনো শিশুর "সম্মতি"র বিষয় বাদ দিয়ে শিশু অধিকার সম্বোধন করেছে। আদালতে ভিকটিমকে রুদ্ধ-কক্ষ বিচার এবং অন্যান্য বিশেষ সুরক্ষার ক্ষেত্রে আইনটি প্রবেশাধিকার প্রদান করেছে। উক্ত আইনে মামলার কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সরকারকে একটি পৃথক বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। যদিও বিশেষ ট্রাইব্যুনাল এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং শাস্তি প্রদানের হার নগন্য।

ছক ৯: শিশুশ্রম-বিষয়ক আইন ও বিধি-বিধান

মান	বয়স	আইন
কাজের জন্য ন্যূনতম বয়স	১৪	• ধারা ৩৪, বাংলাদেশ শ্রম আইন
ঝুঁকিপূর্ণ কাজের জন্য ন্যূনতম বয়স	১৮	• ধারা ৩৯-৪০, বাংলাদেশ শ্রম আইন
শিশুদের জন্য নিষিদ্ধ ঝুঁকিপূর্ণ পেশা বা কার্যক্রম		• ধারা ৩৯-৪২, বাংলাদেশ শ্রম আইন • স্ট্যাটুটরি রেগুলেটরি অর্ডার নম্বর ৬৫[২৭, ২৮]
বাধ্যতামূলক শ্রম প্রতিরোধ		• ধারা ৩৭০ ও ৩৭৪, বাংলাদেশ দণ্ডবিধি • ধারা ৩, ৬ ও ৯, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন
শিশু পাচার প্রতিরোধ		• ধারা ৩ ও ৬, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন • ধারা ৬, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন

[২৭] জিওবি, ২০০৬, শ্রম আইন (২০১৩ সালে সংশোধিত)

[২৮] জিওবি, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, চাইল্ড লেবার ইউনিট। লিস্ট অব ওয়ার্স্ট ফর্মস অব ওয়ার্কস ফর চিলড্রেন।

শিশুদের বাণিজ্যিক যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধ		• ধারা ৩৭২ ও ৩৭৩, বাংলাদেশ দণ্ডবিধি • ধারা ৭৮ ও ৮০, শিশু আইন • ধারা ৩ ও ৬, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন • ধারা ৮, পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন
অবৈধ কার্যক্রম শিশুদের ব্যবহার নিষিদ্ধ		• ধারা ৭৯, শিশু আইন
বাধ্যতামূলক শিক্ষার বয়স	১০	• ধারা ২, প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক করণ) আইন
অবৈতনিক গণশিক্ষা		• অনুচ্ছেদ ১৭, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান; শিক্ষা আইন, ২০১৬ (খসড়া)

উৎস: ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টম্যান্ট অব লেবার'স ব্যুরো অব ইন্টারন্যাশনাল লেবার এফেয়ার্স, বাংলাদেশ মডারেট প্রগ্রেস; ২০১৭ ফাইন্ডিংস অন দ্যা ওয়ার্স্ট ফর্ম অব চাইল্ড লেবার।

জাতীয় নীতিসমূহ

জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০, শিশুশ্রম প্রতিরোধ ও নিরসনের ক্ষেত্রে জাতীয় স্তম্ভ স্বরূপ। যেহেতু, শ্রম আইন ১৪ বছরের কম বয়সের ব্যক্তিকে শিশু এবং ১৪ বছর পূর্ণকারী কিন্তু ১৮ বছরের কম বয়সের ব্যক্তিকে কিশোর হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। এ নীতি প্রাতিষ্ঠানিক খাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং শিক্ষা, আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ, শিশুশ্রম প্রতিরোধ ও শিশুদের সুরক্ষা এবং সামাজিক ও পারিবারিক পূণঃএকীভূতকরণের ব্যবস্থা করে। এর লক্ষ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে:

- ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের কাজ থেকে শিশুদের প্রত্যাহার;
- কর্মরত শিশুদের পিতা-মাতাকে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ;
- কর্মরত শিশুদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনতে উপবৃত্তি ও অনুদান প্রদান;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ শিশুদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান;
- আদিবাসী ও শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ;
- সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং খাতগুলোর মধ্যে সহযোগিতা নিশ্চিতকরণ;
- প্রায়োগিক আইন প্রণয়ন এবং তা প্রয়োগের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ;
- শিশুশ্রমের ক্ষতিকর পরিণতি সম্পর্কে পিতা-মাতা, জনসাধারণ এবং সুশীল সমাজের সচেতনতা সৃষ্টি: এবং
- নানা প্রকারের শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি বিভিন্ন কৌশল ও কর্মসূচির পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

জাতীয় শিশু নীতি ২০১১, আঠারো (১৮) বছরের কম বয়সের যে কোনো ব্যক্তিকে শিশু হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে।[২১] নীতিটি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাশ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও জন্মনিবন্ধনে শিশুদের অধিকার তুলে ধরে: সেইসঙ্গে বিশেষ অধিকার প্রদান করে যা প্রতিবন্ধী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়/সংখ্যালঘু ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের সম্পৃক্ত করে এবং কিশোর-কিশোরীদের তাদের বিকাশের ক্ষেত্রে আরও অধিকার ন্যস্ত করে। যদিও নীতিটিতে (ধারা ৯) জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ ভিত্তিক ১১টি বিধান রয়েছে, কিন্তু এটি হুবহু এক নয়। এই নীতিতে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চিহ্নিত ১০টি মন্ত্রণালয়ের আন্তঃসমন্বয়ের বিষয়ে কোনো নির্দেশনা নেই।

জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ বাস্তবায়নার্থে জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন কর্মপরিকল্পনা ২০১২-২০১৬ গৃহীত হয়েছে। এই কৌশলপত্র কৌশলগত ক্ষেত্রগুলির আউটপুট-এর আলোকে পদক্ষেপ গ্রহণক্রমে জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতির কৌশলগত নির্দেশনা

[২১] এটি জাতীয় শিশুনীতি ১৯৯৪-কে প্রতিস্থাপন করেছে: সি আর সি-এর নীতি ও শর্তসমূহ অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য, সেইসঙ্গে বৈষম্যহীনতা, শিশুদের সর্বোচ্চ স্বার্থ এবং শিশুদের অংশগ্রহণ।

অনুসরণ করেছে। দলিলটি এর কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি নির্দেশক বাজেট সহকারে সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনের ভূমিকা চিহ্নিত করেছে। কৌশলপত্রের সুপারিশ অনুসারে, ২০১৪ সালে জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ এবং আরও পরে জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি ও উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি গঠিত হয়। কার্যত, এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। উক্ত কৌশলপত্র অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে সুস্পষ্টভাবে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করেনি। শিশুশ্রম মোকাবেলায় ক্ষেত্র ও খাতভিত্তিক উদ্যোগের বিষয়ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেনি।[২০] যদিও সূচনায় এর অবসানকাল ছিল ২০১৬ সাল, সরকার তা ২০২১ সাল পর্যন্ত বাড়িয়েছিল। এর বাস্তবায়ন-অগ্রগতির বিষয়ে কোনো মূল্যায়ন হয়নি। বাস্তবায়নের বিষয়ে একটি নমুনাসূচক মূল্যায়ন টিডিএইচ (TdH) নেদারল্যান্ডস-এর সহায়তায় ইনসিডিন বাংলাদেশ পরিচালনা করেছিল। মূল্যায়নলব্ধ বিষয়াদি কৌশলপত্র ২০২১-২৫ প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ ২০১৫, চিহ্নিত করে যে নব্বই দশকের মাঝামাঝি থেকে শিশুশ্রমিক হ্রাস মূলত মেয়েদের মধ্যে ঘটেছে, যা মেয়েদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপবৃত্তি কর্মসূচির প্রভাবেরই প্রতিফলন; সেইসঙ্গে এটিও নির্দেশ করে যে, দারিদ্র্য শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহকে চালিত করে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর বাস্তবায়নে জড়িত।

গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫ কর্মে নিয়োগের ন্যূনতম বয়স ১২ বছর নির্ধারণ এবং সেইসঙ্গে গৃহকর্মীকে কোনো ভারী ও বিপজ্জনক কাজে যুক্ত না করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। উক্ত নীতি একটি শিথিল অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করেছে যার মাধ্যমে একজন গৃহকর্মীকে সহায়তা পাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ সেল, মানবাধিকার সংগঠন এবং শ্রমিক সংগঠন কিংবা চাইল্ড হেল্পলাইনে (শিশুর ক্ষেত্রে) অভিযোগ জানাতে হয়। নীতিটি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে গৃহকর্মীদের প্রবেশাধিকারের ঘোষণা প্রদানের মধ্য দিয়ে কর্ম-সম্পৃক্ত দুর্ঘটনা এবং জখমের ক্ষেত্রে অনির্ধারিত অঙ্কের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রেখেছে। সহায়ক আইনি দলিল ও জনসচেতনতার অভাবে নীতিটি বহুলাংশে অবাস্তবায়িত থেকে যায়।[২১]

শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা ২০১৩ -এ মোট ৩৮টি কাজ/নিয়োগ খাত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অন্যান্যদের মধ্যে সরকার (শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়) শিশুদের গৃহশ্রমসহ শুকনো মাছ এবং বর্জ্য নিষ্কাশনের মতো খাতগুলোকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেনি।[২২] তালিকাটি শিশুশ্রমের এক বৃহদাংশকে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় ফেলে রেখেছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করে। এ নীতি প্রাথমিক পর্যায়ে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ (স্বল্প পরিমাণে) রেখেছে। অন্যান্যের মধ্যে, এটি শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা অপসারণের এবং শিশু শ্রমিকদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানায়। এর লক্ষ্য হিসাবে, নীতিটি সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত সকল শিশুকে শিক্ষা পরিষেবার আওতায় নিয়ে আসতে সরকারকে নির্দেশনা প্রদান করে। ঝরে পড়া রোধ করতে পথশিশু ও অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য বিনা খরচায় ভর্তি, বিনা মূল্যে শিক্ষা-উপকরণ, মধ্যাহ্নভোজ এবং উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে এ নীতি সহায়তা বৃদ্ধির আহ্বান জানায়। অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তবায়ন ব্যহত হয়।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২০২৫ এর অন্তর্ভুক্তি কৌশলের আওতায় শিশুশ্রমকে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং শিশুশ্রম হ্রাসকরণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছে। এটি নিকৃষ্ট ধরনের শ্রমে জড়িয়ে পরা শিশুদের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শিশুদের জন্য একটি নীতি প্রণয়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। অপব্যবহার থেকে সুরক্ষা এবং কার্যকর পুনর্বাসন ও বিকাশের লক্ষ্যে সকল অংশীজনের সমন্বিত উদ্যোগে পথশিশুদের সহায়তা করতে হবে। কর্মরত শিশুদের আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার উন্নত করতে, বিশেষ করে বিপর্যস্ত পরিবারগুলোর জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে।

[২০] টেরি ডেস হোমস, ২০১৯। রিপোর্ট অন মাল্টি-স্টেকহোল্ডার কন্সাল্টেশন অন এলিমিনেশন অব ডব্লিউএফসিএল, টিডিএইচ নেদারল্যান্ডস।
[২১] ইসলাম, মোহাম্মদ এন্ড সরকার, এমডি, ২০১৭। আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডোমেস্টিক ওয়ার্কার্স প্রটেকশন এন্ড ওয়েলফেয়ার পলিসি এন্ড ইভ্যালুয়েটিং ইটস অ্যাপ্লিকেশন্স টু ম্যানেজিং হিউম্যান রিসোর্সেস অব ইনফরমাল সেক্টরস ইন বাংলাদেশ। জার্নাল অব এশিয়ান বিজনেস স্ট্র্যাটিজি।
[২২] উইনরক ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৯। চাইল্ড লেবার ইমপ্রুভমেন্ট ইন বাংলাদেশ। কন্সাল্টেশন অন এলিমিনেশন অব ডব্লিউএফসিএল।

আইনি ও নীতিগত কাঠামোতে সন্তোষজনক অগ্রগতি অর্জন করা সত্ত্বেও শিশুশ্রম এবং অন্যান্য ক্ষতিকর দৃষ্টিভঙ্গি ও নিয়ম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গতি মন্থর বলে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লেখ রয়েছে। কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে এ সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সক্ষমতার এবং গণসচেতনতার অভাব। এই কর্মপরিকল্পনা উল্লেখ করে যে, সরকার আবশ্যিকভাবে জনসচেতনতামূলক প্রচারাভিযান অধিক হারে পরিচালনার মাধ্যমে শিশুদের ক্ষমতায়নে অব্যাহত প্রয়াস চালিয়ে যাবে, যেন এই আইনগুলি সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ভালভাবে জানে এবং প্রত্যেকটি পরিবার সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। যা হোক, জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বহুলাংশে নির্ভর করে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার ওপর যা (নীতি) তার ১০টি লক্ষ্য অর্জনে খুব একটা এগুতে পারেনি।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণে এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এসজিডি অভীষ্ট ৮.৭ অর্জনের উদ্দেশ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রকল্প/কর্মসূচি নির্ধারণ করেছিল, যা হলো: ক) বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন; খ) ৩৮টি ঝুঁকিপূর্ণ খাতের তালিকা অনুযায়ী ডেটাবেজ তৈরি; গ) হস্তক্ষেপণের তালিকা তৈরি; ঘ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কমিটিগুলোকে শক্তিশালী এবং কার্যকরকরণ; ঙ) বিদ্যমান কৌশলপত্র পর্যালোচনা এবং ২০২১ সালের জন্য স্বল্প-মেয়াদি কৌশলপত্র এবং ২০২৫ সাল পর্যন্ত মধ্য-মেয়াদি কৌশলপত্র প্রণয়ন; চ) একটি কার্যকর সমন্বয় পদ্ধতি প্রবর্তন। ২০২০ সাল পর্যন্ত পরিকল্পিত কার্যক্রমের অগ্রগতি খুব বেশি দৃশ্যমান হয়নি।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (EFYP) বাইরেও ২০২১-২০৩০ মেয়াদের কার্যক্রম চিহ্নিত করেছে। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি হলো: ১) গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫-এর বাস্তবায়ন; ২) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে মানবসম্পদ বৃদ্ধিকরণ; ৩) মন্ত্রণালয় ও বিভাগে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল গঠন; ৪) কার্যকর সচেতনতামূলক কর্মসূচি প্রণয়ন এবং মূল অংশীজনদের উদ্দেশ্যে সম্প্রসারণমূলক প্রচারাভিযান চালুকরণ; ৫) সিএসআর কার্যক্রম উন্নীতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ; ৬) সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা -এর সফল অংশগুলোর সম্প্রসারণ; ৭) অরক্ষিত পরিবারগুলোর জন্য নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রবর্তন; ৮) গৃহকর্ম সুরক্ষা আইন প্রণয়ন; ৯) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের জন্য নিয়ন্ত্রক কাঠামো গঠন; ১০) আইএলও কনভেনশন ১৩৮ ও অন্যান্য কনভেনশন অনুসমর্থন।

মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১৮-২০২২[৩৩]-এর ওপর প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, শিশু পাচার ও বাধ্যতামূলক শিশুশ্রম অন্তর্ভুক্তিক্রমে এ সংক্রান্ত সমস্যাবলি মোকাবেলা করে। অরক্ষিত ও পাচারের শিকার শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ ও সুরক্ষা প্রদানের বিষয় উক্ত কর্মপরিকল্পনায় উল্লেখ আছে, কিন্তু সার্বিকভাবে প্রতিরোধ, সুরক্ষা, অভিযোগ দায়ের এবং এনপিএ'র সমন্বয়-সম্পৃক্ত কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে হস্তক্ষেপের সুযোগ এর নেই। তবে, এটি অংশীদার-গুচ্ছে (partnership cluster) মানবপাচার প্রতিরোধ কমিটিতে (CTCs) শিশু-প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ উন্নীত করেছে।

সম্পদ আহরণ

সরকার বর্তমান সময়ে শিশুদের জন্য মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি)-এর ২.৫৫% ব্যয় করে। **বি**গত ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশের শিশুখাতে জাতীয় বাজেটে গড় বরাদ্দ ছিল ১৪%। যা-হোক, শিশু-নিবদ্ধ বাজেট শিশুশ্রম হ্রাসের লক্ষ্যে অর্থছাড় অনুমোদন করে না। এর আওতাভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে অর্থ হস্তান্তর, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, প্রতিরোধ-উদ্যোগ, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাত গুরুত্বপূর্ণ এবং শিশুদের জন্য এ খাতগুলোর বরাদ্দ-বণ্টনও তাৎপর্যপূর্ণ। বিগত ৩০ বছর শিশুদের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের গড় বরাদ্দ ছিল ৮.২%। সম্প্রতি, বাড়তি চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

[৩৩] স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর আওতায়, এস ডি জি ১৬.২ বাস্তবায়ন করা হয়।

সরকার মোট ব্যয়ের ১৫%-এর অধিক অর্থ ৮৪টি সামাজিক সুরক্ষাবেষ্টনী কর্মসূচিতে ব্যয় করে যা হত-দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর সেবায় ব্যয়িত হয়।[illegible] ২০১১ সালে সরকার সামাজিক সুরক্ষাবেষ্টনী কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি-প্রক্রিয়া উন্নতকরণের উদ্দেশ্যে জাতীয় জনসংখ্যা ডেটাবেজ তৈরির সম্ভাব্যতা যাচাই করার লক্ষ্যে একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ কর ।[illegible] উক্ত গবেষণাপত্র অনুযায়ী এ সকল কর্মসূচি অথবা অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষাবেষ্টনী কর্মসূচির কোনো প্রভাব শিশুশ্রমে পরে কি না তার ওপর কোনো সমীক্ষা হয়নি।[illegible]

সরকার জাতিসংঘ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে এ খাতে সমর্পিত সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে। বিভিন্ন সংস্থা ও রাষ্ট্রের সঙ্গে সরকারের ব্যাপক আন্তঃসংযোগ ও অংশিদারিত্ব রয়েছে।

অংশীজনদের মধ্যে সম্পদের বণ্টন এখনও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বিনিয়োগসমূহ সাধারণত প্রকল্পভিত্তিক এবং অন্যান্য উদ্যোগের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নতা ও সংযোগ রক্ষার ক্ষেত্রেও ঘাটতি রয়েছে। অধিকন্তু, সরকার কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় ব্যক্তিগত সম্পদ আহরণ করতে পারেনি। যদিও একটি সিএসআর নীতি রয়েছে, সরকারি পর্যায়ে কর্পোরেট খাতের সঙ্গে বৈশ্বিক অংশিদারত্বের দৃশ্যমান উপস্থিতি গোচরীভূত হয় না। এনজিও ও আইএনজিওগুলো সময়াবদ্ধ ক্ষুদ্র উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সিএসআর-সম্পদ আহরণ করে থাকে।[illegible]

১.৪ কৌশলপত্র ২০১২-২০১৫ থেকে শিক্ষা গ্রহণ

শিশুশ্রম নিরসনে কৌশলপত্র (২০১২-২০১৬, ২০২১ পর্যন্ত বর্ধিত)-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতির অভিজ্ঞতা মিশ্র ফলাফল প্রকাশ করে।[illegible] নিম্নবর্ণিত ম্যাট্রিক্স কতিপয় মুল বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

কৌশলপত্র বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ২০১২-২০১৬	অগ্রগতি ও সংশ্লেষ
জাতীয় থেকে উপজেলা পর্যন্ত সচিবালয়ের ব্যবস্থাপনা।	জাতীয় সচিবালয় কর্মক্ষম।
জাতীয় শিশুশ্রম কল্যান পরিষদ	জাতীয় শিশুশ্রম কল্যান পরিষদ গঠিত হয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দাঁড়িয়েছে এবং কর্মক্ষম হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে এ প্রক্রিয়ায় আইএলও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সঙ্গে সহায়তা প্রদান করে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছে ।
শিশুশ্রমের জরিপ/আনুমানিক হিসাব (বিভাগীয় পর্যায়)	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর নিজস্ব কর্মীদের দ্বারা জরিপ করেছে। কিন্তু, প্রমানীকরণ করা যায়নি।
শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত সমস্যা ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত করার জন্য সরকারি কর্মকর্তা, এনজিও সদস্য এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দদের প্রশিক্ষণ প্রদান।	আইএলও'র ক্লিয়ার প্রকল্পের আওতায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং স্থানীয় প্রশাসনের সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে কিছু সংখ্যক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। বিএসএফ, ইনসিডিন বাংলাদেশ, টিডিএইচ নেদারল্যান্ডস, ওয়ার্ল্ড ভিশন,

[illegible] দ্যা নিউজ টুডে, ২০১১। প্রধানমন্ত্রী উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা চালিয়ে যেতে আহবান জানান, অক্টোবর ২০১০।

[illegible] ফিউচারগভ, ২০১১। বাংলাদেশ ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্ট্রার প্রকল্প গ্রহণ করেছে, ২০১৪।

[illegible] গভর্নমেন্ট অব বাংলাদেশ, ২০১১। মিনিস্ট্রি অব উইমেন এন্ড চিলড্রেন অ্যাফেয়ার্স মিডিয়াম টার্ম এক্সপেন্ডিচার: ঢাকা।

[illegible] সেভ দ্যা চিলড্রেন ইন বাংলাদেশ, ২০১৪। ম্যাপিং অব গুড চাইল্ড রাইটস কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর) প্রেকটিসেস ইন বাংলাদেশ, চাইল্ড রাইটস গভর্ন্যান্স।

[illegible] ইনসিডিন বাংলাদেশ, ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং অব এনপিএ অন চাইল্ড লেবার চ্যালেঞ্জেস, বটলনেক এন্ড ওয়ে ফরোয়ার্ড; ইসিএল প্রোজেক্ট, টিডিএইচ নেদারল্যান্ডস, ঢাকা, ২০১৯।

	মানুষের জন্য ফাইন্ডেশন, ইউনিসেফ প্রশিক্ষণ ও পারামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। যদিও জাতীয় কর্মপরিধি স্থানীয় সম্প্রদায় বা প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ক্ষেত্রসহ সকল পর্যায়ে তা অর্জন করতে পারেনি।
অনলাইন/ইলেকট্রনিক/ই-মেইল সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কমিটিসমূহের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ প্রতিষ্ঠা; মেয়াদভিত্তিক প্রতিবেদন দাখিল পদ্ধতি প্রবর্তন, তথ্য সংগ্রহ ও সমন্বয়ক্রমে তা জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের (NCLWC) নিকট উপস্থাপন।	মেয়াদভিত্তিক প্রতিবেদন দাখিল পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রশাসনিক পর্যায় ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কমিটিগুলোর বিবিধ কর্মযোগের কারণে প্রতিবেদনগুলো বিস্তৃত আকারের হয় না। জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের (NCLWC) সভায় উপাত্তসমূহ পর্যালোচনা করে থাকে।
একটি শিশুশ্রম অনুসরণ (tracking) পদ্ধতি প্রবর্তন।	আইএলও তার ক্লিয়ার প্রজেক্টের আওতায় প্রকল্প এলাকায় জনগোষ্ঠীভিত্তিক শিশুশ্রম অনুসরণ পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। এ বিষয়ে লব্ধ অভিজ্ঞতা সম্ভাবনাময় এবং তা জাতীয় পর্যায়ে প্রবর্তনযোগ্য।
উপজেলাসমূহে যৌথ পদির্শন দল গঠন।	উপজেলা কমিটিগুলোকে কর্মক্ষম হতে সহায়তা প্রয়োজন।
পাঠাগার স্থাপন/শক্তিশালীকরণ (বিভাগীয়)	অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য নয়।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০১২-২০২০ সময়কালে সচেতনতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে শিশুশ্রম থেকে শিশুদের প্রত্যাহার, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সম্প্রসারণ, বৃত্তিমূলক দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং পিতা-মাতা/ পরিবারের জন্য বিকল্প আয়বর্ধক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। উক্ত প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায় (২০১৫-১৬)-এর লক্ষ্য ছিল ৩০,০০০ শিশুকে বাংলাদেশের ৪৩টি ঝুঁকিপূর্ণ পেশা থেকে অপসারণ এবং তাদের কনিষ্ঠ ভাই-বোনদের নিকৃষ্ট ধরনের শ্রম সম্পর্কে অধিক ধারণা প্রদান।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এখানে ৬৩,৬০১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবৈতনিক শিক্ষা প্রদান করে, বেশ কিছু গণশিক্ষা কর্মসূচিও রয়েছে। রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প (ROSC) ফেইজ-২ হচ্ছে ৮-১৪ বছর বয়সের সুবিধাবঞ্চিত শিশু, যারা কখনো বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায়নি কিংবা অন্যান্য প্রয়োজনীয়তার কারণে ঝরে পড়েছে, তাদেরকে শিক্ষা গ্রহণে দ্বিতীয়বারের মতো সুযোগ করে দেওয়ার একটি সরকারি প্রয়াস। ধারণাটি হলো (১) প্রাথমিক শিক্ষায় ন্যায্য সুযোগ গ্রহণ; (২) পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া এবং (৩) মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে ঝরে পড়ার সংখ্যা হ্রাসকরণ। শিক্ষার্থীরা শিক্ষা-উপকরণ, পরীক্ষার ফি, পোশাক ও শিক্ষাভাতা পেয়ে থাকে। জনসমাজের অংশগ্রহণে 'আনন্দ স্কুল' নামে পরিচিত শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট আওতাধীন (catchment) এলাকা থেকে শিক্ষকদের নিযুক্ত করা হয়। এ প্রকল্পে ১৪৮টি উপজেলা এবং ১১টি সিটি কর্পোরেশনের বস্তিগুলোকে আওতাভুক্ত করে ভিন্ন ভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে। ২৫০০ রস্কের স্নাতক, শিশুকল্যাণ ট্রাস্টের শিক্ষার্থী এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৫ বছরের অধিক বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ রেখে প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এ প্রকল্প গ্রহণ করেছে।[৩৯]

আইএলও'র ক্লিয়ার প্রকল্প জনসমাজে শ্রমপরিদর্শন পদ্ধতির শক্তিশালীকরণ এবং পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ার উৎকর্ষবিধানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল; কর্মক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে বিদ্যমান পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ; নিয়মিত পরিদর্শন পদ্ধতিতে শিশুশ্রম সন্নিবেশক্রমে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল এবং প্রমিত কার্যপ্রণালী প্রণয়ন এবং শ্রমপরিদর্শকদের প্রশিক্ষণ। আইনপ্রয়োগকারী কর্মকর্তাসহ শ্রম অদালতের বিচারক ও কৌসুলিদের সক্ষমতা বাড়ানো হয়েছিল। প্রকল্পটি সামাজিক পর্যায়ে পরিবীক্ষণ পদ্ধতি (CLMS) -শীর্ষক একটি পরীক্ষামূলক কর্মসূচিও (pilot programme) চালু করেছিল।

[৩৯]আরওএসসি (ROSC) রিচিং আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন (ফেইজ-২) (rosc-bd.org)

এরূপ অগ্রসরতা সত্ত্বেও শিশুশ্রমে নিযুক্ত শিশুদের একটি বিরাট অংশের এখনও বিশেষ করে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে সহায়তা ও তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন রয়েছে। সেইসঙ্গে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় (FYP এবং এসডিজি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা) কৌশলপত্র সমন্বিত না হওয়ায় তা মূলধারার বণ্টন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া থেকে আলাদা থেকে গেছে । কৌশলপত্রের পরিবীক্ষণের মূলকাঠামো (mainframe) থেকে পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি এবং বিবিএস বাদ পড়ায় তা বিচ্ছিন্নতা ও সক্ষমতায় ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। পূর্ববর্তী কৌশলপত্রের পরিকল্পনাভুক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেকগুলো মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ও সম্পদপ্রাপ্তির ঘাটতি ছিল- যা চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দেয়।

এ সকল প্রকল্পে সুশীল সমাজের সংগঠনসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে এনজিওগুলো ছিল তৃণমূল পর্যায়ের প্রধান বাস্তবায়নকারী সংগঠন। এনজিওগুলো বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় এর অতিরিক্ত প্রকল্পও বাস্তবায়ন করেছে। শ্রমিক ইউনিয়নগুলোও প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এবং শিশুশ্রম মোকাবেলার ক্ষেত্রে জিও ও এনজিও' র কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছে। জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ (NCLWC) একটি সম্মিলিত ফোরামে পরিণত হয়েছিল, যেখানে সকল অংশীজন তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা বিনিময়, যৌথভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ, কার্যক্রম সমন্বিত উদ্যোগ এবং কাজের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করেছে।

পূর্ববর্তী কৌশলপত্রের প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে, কৌশলপত্র ২০২১-২০২৫ প্রতিরোধ ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষা, দক্ষতা এবং শিশু ও তাদের পিতা-মাতার জন্য জীবিকার বিকল্পগুলোকে সম্পৃক্ত করে একটি সমন্বিত উদ্যোগের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। পূর্ববর্তী কৌশলপত্রের সম্পদ আহরণ, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ থেকে শিক্ষা গ্রহণক্রমে বর্তমান কৌশলপত্রকে পঞ্চবার্ষিক পকিল্পনা (FYP) ও এসডিজি বাস্তবায়ন-কাঠামোর সঙ্গে সমাঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পকিল্পনা (FYP) ও এসডিজি বাস্তবায়ন কাঠামোর সঙ্গে সমন্বিত হওয়ায় কৌশলপত্র ২০২১-২০২৫ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের অগ্রাধিকার এবং সম্পদের বিষয়ও নিশ্চিত করেছে। আইএলও'র ক্লিয়ার প্রকল্প কর্তৃক কৌশলপত্র ২০১২-২০১৬ এর বাস্তবায়ন পর্যায়ে পরিবীক্ষণ ডেটা তৈরিতে বিপত্তি এবং জনসমাজভিত্তিক পরিবীক্ষণ প্রয়াসের সাফল্যের ব্যবহার - তৃণমূল পর্যায়ে শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটিগুলোকে শক্তিশালীকরণ এবং জনসমাজের কুশীলবদের সকল পর্যায়ে কার্যকর করার প্রয়োজনীয়তাকে দৃশ্যমান করেছে। পূর্ববর্তী কৌশলপত্র বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গৃহীত বিবিধ অংশীজনের অংশগ্রহণে পরিকল্পনা, নিয়োজন ও পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে কৌশলপত্র ২০২১-২০২৫ অবিচল রয়েছে।

অধ্যায় ২

কৌশলপত্র (২০২১-২০২৫): একটি কৌশলগত পর্যালোচনা[৪০]

পূর্ববর্তী কৌশলপত্র (২০১২-১৬) বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপট ও অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে, বর্তমান কৌশলপত্র তার কৌশলগত উদ্দেশ্যের প্রাসঙ্গিকতা নিরূপণ করেছে। একইসঙ্গে, বর্তমান কৌশলপত্র শিশুশ্রম মোকাবেলা সংক্রান্ত সরকারের এসডিজি বাস্তবায়ন কৌশল অনুসরণক্রমে এর কার্যক্রম চিহ্নিত করেছে।

বর্তমান কৌশলপত্রের ভিত্তি হলো নিম্নবর্ণিত কৌশলগত দলিলসমূহ

১. সরকারের এসডিজি বাস্তবায়ন কৌশল
২. শিশুশ্রম নিরসনে এসডিজি-প্লাস কার্যক্রম যা কৌশলপত্র (২০১২-১৬)-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ
৩. বাংলাদেশের শ্রম খাতের ওপর ইইউ-জিওবি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (চূড়ান্ত প্রক্রিয়াধীন)
৪. বাংলাদেশের শ্রম খাতের ওপর জিওবি'র রোড-ম্যাপ (চূড়ান্ত প্রক্রিয়াধীন)

২.১. জিওবি'র এসডিজি বাস্তবায়ন কৌশলের সঙ্গে যুক্ত কার্যক্রম

এসডিজি বাস্তবায়ন কৌশলের মধ্যে শিশুশ্রম মোকাবেলায় হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে পাঁচটি প্রাসঙ্গিক কৌশল-ক্লাস্টার রয়েছে। সুতরাং বর্তমান কৌশলপত্র ২০২১-২০২৫ জিওবি'র এসডিজি বাস্তবায়ন কৌশলপত্রে প্রতিফলিত পাঁচটি উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে গঠিত হয়েছে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য-১. শিশুশ্রমের ঝুঁকি হ্রাসকরণ।

এটি নিম্নবর্ণিত আউটপুটগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট:

আউটপুট: ১.১ পিতা-মাতা, জনসাধারণ, সুশীল সমাজের মধ্যে শিশুশ্রমের বিষয়ে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি।

আউটপুট: ১.২ গ্রামীণ ও শহুরে কেন্দ্রগুলোর দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়-সুবিধা সহকারে উদ্বুদ্ধকরণ ও আর্থিক সহায়তা/উপবৃত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ (TVET, NFE)।

আউটপুট: ১.৩ শিশুশ্রমের ঝুঁকিতে থাকা শিশুর পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান।

আউটপুট: ১.৪ নিয়োগকর্তাদের নতুন/বিকল্প প্রযুক্তি ও শ্রম-উৎস অন্বেষণে উদ্বুদ্ধকরণ।

আউটপুট: ১.৫ কেন্দ্র থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ ও মোকাবেলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

কৌশলগত উদ্দেশ্য-২. ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম থেকে শিশুদের প্রত্যাহার

এটি নিম্নবর্ণিত আউটপুটগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট:

আউটপুট: ২.১ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের তালিকা পর্যালোচনা এবং তা হালনাগাদকরণ।

আউটপুট: ২.২ চিহ্নিতকরণ ও সেবা-সংযোগ নির্দেশিকা গ্রহণ করা।

আউটপুট: ২.৩ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশু এবং শিশুশ্রমে নিয়োজিত মেয়েদের অগ্রাধিকার দিয়ে শ্রম থেকে প্রত্যাহারকৃত শিশুদেরকে টিভেট/এনএফই এবং বিকল্প কর্ম-নিযুক্তিসহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহায়তা প্রদান।

---

[৪০] বিবিধ অংশিজনের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে পরামর্শক্রমে কৌশলগত নির্দেশনা (strategic guidelines) প্রণীত হয়েছে। মোল ও ডিআইএফই'র নেতৃত্বে জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক এ-সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়েছে, ইনসিডিন বাংলাদেশ এবং উইনরক ইন্টারন্যাশনালের ক্লাইম্ব প্রকল্পের সহায়তায়।

আউটপুট: ২.৪ পিতা-মাতার যত্নহীন শিশুদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা।

আউটপুট: ২.৫ প্রত্যাহারকৃত শিশুদের পরিবারকে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য সহায়তা প্রদান।

কৌশলগত উদ্দেশ্য-৩. কর্মক্ষেত্রে শিশুদের সুরক্ষায় বর্ধিত ক্ষমতা।

এটি নিম্নবর্ণিত আউটপুটগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট:

আউটপুট: ৩.১ শিশুশ্রম পরিবীক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত সহযোগে শক্তিশালীকরণ।

আউটপুট: ৩.২ আইন ও সুরক্ষা বিষয়ক বিধানসমূহের প্রয়োগ জোরদারকরণ।

আউটপুট: ৩.৩ শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের সুস্থ বিকাশের জন্য শিক্ষা, দক্ষতা ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ।

আউটপুট: ৩.৪ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শিশুদের জন্য প্রণীত আচরণ-বিধি ও গৃহীত সুরক্ষা রীতি-নীতি জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য-৪. অংশীদারত্ব ও বহু খাতের সম্পৃক্তি।

এটি নিম্নবর্ণিত আউটপুটগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট:

আউটপুট: ৪.১ শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের কল্যাণার্থে জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ (NCLWC)-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও খাতসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন।

আউটপুট: ৪.২ কৌশলপত্র বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক বার্ষিক সম্মেলন আয়োজন (সাফল্য উদযাপন এবং কৃতীদেরকে পুরস্কার/ স্বীকৃতি প্রদান)।

আউটপুট: ৪.৩ সম্পদ আহরণ ও কৌশলপত্র বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি, সিএসও, ব্যক্তি খাত ও গণমাধ্যমের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য-৫. কৌশলপত্র বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।

এটি নিম্নবর্ণিত আউটপুটগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট:

আউটপুট: ৫.১ শিশুশ্রমের ডেটাবেজ তৈরি করা।

আউটপুট: ৫.২ জাতীয় শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পর্যাবৃত্ত পরিবীক্ষণ সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রদান।

আউটপুট: ৫.৩ জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ।

আউটপুট: ৫.৪ এপিএ বাস্তবায়নের মধ্য-মেয়াদি (২০২১) এবং চূড়ান্ত (২০২৫) মূল্যায়ন।

বিভিন্ন আলোচনায় প্রাপ্ত পরামর্শ অনুসারে, এসডিজি মাইলফলকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বর্তমান কৌশলপত্র ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রম নিরসনের প্রাথমিক লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এভাবে কৌশলপত্র বাংলাদেশ সরকারের এসডিজি বাস্তবায়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সমন্বিত। নিম্নবর্ণিত ম্যাট্রিক্স কৌশলপত্রের কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং আউটপুটগুলোর সঙ্গে এসডিজি'র লক্ষ্যসমূহের যোগাযোগ রয়েছে।

কৌশলপত্র (২০২১-২০২৫)	এসডিজি-লক্ষ্যসমূহ	ফোক্যাল অ্যাজেন্সি
কৌশলগত উদ্দেশ্য - ১ শিশুশ্রমে ক্ষতিগ্রস্ততা হ্রাসকরণ		
আউটপুট : ১.১	৮.৭.১, ৪.১.১, ১৬.১০.২	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়
আউটপুট : ১.২	৮.৭.১, ৪.৫.১, ৪.২.১-৪.২.৬, ৪.২১, ৪.৩১, ৪.৫.১, ৪.৬.১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়
আউটপুট : ১.৩	৮.৭.১, ১.১.১, ১.২.২, ১.৩.১, ১.৪.১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
আউটপুট : ১.৪	৮.৭.১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
আউটপুট : ১.৫	৮.৭.১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কৌশলগত উদ্দেশ্য - ২ ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শ্রম থেকে শিশুদের প্রত্যাহার		
আউটপুট : ২.১	৮.৭.১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
আউটপুট : ২.২	৮.৭.১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
আউটপুট : ২.৩	৮.৭.১, ৪.৩.১, ১.১.১, ১৬.২.২	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
আউটপুট : ২.৪	৫.৪.১	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
আউটপুট : ২.৫	১.১.১	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কৌশলগত উদ্দেশ্য - ৩ কর্মক্ষেত্রে শিশুদের সুরক্ষার লক্ষ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি		
আউটপুট : ৩.১	৮.৭.১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
আউটপুট : ৩.২	৮.৭.১, ৪.এ.১, ৫.১.১, ৫.২.১, ৫.৩.১, ৫.সি.১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আউটপুট : ৩.৩	৮.৭.১, ৪.৬.১, ৫.৪.১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

কৌশলগত উদ্দেশ্য - ৪ অংশীদারিত্ব এবং বহু-খাতভিত্তিক কর্মসম্পৃক্তি		
আউটপুট : ৪.১	৮.৭.১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
আউটপুট : ৪.২	৮.৭.১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
আউটপুট : ৪.৩	৮.৭.১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কৌশলগত উদ্দেশ্য - ৫ কৌশলপত্রের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন		
আউটপুট : ৫.১	৮.৭.১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
আউটপুট : ৫.২	৮.৭.১ , ১৭.১৮.১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
আউটপুট : ৫.৩	৮.৭.১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
আউটপুট : ৫.৪	৮.৭.১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

২.২. শিশুশ্রম নিরসনে এসডিজি-প্লাস কার্যক্রম

কৌশলপত্র ২০২১-২০২৫-এর আওতাভুক্ত এসডিজি-প্লাস কার্যক্রমে কিছু কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা জিওবি'র এসডিজি কর্মপরিকল্পনায় নেই কিন্তু বাংলাদেশে ২০২১ সালের মধ্যে নিকৃষ্ট ধরনের এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল ধরনের শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে যা অত্যন্ত গুরুত্ববহ। পূর্ববর্তী কৌশলপত্র (২০১২-২০১৬)-এর তালিকা থেকে এইসব কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। কৌশলপত্র (২০১২-২০১৬)-তে হস্তক্ষেপণযোগ্য নয়টি কৌশলগত ক্ষেত্র প্রস্তুতকৃত রয়েছে। হস্তক্ষেপণযোগ্য নয়টি কৌশলগত ক্ষেত্রের প্রতিটির মূল আউটপুটগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নরূপ:

কৌশলগত ক্ষেত্র ও আউটপুট

১. **নীতি বাস্তবায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন**

১.১ কৌশলপত্র এবং ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের তালিকা পর্যালোচনা এবং হালনাগাদকরণ।

১.২ শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত নীতিসমূহ বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।

১.৩ কৌশলপত্রের কার্যকর বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ।

২. **শিক্ষা**

২.১ শ্রমজীবী ও দরিদ্র শিশুদের জন্য শিক্ষা-সুবিধা ও সুযোগ নিশ্চিত।

২.২ শ্রমজীবী কিশোর-কিশোরী এবং তাদের পিতা-মাতার জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি।

২.৩ প্রশিক্ষণ ও সামাজিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে শিশুদের সামাজিকভাবে ক্ষমতায়ন।

৩. **স্বাস্থ্য ও পুষ্টি**

৩.১ শ্রমজীবী শিশুদের পরিবার বা শিশুদের শ্রমে নিয়োজনের ঝুঁকিতে থাকা পরিবারগুলোর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা।

৩.২ স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ নিশ্চিত করা।

৪. **সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং উদ্বুদ্ধকরণ**

৪.১ শিশু, পিতা-মাতা, নিয়োগকারী, শ্রমিক ইউনিয়ন, জনসাধারণ এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তারা শিশুশ্রম এবং ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রমের (HWFCL) ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা এবং শিশুশ্রম নিরসনে ইতিবাচক মনোভাব ও আচরণগত নিদর্শনা প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করা।

৪.২ শিশুশ্রম প্রতিরোধে সমাজভিত্তিক কর্মপদ্ধতি প্রবর্তন ও শক্তিশালীকরণ।

৫. **আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ**

৫.১ বিদ্যমান শিশুশ্রম সমস্যা সম্পর্কিত আইন ও বিধি-বিধান (প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে) সংশোধন করা।

৫.২ শিশুশ্রম সংক্রান্ত আইন ও বিধি প্রয়োগ করা।

৫.৩ অপ্রাতিষ্ঠানিক ও কৃষি খাতে শিশুশ্রম পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ শক্তিশালী করা ।

৬. **কর্মসংস্থান ও শ্রমবাজার**

৬.১ আইনানুগভাবে কর্মযোগ্য প্রশিক্ষিত কিশোর-কিশোরীদের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি এবং শ্রমবাজারে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৬.২ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত পরিবারগুলোর কিশোর-কিশোরীদের কার্যকর সম্পৃক্তির মধ্য দিয়ে স্বল্প-উপার্জনক্ষম উদ্যোক্তা সৃষ্টি।

৭. **শিশুশ্রম প্রতিরোধ এবং শ্রমে নিযুক্ত শিশুদের সুরক্ষা**

৭.১ প্রাপ্তবয়স্ক এবং অতিদরিদ্র ও কর্মজীবী শিশুদের পিতা-মাতার জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্ট। ১৪ বছরের কম বয়সের শিশুদের শ্রমে নিযুক্তি প্রতিরোধ করা এবং বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা।

৭.২ ১৪ থেকে ১৮ বছরের কম বয়সের কর্মজীবী কিশোর-কিশোরীদের ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে সুরক্ষিত রাখা।

৭.৩ পাচার ও যৌন নিপীড়ন থেকে শিশুদের সুরক্ষিত রাখা।

৮. **সামাজিক ও পারিবারিক পুনঃএকীভূতকরণ**

৮.১ ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম (HWFCL) থেকে শিশুদের প্রত্যাহার এবং পরিবার ও সমাজের সাথে পুনর্মিলন।

৯. **গবেষণা ও প্রশিক্ষণ**

৯.১ কৌশলপত্রের সফল বাস্তবায়নে সহায়তার লক্ষ্যে ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ করা ।

৯.২ শিশুশ্রম মোকাবেলার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অংশিজনদের ব্যবস্থাপনা ও পচিালনাগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

বর্তমান কৌশলপত্র ২০২১-২৫ এসব হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রগুলোকে এখনও প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় দেখছে এবং শিশুশ্রম মোকাবেলায় এর অতিরিক্ত (এসডিজি-প্লাস) কার্যক্রম চূড়ান্ত করেছে। এসডিজি বাস্তবায়ন কৌশলপত্রে প্রতিফলিত কার্যক্রমের অতিরিক্ত এসব কার্যক্রমে একটি তফাত প্রতিফলিত হয়, যা ভবিষ্যতে এসডিজি বাস্তবায়ন-কৌশল সংস্কার এবং আসন্ন ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সমাধান করতে হবে ।

কোভিড-১৯ কালীন ও কোভিড-১৯ পরবর্তী পর্যায়ে শিশুশ্রম মোকাবেলার লক্ষ্যে একটি কৌশলগত রূপরেখাও উক্ত কৌশলপত্রে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তা এসডিজি লক্ষ্য ৩.বি এবং লক্ষ্য ৩.৮ মেনে করা হয়েছে।

২.৩ ইইউ-জিওবি: বাংলাদেশে শ্রম খাতে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (চূড়ান্ত প্রক্রিয়ায়)

বাংলাদেশে শ্রম অধিকার এবং কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা সমুন্নত রাখতে ব্যবহারিক কার্যক্রম দ্বারা সমর্থিত আইনি ও প্রশাসনিক সংস্কারের ধারাবাহিকতায় সরকার একটি অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এতে অক্টোবর ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত ইইউ-বাংলাদেশ যৌথ কমিশনের ৯ম অধিবেশনের ফলাফলের উল্লেখ রয়েছে।

জিওবি-ইইউ কৌশলপত্রের ‘২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রম নিরসন’ সংক্রান্ত কার্যক্রমে নিহিত কৌশলগত ক্ষেত্র ও আউটপুটসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

১. শিশুশ্রম নিরসনে নিয়ন্ত্রণ ও নীতি কাঠামো

১.১ ন্যূনতম বয়স সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন ১৩৮ অনুসমর্থনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন।

১.২ শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার পরিমার্জন ২০২১ সালের মধ্যে সম্পন্ন।

১.৩ ২০১৭ সালের ‘কনভেনশন এবং সুপারিশের প্রয়োগের বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কমিটি’ প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণ অনুসারে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা হালনাগাদকরণ।

১.৪ সি ১৩৮ অনুসমর্থনের পর তা দেশের সংশ্লিষ্ট আইন-বিধি-বিধানের সাথে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে শিশুশ্রমে নিয়োজনে নিষেধাজ্ঞা বাড়ানোর সম্ভাবনার বিষয়ে নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের সঙ্গে পরামর্শকরণ।

২. তদন্ত জোরদারকরণ এবং শিশুশ্রমের ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

২.১ শ্রম পরিদর্শক/অন্যান্য সরকারি কর্তৃপক্ষ যারা শিশুশ্রম বিষয়ক মামলাসমূহ তদন্ত ও শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করে তাদের উন্নতিসাধন।

২.২ জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে সকল পর্যায়ের সামাজিক অংশীদার, এনজিও, সিএসও প্রভৃতি; যারা শিশুশ্রম নিরসনে নিয়োজিত, এমন বিভিন্ন সরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা অব্যাহত রাখা।

৩. শিশুশ্রম (ঝুঁকিপূর্ণ)/শিশুশ্রম জরিপবিষয়ক প্রকল্প

৩.১ সরকারি অর্থায়নে গৃহীত ‘ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে শিশুশ্রম নিরসন’-শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন।

৩.২ আইএলও’র কারিগরি সহায়তায় বিবিএস-এর মাধ্যমে শিশুশ্রম জরিপ পরিচালনা।

৩.৩ সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক সংগঠন এবং বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে পরামর্শক্রমে শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, যার মধ্যে নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত রয়েছে।

৩.৪ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের চাইল্ড লেবার ইউনিটে অতিরিক্ত মানবসম্পদ সংযোজন এবং বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের দপ্তরগুলোর সঙ্গে সমন্বয় বৃদ্ধি।

৪. সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম ও প্রক্রিয়া

৪.১ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ব্যবস্থা যথা: টিভি/বেতার স্পট, জনপ্রিয় নাটক, বিলবোর্ড এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্তকরণ।

৪.২ জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ ও কমিটির সভা অনুষ্ঠান।

৪.৩ বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপন।

২.৪ বাংলাদেশের শ্রম খাতের রোড-ম্যাপ (চূড়ান্ত পর্যায়ে)

আইএলও পরিচালনা পর্ষদের ৩৪০তম অধিবেশনের (অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৯) সুপারিশ অনুসারে, শ্রম পরিদর্শন সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন (নং ৮১), দ্য ফ্রিডম অফ অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড প্রোটেকশন অফ রাইট টু অর্গানাইজ কনভেনশন (নং ৮৭), এবং সংগঠন করার ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার কনভেনশন (নং ৯৮)-এর দিক্-নির্দেশনা অনুসারে বাংলাদেশ সরকার এক সময়াবদ্ধ কার্যক্রমের রোড-ম্যাপ প্রণয়ন করেছে। এই রোড-ম্যাপে অন্যান্যের মধ্যে শ্রম খাতের সংস্কারসহ শ্রম আইন সংস্কার এবং শ্রম পরিদর্শন ও আইন প্রয়োগের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই দুটি ক্ষেত্রে আইন ও অভ্যস্ততার মধ্যে দিয়ে শিশুশ্রম নিরসন সরাসরি প্রভাব ফেলে।

২.৫ সংশোধিত এনপিএ'র মৌলিক নীতিসমূহ

দেশের জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি (সংযুক্তি-১ দ্রষ্টব্য) স্মরণে রেখে, কৌশলপত্র ২০২১-২০২৫ নিম্নবর্ণিত নির্দেশক নীতির ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে।

- লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, শিক্ষা, রাজনৈতিক আদর্শ ও সম্পদের ওপর ভিত্তি করে কারো সঙ্গে কোনো বৈষম্য নয়;
- সরকারের দায়িত্ব ও স্বত্ব;
- মানবপাচারের শিকারের জন্য ন্যায়বিচার;
- শিকার হওয়া শিশুর সর্বোচ্চ স্বার্থ-সুরক্ষা এবং পুনর্বাসন, উদ্ধার ও ফৌজদারি বিচারকার্য চলাকালে সকলের মানবিক মর্যাদা রক্ষা (ভুক্তভোগী শিশুর পুনরায় শিকার হওয়া/হয়রানি থেকে সুরক্ষা);
- সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ (বা পিপিপি: পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ);
- স্থানীয় জনসাধারণ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের অংশগ্রহণ;
- আর্ন্তবিভাগীয় সমন্বয় বা আন্তঃসংস্থার দায়িত্বগুলো সরকারি সংস্থাগুলোর নিজেদের মধ্যে এবং সরকারি সংস্থা, আইও এবং এনজিওগুলির মধ্যে বণ্টন;
- সরকারের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নীতির সঙ্গে সমন্বয়।

শিশুশ্রম নিরসনের উদ্দেশ্যে গৃহীত কৌশলপত্র প্রাথমিকভাবে এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্য অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মপরিকল্পনার সঙ্গে সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগ (GED), বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, জিওবি, জুন ২০১৮ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত 8th Five Year Plan and Beyond -এর সঙ্গে সমন্বয় বজায় রাখার মধ্য দিয়ে সরকারের প্রধান উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের মূলধারাভুক্ত রয়েছে।

২.৬ নেতৃত্বদানকারী ও অন্যান্য বাস্তবায়নকারী সরকারি সংস্থা

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বর্তমান কৌশলপত্র ২০২১-২০২৫ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবে। যেহেতু কৌশলপত্রের মধ্যে অনেক কার্যক্রম রয়েছে, যা কেবল বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতার মধ্য দিয়ে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। কৌশলপত্র বাস্তবায়নের দায়িত্ব এককভাবে কোনো একটি মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করা যাবে না। সুতরাং, সুনির্দিষ্টভাবে কার্যক্রম সম্পাদনে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য কৌশলপত্র ২০২১-২০২৫-এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বেশকিছু মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে, এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট সংখ্যক অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয়ক্রমে নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর ওপর নেতৃত্ব-ভূমিকা (lead-role) অর্পণ করা হয়েছে। এ ভূমিকাগুলো পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ন্যস্ত করে দিয়েছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয় তার ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কেও সচেতন রয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়ন পরিকল্পনার ম্যাট্রিক্স এনজিওদের ভূমিকা প্রতিফলনের জন্য কোনো জায়গা রাখেনি। যাহোক, এটা প্রত্যাশিত যে, উন্নয়ন সহযোগী, জাতিসংঘ সংস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন, এনজিও এবং আইএনজিওগুলো শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কৌশলপত্রের কাঠামোর মধ্যে থেকে তাদের হস্তক্ষেপনের ক্ষেত্র মানচিত্রায়নক্রমে (map) কোনোরূপ অধিক্রমণ (overlapping) ব্যতিরেকে এবং দায়িত্বের যথাযথ বিভাজনের মধ্য দিয়ে সরকারের কর্মপ্রক্রিয়া পরিপূরণে লক্ষ্যে কাজ করবে।

কৌশলপত্র ২০২১-২০২৫ তার কার্যক্রমে এমন কর্মধারা চিহ্নিত করে যা এখনও সরকারের এসডিজি বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় প্রতিফলিত হয়নি, যদিও কৌশলপত্রের কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনে তা আবশ্যক গণ্য করা হয়। এসডিজি-প্লাস কার্যক্রমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এনজিও, ব্যক্তি খাত, জাতিসংঘ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের ভূমিকা গুরুত্ববহ হবে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কৌশলপত্র কার্যকর করতে তার বাস্তবায়ন-পরিকল্পনা প্রণয়নে এ বিষয়সমূহের ওপর তা কাজ করবে, যদিও ম্যাট্রিক্সে এর প্রতিফলন হয়নি ।

২.৭ কৌশলপত্র ২০২১-২০২৫ বাস্তবায়ন নির্দেশিকা

কৌশলপত্র ২০২১-২৫-এ নির্দেশক নীতিসমূহ রয়েছে, যা নিম্নরূপ:

কৌশলপত্র ২০২১-২০২৫ বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে সার্বিক দায়িত্বসম্পন্ন নেতৃত্বদানকারী হিসেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কাজ করবে। একই সময়ে, এসডিজি বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় প্রদত্ত ভূমিকা অনুসারে প্রতিটি মন্ত্রণালয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণের মধ্য দিয়ে স্বীয় নেতৃত্ব গ্রহণক্রমে নির্ধারিত অভীষ্ট ও কাঙ্ক্ষিত আউটপুট অর্জনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহকে সহযোগিতা প্রদান করবে।

ক. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হবে কৌশলপত্র ২০২১-২০২৫-এর ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা করা । বিশেষ করে, কৌশলপত্র ২০২১-২০২৫ জরুরি ভিত্তিতে সকল অংশীজন এবং জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ ও শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটির সকল সদস্যের নিকট কার্যার্থে প্রেরণ। এসডিজি ২০২১-২০২৫-এর অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় একটি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

খ. জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ কৌশলপত্র বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃপক্ষ হিসাবে দায়িত্বে থাকবে। জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ নির্দিষ্ট সময় অন্তর (ত্রৈমাসিক) কৌশলপত্র ২০২১-২০২৫-এর বাস্তবায়ন সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে। এ পরিষদ তার সঙ্গে কাজ করার জন্য অর্থায়ন বা কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে, সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন নির্বাচন করবে। কৌশলপত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে এই ধরনের সংগঠনগুলো ভৌগোলিক এবং/অথবা প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগে সুনির্দিষ্ট খাতে কাজ করবে।

গ. জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের বাইরে শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটিগুলো প্রাপ্ত আদেশ অনুসারে স্বীয় দায়িত্ব সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ সম্পাদন করবে (এই কমিটিগুলোর গঠন ও বিন্যাসের জন্য সংযোজনী-২ দ্রষ্টব্য)।

ঘ. অন্যান্যের মধ্যে কৌশলপত্র বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগাক্রান্ত শিশুদের প্রতি, নৃ-গোষ্ঠী/উপজাতি এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সমাজের মূলধারায় একীভূতকরণে, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম এবং রপ্তানি-সম্ভাবনাময় খাতগুলোকে অগ্রাধিকার প্রদানে, বিভিন্ন খাত ও ভৌগোলিক অবস্থানভিত্তিক অগ্রাধিকারের ওপর দ্বৈত দৃষ্টি নিবদ্ধকরণে এবং ছেলে ও মেয়েদের জেন্ডার-বিষয়ক প্রয়োজন নিষ্পন্নকরণে বিশেষ দৃষ্টি দেবে ।

ঙ. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অংশীজনের সঙ্গে পরামর্শক্রমে কৌশলপত্রের ওপর স্বত্বের এক বিস্তৃত পরিধি গড়ে তোলা, কৌশলপত্রের এসডিজি-প্লাস কার্যক্রমকে সরকারের এসডিজি বাস্তবায়ন কৌশল এবং প্রণয়নীয় ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূলধারায় সমন্বিত করবে।

২.৮ কৌশলপত্র ২০২১-২০২৫ ব্যবহারকারীদের জন্য নির্দেশিকা

বাংলাদেশে শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে জড়িত প্রত্যেকের জন্য নির্দেশনা আকারে কৌশলপত্র ২০২১-২০২৫ প্রণীত হয়েছে, বিশেষ করে ঐ সকল সরকারি সংস্থা এবং অংশীজনদের জন্য যাদের ওপর উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। কৌশলপত্রটি শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ, এ সংক্রান্ত সমস্যাবলী বিবেচনাক্রমে তা মোকাবেলায় কার্যকর কাঠামো স্থাপনে, আইন-প্রণয়ন কিংবা বিচারিক ক্ষেত্রে এবং বর্তমান কৌশলপত্রের ফলাফল নির্ভর পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা এবং মূল্যায়নের লক্ষ্যে রূপরেখা প্রদান করে। কৌশলপত্রটি বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের দায়িত্বের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেছে।

শিশুশ্রম নিয়োজনের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতকেই কৌশলপত্র ২০২১-২৫ মোকাবেলা করে। এটি ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম এবং শর্তহীন নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম উভয়কেই সার্বিকভাবে সম্বোধন করে। এই কৌশলপত্রটি 'বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬' এবং সংশ্লিষ্ট আইএলও কনভেনশনগুলোর ওপর ভিত্তি করে এর ধারণাবোধ গড়ে তোলে।

সরকারের এসডিজি বাস্তবায়ন কৌশলের মধ্যে গঠিত কার্যক্রমের প্রায়োগিক (operational) অংশ সংক্ষেপ করে প্রথম ম্যাট্রিক্সে প্রতিফলিত হয়েছে। এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রকল্পের বৃহত্তম অংশ এবং প্রকল্প প্রস্তাব মন্ত্রণালয়/বিভাগের এসডিজি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে গৃহীত হয়েছে, যা ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যখন প্রত্যেক সরকারি সংস্থা বা অন্য কোনো বাস্তবায়ন সহযোগী ম্যাট্রিক্সে প্রদর্শিত কর্মপরিকল্পনার কার্যবণ্টনে নির্ধারিত স্ব স্ব কর্মভার মূল বিবেচনায় নেবে, প্রথমত তার উচিত হবে এর উপরাংশে উল্লেখিত কৌশলপত্রের থিম্যাটিক অংশ পড়ে নেওয়া। কর্মপরিকল্পনার নিজস্ব ম্যাট্রিক্সটি কীভাবে ব্যবহৃত হবে তার ওপরও টীকা রয়েছে, যা কঠোরভাবে অনুসরণীয়।

এ ছাড়া, দ্বিতীয় একটি ম্যাট্রিক্স রয়েছে যা সরকারের এসডিজি বাস্তবায়নের কৌশলপত্রের কার্যক্রমের অতিরিক্ত বাস্তবায়নযোগ্য অন্যান্য কার্যক্রম হিসেবে বিবেচিত। শিশুশ্রম নিরসনের ক্ষেত্রে সরকারের অঙ্গীকার পূরণে এই সকল এসডিজি-প্লাস কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ।

কৌশলপত্রটি বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত প্রতিটি মন্ত্রণালয় এবং অনুরূপ সকল সরকারি ও বেসরকারি সংগঠন কর্তৃক কৌশলপত্র ২০২১-২০২৫-এ সংজ্ঞায়িত দায়িত্ব অনুসারে তাদের বাৎসরিক পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়াকাল অনুসরণ (track) করা প্রয়োজন। এই দলিলের শেষাংশে শিশুশ্রম মোকাবেলার লক্ষে অতিমারী কোভিড-১৯ কালীন ও কোভিড-১৯ পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে একটি নির্দেশিকা রয়েছে। এই কার্যক্রমগুলো নির্দেশনাজ্ঞাপক এবং এগুলো চালিয়ে নিতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

অধ্যায় ৩

ম্যাট্রিক্স-১
(সরকারের এসডিজি বাস্তবায়ন কৌশলভুক্ত কার্যক্রম)

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের জন্য পরিকল্পনা ম্যাট্রিক্স

শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০২৫)
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	আউটপুট	নেতৃত্বদানকারী/ সহ-নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট/লক্ষ্যমাত্রা (goals/targets) অর্জনে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি: প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: ি টাকা (মিলিয়ন)	২০২০ সাল পর্যন্ত নতুন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা: প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)	কার্যক্রম /প্রকল্প: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-পরবর্তী (২০২১-৩০)	ব্যয়: টাকা
১	১০	৩	৪	৬.১	৬.২	৭.১	৭.২	৮	৮ক
লক্ষ্যমাত্রা ৮.৭ জবরদস্তিমূলক শ্রমের উচ্ছেদসাধন, মানবপাচার ও আধুনিক দাসত্বের অবসান এবং শিশুসৈনিক সংগ্রহ ও ব্যবহারসহ সব চেয়ে খারাপ ধরনের শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ও নির্মূলের জন্য আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রমের অবসান ঘটানো।	**আউটপুট-১.১**	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়,সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়,স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় বস্ত্রও পাট মন্ত্রণালয়এমওটিজে	ব্যক্তি পর্যায়ে পাচার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং উঠান বৈঠক। ২০১৭ থেকে ২০২০	১০০			৪. কার্যকর সচেতনতামূলক কর্মসূচি বিন্যস্তকরণ এবং বৃহত্তর অংশিজন –ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের পিতা-মাতা, নিয়োগকর্তা, সমাজ, স্থানীয় প্রশাসনকেে সম্পৃক্ত ্য করে প্রচার । (২০২১-২০২৫)।	১০০
	আউটপুট-১.৩							৭. শিশুশ্রম সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিপূণ শিশুদের পরিবারগুলোর জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি প্রবর্তন (২০২১-২০২৫)	৩০০০
	আউটপুট-১.৪							শিশুশ্রমে নির্ভরতা হ্রাসকরণে কারিগরি সহায়তা ও উদ্ভাবন। (২০২১-২০২৫)	১০০
	আউটপুট-১.৫							৩. মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহে ্যে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল স্থাপন।	৫০
	আউটপুট-১.৫					৬. বর্তমান কৌশলপত্রের পর্যালোচনা এবং ২০২১ সালের জন্য স্বল্প মেয়াদি কৌশলপত্র এবং ২০২৫ সাল পর্যন্ত মেয়াদের জন্য মধ্য-মেয়াদি এ কৌশলপত্রের প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন।	৮০০.০		

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

আউটপুট: ১.১ পিতা-মাতা, জনসাধারণ ও সুশীল সমাজের মধ্যে শিশুশ্রম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি (সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে)।
আউটপুট: ১.২ গ্রামীণ ও শহুরে কেন্দ্রগুলোর দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়-সুবিধা সহকারে উদ্বুদ্ধকরণ ও আর্থিক সহায়তা/উপবৃত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ (টিভেট, এনএফই)।
আউটপুট: ১.৩ ঝুঁকিতে থাকা শিশুর পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান।
আউটপুট: ১.৪ নিয়োগকর্তাদের নতুন/বিকল্প প্রযুক্তি ও শ্রম-উৎস অন্বেষণে উদ্বুদ্ধকরণ।
আউটপুট: ১.৫ কেন্দ্র থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ ও মোকাবেলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	আউটপুট	নেতৃত্বদানকারী/ সহ-নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট/লক্ষ্যমাত্রা (goals/targets) অর্জনে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি		২০২০ সাল পর্যন্ত নতুন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা		কার্যক্রম /প্রকল্প: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-পরবর্তীকাল (২০২১-৩০)	ব্যয়: টাকা
				প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)	প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)		
১	১০	৩	৪	৬.১	৬.২	৭.১	৭.২	৮	৮ক
লক্ষ্যমাত্রা ৮.৭ জবরদস্তিমূলক শ্রমের উচ্ছেদসাধন, মানবপাচার ও আধুনিক দাসত্বের অবসান এবং শিশুসৈনিক সংগ্রহ ও ব্যবহারসহ সব চেয়ে খারাপ ধরনের শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ও নির্মূলের জন্য আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রমের অবসান ঘটানো।	**আউটপুট-২.১** বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনের ৪র্থ পর্যায়ে ১০০,০০০ শিশুকে নিম্নবর্ণিত উদ্যোগের মধ্য দিয়ে-ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে প্রত্যাহার করতে হবে • দক্ষতা প্রশিক্ষণ • প্রশিক্ষিত শিশুদের মধ্য হতে ১০% শিশুকে ১৫,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান। • পিতা-মাতা ও নিয়োগকারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।	বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্প - ৪র্থ পর্যায় (জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২৩)।	২৮৪৪.৯০৮	বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ের মেয়াদ সংশোধনক্রমে ২০২০-২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।	ব্যয়-বৃদ্ধি ব্যতীত		

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

কৌশলগত উদ্দেশ্য-১. শিশুশ্রমে ঝুঁকি হ্রাসকরণ

আউটপুট: ১.১ পিতা-মাতা, জনসাধারণ ও সুশীল সমাজের মধ্যে শিশুশ্রম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি (সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে)।
আউটপুট: ১.২ গ্রামীণ ও শহুরে কেন্দ্রগুলোর দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়-সুবিধা সহকারে উদ্বুদ্ধকরণ ও আর্থিক সহায়তা/উপবৃত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ (টিভেট, এনএফই)।
আউটপুট: ১.৩ ঝুঁকিতে থাকা শিশুর পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান।
আউটপুট: ১.৪ নিয়োগকর্তাদের নতুন/বিকল্প প্রযুক্তি ও শ্রম-উৎস অন্বেষণে উদ্বুদ্ধকরণ।
আউটপুট: ১.৫ কেন্দ্র থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ ও মোকাবেলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	আউটপুট	নেতৃত্বদানকারী/ সহ-নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট/লক্ষ্যমাত্রা (goals/targets) অর্জনে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি		২০২০ সাল পর্যন্ত নতুন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা		কার্যক্রম /প্রকল্প: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-পরবর্তীকাল (২০২১-৩০)	ব্যয়: টাকা
				প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)	প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)		
১	১০	৩	৪	৬.১	৬.২	৭.১	৭.২	৮	৮ক
লক্ষ্যমাত্রা ৮.৭ জবরদস্তিমূলক শ্রমের উচ্ছেদসাধন, মানবপাচার ও আধুনিক দাসত্বের অবসান এবং শিশুসৈনিক সংগ্রহ ও ব্যবহারসহ সব চেয়ে খারাপ ধরনের শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ও নির্মূলের জন্য আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রমের অবসান ঘটানো।	<u>আউটপুট-২.১</u> • নিবন্ধীকরণ এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত (এইচসিএল-এ নিযুক্ত শিশুদেরসহ) থেকে ৫০০,০০০ শিশু প্রত্যাহার • অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহের তালিকাকরণ। • এনএফই এবং মূলধারাভুক্তকরণ • দক্ষতা প্রশিক্ষণ • প্রত্যাহারকৃত ২০০,০০০ শিশুর জন্য কর্মসংস্থান। • পিতা-মাতা ও নিয়োগকারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি। • বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনের ৪র্থ পর্যায়ে শিশু ও স্থানের ক্ষেত্রে দ্বিত্বতা পরিহার। • সিএলইউ এবং সেবা-সংযোগ নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্প - ৪র্থ পর্যায় (জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২৩)।	২৮৪৪৯.০৮			নির্বাচিত খাতসমূহ থেকে শিশুশ্রম নিরসন (২০২১-২০২৫)।	১৪২২৪.৫৪

কৌশলগত উদ্দেশ্য-১. শিশুশ্রমে ঝুঁকি হ্রাসকরণ

আউটপুট: ১.১ পিতা-মাতা, জনসাধারণ ও সুশীল সমাজের মধ্যে শিশুশ্রম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি (সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে)।
আউটপুট: ১.২ গ্রামীণ ও শহুরে কেন্দ্রগুলোর দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়-সুবিধা সহকারে উদ্বুদ্ধকরণ ও আর্থিক সহায়তা/উপবৃত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ (টিভেট, এনএফই)।
আউটপুট: ১.৩ ঝুঁকিতে থাকা শিশুর পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান।
আউটপুট: ১.৪ নিয়োগকর্তাদের নতুন/বিকল্প প্রযুক্তি ও শ্রম-উৎস অন্বেষণে উদ্বুদ্ধকরণ।
আউটপুট: ১.৫ কেন্দ্র থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ ও মোকাবেলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	**আউটপুট**	**নেতৃত্বদানকারী/ সহ-নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ**	**সহযোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ**	**৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট/লক্ষ্যমাত্রা (goals/targets) অর্জনে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি**		**২০২০ সাল পর্যন্ত নতুন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা**		কার্যক্রম /প্রকল্প: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-পরবর্তীকাল (২০২১-৩০)	**ব্যয়: টাকা**
				প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)	**প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ**	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)		
১	১০	৩	৪	৬.১	৬.২	৭.১	৭.২	৮	৮ক
		শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সিটি কর্পোরেশন					৫.৩.১ শহুরে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কর্মক্ষেত্রগুলো পরিবীক্ষণের জন্য সিটি কর্পোরেশনের কর কর্মকর্তা ও ট্রেড-লাইসেন্স তত্ত্বাবধায়কদের সংগঠিতকরণ।	শূন্য
		শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর					৫.৩.২ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রসহ বনায়ন ও অন্যান্য কৃষিকাজে শিশুশ্রম পরিবীক্ষণসহ কার্যকর শ্রমপরিদর্শন নিশ্চিতকরণার্থে শ্রমপরিদর্শকদের সক্ষমতা ও সংখ্যা বৃদ্ধি।	শূন্য ২,৪০০,০০০ ১০,০০০,০০০

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

কৌশলগত উদ্দেশ্য-২. ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম থেকে শিশুদের প্রত্যাহার

আউটপুট: ২.১ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের তালিকা পর্যালোচনা এবং তা হালনাগাদকরণ।
আউটপুট: ২.২ চিহ্নিতকরণ ও সেবা-সংযোগ নির্দেশিকা গৃহীত।
আউটপুট: ২.৩ কাজ থেকে প্রত্যাহারকৃত শিশুদের, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশু এবং শিশুশ্রমে নিয়োজিত মেয়েদের অগ্রাধিকার দিয়ে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহায়তা প্রদান যার সঙ্গে টিভেট/এনএফই এবং বিকল্প কর্ম-নিযুক্তির সংযোগ রয়েছে।
আউটপুট: ২.৪ পিতা-মাতার যত্নবঞ্চিত শিশুদের জন্য আশ্রয়।
আউটপুট: ২.৫ প্রত্যাহারকৃত শিশুদের পরিবারকে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য সহায়তা।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	আউটপুট	নেতৃত্বদানকারী/ সহ-নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট/লক্ষ্যমাত্রা (goals/targets) অর্জনে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি		২০২০ সাল পর্যন্ত নতুন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা		কার্যক্রম /প্রকল্প: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-পরবর্তীকাল (২০২১-৩০)	ব্যয়: টাকা
				প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)	প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা(মিলিয়ন)		
১	১০	৩	৪	৬.১	৬.২	৭.১	৭.২	৮	
লক্ষ্যমাত্রা ৮.৭ জবরদস্তিমূলক শ্রমের উচ্ছেদসাধন, মানবপাচার ও আধুনিক দাসত্বের অবসান এবং শিশুসৈনিক সংগ্রহ ও ব্যবহারসহ সব চেয়ে খারাপ ধরনের শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ও নির্মূলের জন্য আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রমের অবসান ঘটানো।		<u>শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়</u>	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়			**১.** শিশুশ্রমের ক্ষেত্রে শুকনো মাছ, বর্জ্য নিষ্কাশন প্রভৃতি খাত অন্তর্ভুক্তির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের তালিকা সংশোধন।			
	<u>আউটপুট-২.৩</u>					২. বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্পের (৪র্থ পর্যায়) [২০১৭-২০২০]	১২০০		
	<u>আউটপুট-২.৩</u>							১. ঝুঁকিপূর্ণ খাতগুলো থেকে শিশুদের প্রত্যাহারক্রমে (৩৮টি এইচসিএল ও শিশু গৃহকর্মী, শুকনো মাছ খাতে শিশুশ্রম, বর্জ্য নিষ্কাশনে শিশুশ্রম, পাথর কোয়ারিতে শিশুশ্রম, স্থানীয় ও রপ্তানি-বহির্ভূত পোশাকশিল্পে শিশুশ্রম এবং রাস্তার কাজে শিশুশ্রম) পুনঃপ্রশিক্ষণ প্রদান করে আইনানুগভাবে বিকল্প কর্মে নিয়োজন। (২০২১-২০২৩)	২৪০০
	<u>আউটপুট-২.২</u>					ঢাকা নগরীর পথশিশু পুনর্বাসন প্রকল্প জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন ২০২১।	৮০০		

কৌশলগত উদ্দেশ্য-৩. কর্মক্ষেত্রে শিশুদের সুরক্ষায় সক্ষমতা বৃদ্ধি

আউটপুট: ৩.১ শিশুশ্রম পরিবীক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত সহ শক্তিশালীকরণ।
আউটপুট: ৩.২ আইন ও সুরক্ষা বিষয়ক বিধানসমূহের প্রয়োগ জোরদারকরণ।
আউটপুট: ৩.৩ সুস্থ বিকাশের জন্য শিক্ষা, দক্ষতা ও অর্থনৈতিক সহায়তায় শিশুশ্রমিকের অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ।
আউটপুট: ৩.৪ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শিশুদের জন্য আচরণ-বিধি ও গৃহীত সুরক্ষানীতি জনসাধারণের জন্য প্রকাশ করা

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	আউটপুট	নেতৃত্বদান কারী/ সহ-নেতৃত্বদান কারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট/লক্ষ্যমাত্রা (goals/targets) অর্জনে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি		২০২০ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রকল্প/কর্মসূচি		ক্রিয়াকলাপ/প্রকল্প: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-পরবর্তীকাল (২০২১-৩০)	ব্যয়: টাকা
				প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)	প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)		
১	১০	৩	৪	৬.১	৬.২	৭.১	৭.২	৮	
লক্ষ্যমাত্রা ৮.৭ জবরদস্তিমূলক শ্রমের উচ্ছেদসাধন, মানবপাচার ও আধুনিক দাসত্বের অবসান এবং শিশুসৈনিক সংগ্রহ ও ব্যবহারসহ সব চেয়ে খারাপ ধরনের শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ও নির্মূলের জন্য আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রমের অবসান ঘটানো।	আউটপুট : ৩.১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ			১.১ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের তালিকা পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ।		২. শিল্পে শিশুশ্রমের ক্ষেত্রে অনুবর্তিতার (compliance) কার্যকর পরিবীক্ষণে নিযুক্ত বিভাগের জনবল বৃদ্ধি। (২০২১-২০২৫)	১০০
			কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর					১.৩.২ জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদে প্রতিনিধিত্ব প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নকারী কর্মকর্তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এ-উদ্দেশ্যে যে, কীভাবে শিশুশ্রম-বিষয়ক সমস্যাগুলোকে মূলধারায় আনয়ন ও বাস্তবায়নে তাদের খাতওয়ারি পরিকল্পনা ও প্রকল্প এবং কর্মসূচিতে সুপ্রযুক্ত করা যায়।	৩৫৮০০০০
								১.৩.৩ শিশুশ্রম-বিষয়ক নীতি ও হস্তক্ষেপযোগ্য অন্যান্য বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, সমন্বয় ও সহযোগিতার মধ্য দিয়ে সম্পাদন নিশ্চিতকরণে, অনুঘটকের ভূমিকা পালনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সিএলইউ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।	৭২০,০০০
		শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর					এনসিএলইপি-এর ভিত্তিতে এবং নিয়মিত সভানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদকে শক্তিশালীকরণ।	বিভাগীয় পর্যায় – ২১,০০,০০০ উপজেলা পর্যায় – ৫,২৫,০০,০০০
	আউটপুট : ৩.২							৮. শিশু গৃহকর্মী সুরক্ষা আইন প্রণয়ন। (২০২১-২০২১)	১০
								৯. অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শিশুশ্রম নিরসনে নিয়ন্ত্রণ-কাঠামো উন্নয়ন। (২০২১-২০২২)	১০

কৌশলগত উদ্দেশ্য-৩. কর্মক্ষেত্রে শিশুদের সুরক্ষায় সক্ষমতা বৃদ্ধি

আউটপুট: ৩.১ শিশুশ্রম পরিবীক্ষণের জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত সহ প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালীকরণ।
আউটপুট: ৩.২ আইন ও সুরক্ষা বিষয়ক বিধানসমূহের প্রয়োগ জোরদারকরণ।
আউটপুট: ৩.৩ সুস্থ বিকাশের জন্য শিক্ষা, দক্ষতা ও অর্থনৈতিক সহায়তায় শিশুশ্রমিকের অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ।
আউটপুট: ৩.৪ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শিশুদের জন্য আচরণ-বিধি ও গৃহীত সুরক্ষা নীতি জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	আউটপুট	নেতৃত্বদানকারী/ সহ-নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট/লক্ষ্যমাত্রা (goals/targets) অর্জনে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি		২০২০ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রকল্প/কর্মসূচি		কার্যক্রম /প্রকল্প: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-পরবর্তীকাল (২০২১-৩০)	ব্যয়: টাকা
				প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)	প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)		
১	১০	৩	৪	৬.১	৬.২	৭.১	৭.২	৮	
লক্ষ্যমাত্রা ৮.৭ জবরদস্তিমূলক শ্রমের উচ্ছেদসাধন, মানবপাচার ও আধুনিক দাসত্বের অবসান এবং শিশুসৈনিক সংগ্রহ ও ব্যবহারসহ সব চেয়ে খারাপ ধরনের শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ও নির্মূলের জন্য আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রমের অবসান ঘটানো।	আউটপুট: **৩.২**	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এনসিএলডব্লিউসি ডিআইএফই	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়					১০. আইএলও কনভেনশন ১৩৮ অনুসমর্থন এবং শ্রম আইন সংস্কার (২০২১-২০২২)	১০
		শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এনজিও					৫.১.১ শিশুশ্রম সংক্রান্ত সমস্যার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ ও আইন-প্রয়োগ প্রক্রিয়াকে সংবেদনশীল করে তোলা সংশ্লিষ্ট অংশিজনসহ আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা ও নিয়োগকারীদের মধ্যে।	৪২০০০০০
		শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এনজিও					৫.১.২ শিশুশ্রম নীতির আলোকে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধন। সংশোধিত শ্রম আইন কর্তৃক প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে কর্মরত শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ।	শূন্য

কৌশলগত উদ্দেশ্য-৩. কর্মক্ষেত্রে শিশুদের সুরক্ষায় সক্ষমতা বৃদ্ধি

আউটপুট: ৩.১ শিশুশ্রম পরিবীক্ষণের জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত সহ প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালীকরণ।
আউটপুট: ৩.২ আইন ও সুরক্ষা বিষয়ক বিধানসমূহের প্রয়োগ জোরদারকরণ।
আউটপুট: ৩.৩ সুস্থ বিকাশের জন্য শিক্ষা, দক্ষতা ও অর্থনৈতিক সহায়তায় শিশুশ্রমিকদের অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ।
আউটপুট: ৩.৪ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শিশুদের জন্য আচরণ-বিধি ও গৃহীত সুরক্ষা নীতি এবং জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	আউটপুট	নেতৃত্বদানকারী/ সহ-নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট/লক্ষ্যমাত্রা (goals/targets) অর্জনে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি		২০২০ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রকল্প/কর্মসূচি		কার্যক্রম /প্রকল্প: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-পরবর্তীকাল (২০২১-৩০)	ব্যয়: টাকা
				প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)	প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)		
১	১০	৩	৪	৬.১	৬.২	৭.১	৭.২	৮	
	আউটপুট: ৩.৩	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়					৫.২.২ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে বৃহত্তর সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে শিশুশ্রম সংক্রান্ত আইনসমূহের প্রয়োগ, শিশুশ্রম আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে জনসমক্ষে প্রতিবেদন প্রকাশের প্রক্রিয়া সৃষ্টি এবং শিশুশ্রম আইন লঙ্ঘনকারীদের ক্ষেত্রে কার্যকর বিচারিক ব্যবস্থা পরিচালন।	১৩,৪৪০,০০০
	আউটপুট: ৩.৪	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর গৃহকর্মী পরিবীক্ষণ কমিটি					৫.২.৩ গৃহকর্মে শিশুশ্রম নিরোধ, সুরক্ষা ও নিরসনের লক্ষ্যে গৃহকর্মীদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন।	৫,৯০০,০০০
	আউটপুট: ৩.৩							শিশুশ্রম কল্যাণ তহবিল একীভূত, স্বাস্থ্য পরিষেবা (মানসিকসহ) এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে হবে।	বিদ্যমান শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের ২৫% ব্যবহার করা যেতে পারে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য-৪. শিশুশ্রমে ঝুঁকি নিরসন

আউটপুট: ৪.১ শ্রমজীবী শিশুদের কল্যাণার্থে সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও খাতসমূহ জাতীয় শিশু কল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে সমন্বয় করা ।
আউটপুট: ৪.২ কৌশলপত্র বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে বার্ষিক সম্মেলন আয়োজন করা (সাফল্য উদযাপন এবং কৃতীদেরকে পুরস্কার/স্বীকৃতি প্রদান)।
আউটপুট: ৪.৩ সম্পদ আহরণ ও কৌশলপত্র বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, সিএসও, ব্যক্তি খাত ও গণমাধ্যমের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকরণ।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	আউটপুট	নেতৃত্বদানকারী/ সহ-নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট/লক্ষ্যমাত্রা (goals/targets) অর্জনে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি: প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)	২০২০ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রকল্প/কর্মসূচি: প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)	কার্যক্রম /প্রকল্প: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-পরবর্তীকাল (২০২১-৩০)	ব্যয়: টাকা	প্রয়োজন সাপেক্ষ নীতি/কৌশল (৮ নং কলামের সম্পৃক্ততায়)
১	১০	৩	৪	৬.১	৬.২	৭.১	৭.২	৮		৯
লক্ষ্যমাত্রা ৮.৭ জবরদস্তিমূলক শ্রমের উচ্ছেদসাধন, মানবপাচার ও আধুনিক দাসত্বের অবসান এবং শিশুসৈনিক সংগ্রহ ও ব্যবহারসহ সব চেয়ে খারাপ ধরনের শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ও নির্মূলের জন্য আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রমের অবসান ঘটানো।	আউটপুট: ৪.১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়			বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সিএসও-এর হস্তক্ষেপ গণন এবং শিশুশ্রম ইউনিট থেকে বাস্তবায়ন সমন্বয়করণ। [২০১৮-২০২০]	৬০.০			
	আউটপুট: ৪.১		পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়			মন্ত্রণালয় এবং সিএসও/ ব্যক্তি খাতের মধ্যে একটি কার্যকর সমন্বয় পদ্ধতি প্রবর্তন। (২০২১-২০২৫)	৫.০	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে শিশুশ্রম নিরসন অন্তর্ভুক্ত থাকবে।		
	আউটপুট: ৪.২		পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়					**কৌশলপত্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ওপর বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠান (২০২১-২০২৫)**	৬০	**সাফল্য উদযাপন এবং সেরা এনসিএলইপি বাস্তবায়নকারীদের পুরস্কার/স্বীকৃতি প্রদান।**
	আউটপুট: ৪.৩		সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় যোগাযোগ মন্ত্রণালয় শিল্প মন্ত্রনালয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রনালয়					নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম (WFCL) প্রতিরোধে, বিশেষকরে নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রমের ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের পরিবারগুলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, সিএসআর কর্মকান্ড বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ। (২০২১-২০২২)	১০	কর্পোরেশনগুলোকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন ও প্রকল্পে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানে উৎসাহিতকরণ।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

কৌশলগত উদ্দেশ্য-৫. কৌশলপত্র বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।

আউটপুট: ৫.১ শিশুশ্রমের ওপর একটি ডেটাবেজ তৈরি ।
আউটপুট: ৫.২ জাতীয় শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক বিভিন্ন মেয়াদে পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রদান।
আউটপুট: ৫.৩ জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ।
আউটপুট: ৫.৪ কৌশলপত্র বাস্তবায়নের মধ্য-মেয়াদি (২০২১) এবং চূড়ান্ত (২০২৫) মূল্যায়ন।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	আউটপুট	নেতৃত্বদানকারী/ সহ-নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট/লক্ষ্যমাত্রা (goals/targets) অর্জনে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি: প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা(মিলিয়ন)	২০২০ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রকল্প/কর্মসূচি: প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা(মিলিয়ন)	কার্যক্রম /প্রকল্প: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-পরবর্তীকাল (২০২১-৩০)	ব্যয়: টাকা
১	১০	৩	৪	৬.১	৬.২	৭.১	৭.২	৮	
লক্ষ্যমাত্রা ৮.৭ জবরদস্তিমূলক শ্রমের উচ্ছেদসাধন, মানবপাচার ও আধুনিক দাসত্বের অবসান এবং শিশুসৈনিক সংগ্রহ ও ব্যবহারসহ সব চেয়ে খারাপ ধরনের শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ও নির্মূলের জন্য আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রমের অবসান ঘটানো।	আউটপুট: **৫.১**	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ					৬. ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে সফল অংশগুলোর মান উন্নয়নে কাজ করা (২০২১-২০২৫)	১০০
	আউটপুট: **৫.২**					৫. ডিআইএফই এবং বিভাগীয় ও উপজেলা পর্যায়ের শিশুশ্রম কমিটিগুলোকে শক্তিশালী ও কার্যকর করা [২০১৮-২০২০]	১০০	ডিআইএফই এবং বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের শিশুশ্রম কমিটিগুলোকে শক্তিশালী ও অধিকতর কার্যকর করা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জন্য করণীয় হবে চার স্তরের সভানুষ্ঠানের জন্য বার্ষিক সময়সূচি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়ন। [২০২১-২০২৫]	১০০
	আউটপুট: **৫.৩**							জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ (২০২০, ২০২১,২০২৫)	২০.৫
	আউটপুট: **৫.৪**							কৌশলপত্রের বাস্তবায়নের মধ্য-মেয়াদি (২০২১) ও শেষ-মেয়াদি (২০২৫) মূল্যায়ন।	১০

কৌশলগত উদ্দেশ্য-৫. কৌশলপত্র বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।

আউটপুট: ৫.১ শিশুশ্রমের ওপর একটি ডেটাবেজ তৈরি।
আউটপুট: ৫.২ জাতীয় শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক বিভিন্ন মেয়াদে পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রদান।
আউটপুট: ৫.৩ জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ।
আউটপুট: ৫.৪ কৌশলপত্র বাস্তবায়নের মধ্য-মেয়াদি (২০২১) এবং চূড়ান্ত (২০২৫) মূল্যায়ন।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	আউটপুট	নেতৃত্বদানকারী/ সহ-নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট/লক্ষ্যমাত্রা (goals/targets) অর্জনে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি: প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা(মিলিয়ন)	২০২০ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রকল্প/কর্মসূচি: প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা(মিলিয়ন)	কার্যক্রম /প্রকল্প: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-পরবর্তী (২০২১-৩০)	ব্যয়: টাকা
১	১০	৩	৪	৬.১	৬.২	৭.১	৭.২	৮	
উপাত্ত, পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহিতা: ১৭.১৮ আয়, লিঙ্গ, বয়স, জাতিসত্তা, নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়, অভিবাসন, অসামর্থ্য (প্রতিবন্ধিতা) ও ভৌগোলিক অবস্থান এবং জাতীয় প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিসামষ্টিকৃত (বিভাজিত) উন্নতমানের, সময়োপযোগী ও নির্ভরযোগ্য তথ্য উপাত্তের প্রাপ্যতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে সক্ষমতা বিনির্মাণ সহায়তা বৃদ্ধি করা।	**আউটপুট: ৫.২**	নেতৃত্বদানকারী : পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)	বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ বিভাগ, অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়					জরিপ থেকে লিঙ্গ ও বয়স অনুযায়ী জেলাওয়ারি ডেটাবেজ প্রবর্তন; এবং শিশুশ্রমের উপাত্তের সঙ্গে জনশুমারি ২০২১-এর সাথে সম্পৃক্ত করা।	২০.৫

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

কৌশলগত উদ্দেশ্য-১. শিশুশ্রমের ঝুঁকি হ্রাসকরণ।

আউটপুট: ১.১ পিতা-মাতা, জনসাধারণ ও সুশীল সমাজের মধ্যে শিশুশ্রম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি (সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে)।
আউটপুট: ১.২ গ্রামীণ ও শহুরে কেন্দ্রগুলোর দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়-সুবিধার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ ও আর্থিক সহায়তা/উপবৃত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ (টিভেট, এনএফই)।
আউটপুট: ১.৩ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুর পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান।
আউটপুট: ১.৪ নিয়োগকর্তাদের নতুন/বিকল্প প্রযুক্তি ও শ্রম-উৎস অন্বেষণে উদ্বুদ্ধকরণ।
আউটপুট: ১.৫ কেন্দ্র থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ ও মোকাবেলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	আউটপুট	নেতৃত্বদানকারী/ সহ-নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট/লক্ষ্যমাত্রা (goals/targets) অর্জনে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি: প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)	২০২০ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রকল্প/কর্মসূচি: প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)	কার্যক্রম /প্রকল্প: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-পরবর্তী (২০২১-৩০)।	ব্যয়: টাকা
১	১০	৩	৪	৬.১	৬.২	৭.১	৭.২	৮	
৪.৫ অরক্ষিত জনগোষ্ঠীসহ অসমর্থ (প্রতিবন্ধী) জনগোষ্ঠী, নৃ-জনগোষ্ঠী ও অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারী শিশুদের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সকল পর্যায়ে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং শিক্ষায় নারী পুরুষ বৈষম্যের অবসান ঘটানো।	**আউটপুট: ১.২**	**নেতৃত্বদানকারী:** মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ **সহ-নেতৃত্বদানকারী:** প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণায়, কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ			• লিঙ্গসমতা নিশ্চিতকরণে মেয়ে-শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার বর্ধিতকরণ। (২০১৮-২০২০)	২৫০০	• জাতীয় গড় ভর্তির সাথে সমকক্ষতা ও লিঙ্গসমতা নিশ্চিতকরণে মেয়ে-শিক্ষার্থী ভর্তির হার বর্ধিতকরণ, ্যেে।	২৫০০
	আউটপুট: ১.২					• দুর্বল, প্রতিবন্ধী ও মেয়ে-শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি সুবিধা। (২০১৮-২০২০)	৫০০০	• ঝুঁকিতে থাকা, প্রতিবন্ধী ও মেয়ে-শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি সুবিধা। (২য় পর্যায়)	৫০০০
	আউটপুট: ১.২					• সিলেটে 'প্রয়াস' প্রতিষ্ঠা (জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৯) • বগুড়া সেনানিবাস, বগুড়ায় 'প্রয়াস' প্রতিষ্ঠা (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০) • জয়পুরহাট শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা (জুলাই ২০১৭-জুন ২০২০) • গাজিপুরের কোনাবাড়িস্থ 'দুস্থ শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র' পুনর্নিমাণ (জুলাই ২০১৭-জুন ২০২০) • চট্টগ্রাম ও খুলনায় 'পিএইচটি কেন্দ্র' নির্মাণ ও আধুনিকায়ন (জুলাই ২০১৭-জুন ২০২০)	২৪৯.৬৭ ৩৯৬.২৫ ৯৪৬.৯৬ ৮৮৬.৮২ ১২৮.৩৫	**গ্রামীণ ও শহুরে কেন্দ্রের দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য উপবৃত্তিসহ বিশেষ বিদ্যালয়-সুবিধা।**	৫০০০

কৌশলগত উদ্দেশ্য-২. ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম থেকে শিশুদের প্রত্যাহার

আউটপুট: ২.১ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের তালিকা পর্যালোচনা এবং তা হালনাগাদকরণ।
আউটপুট: ২.২ চিহ্নিতকরণ ও সেবা-সংযোগ নির্দেশিকা গ্রহণ করা।
আউটপুট: ২.৩ শিশুশ্রম থেকে প্রত্যাহারকৃত শিশু, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশু এবং শিশুশ্রমে নিয়োজিত মেয়েদের অগ্রাধিকার দিয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহায়তা প্রদান যার সঙ্গে টিভেট/এনএফই এবং বিকল্প কর্ম-নিযুক্তির সংযোগ রয়েছে।
আউটপুট: ২.৪ পিতা-মাতার যত্নবঞ্চিত শিশুদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা।
আউটপুট: ২.৫ প্রত্যাহারকৃত শিশুদের পরিবারকে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য সহায়তা প্রদান।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	আউটপুট	নেতৃত্বদানকারী / সহ-নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট/লক্ষ্যমাত্রা (goals/targets) অর্জনে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি: প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)	২০২০ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রকল্প/কর্মসূচি: প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)	কার্যক্রম /প্রকল্প: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-পরবর্তী (২০২১-৩০) পুনর্নির্ধারিত মেয়াদ (২০২১-২০২৫)	ব্যয়: টাকা
১	২	৩	৪	৬.১	৬.২	৭.১	৭.২	৮	
৪.৩ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগসহ সাশ্রয়ী ও মানসম্মত কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও উচ্চ শিক্ষায় সকল নারী ও পুরুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা	**আউটপুট: ২.৩**	নেতৃত্বদানকারী : শিক্ষা মন্ত্রণালয় (কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ)	অর্থ বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রনালয় (বিটাক), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রনালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ			➢ ৩৫০০টি মাদ্রাসায় দাখিল বৃত্তিমূলক কোর্স এবং ৩৫০০টি মাধ্যমিক উচ্চবিদ্যালয়ে এসএসসি বৃত্তিমূলক কোর্স প্রবর্তন। (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২০)। ➢ এসএসসি বৃত্তিমূলক কোর্সের জন্য ৫০০টি নতুন বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানে গবেষণাগার-সুবিধা স্থাপন এবং স্বল্প-মেয়াদি কোর্সের জন্য ৫০০০টি নতুন বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা। (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২০)। ➢ টিভেট (TVET)-এ জাতীয় মান নিশ্চিতকরণ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্তি বাস্তবায়ন (সকল সরকারি টিভেট প্রতিষ্ঠান) জুলাই ২০১৮-জুন ২০২০। ➢ ৮টি বিভাগীয় সদরে ৮টি মহিলা কারিগরি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, জুলাই ২০১৭-জুন ২০২০। ► বেসরকারি এসএসসি (বৃত্তিমূলক) প্রতিষ্ঠান এবং দাখিল (বৃত্তিমূলক) প্রতিষ্ঠানসমূহে অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি ও শিশুশ্রম প্রত্যাহারের অগ্রাধিকারসহ উপবৃত্তি কর্মসূচি।	৫৬০০০.০০ ১৪০০০.০০ ৫০০.০০ ২৯১৭.৪০	২.১.৪	৯০০০০০০

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

কৌশলগত উদ্দেশ্য-১. শিশুশ্রমের ঝুঁকি হ্রাসকরণ।

আউটপুট: ১.১ পিতা-মাতা, জনসাধারণ ও সুশীল সমাজের মধ্যে শিশুশ্রম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি (সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে)।
আউটপুট: ১.২ গ্রামীণ ও শহুরে কেন্দ্রগুলোর দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়-সুবিধা সহকারে উদ্বুদ্ধকরণ ও আর্থিক সহায়তা/উপবৃত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ (টিভেট, এনএফই)।
আউটপুট: ১.৩ ঝুঁকিতে থাকা শিশুর পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান।
আউটপুট: ১.৪ নিয়োগকর্তাদের নতুন/বিকল্প প্রযুক্তি ও শ্রম-উৎস অন্বেষণে উদ্বুদ্ধকরণ।
আউটপুট: ১.৫ কেন্দ্র থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ ও মোকাবেলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	আউটপুট	নেতৃত্বদানকারী/ সহ-নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট/লক্ষ্যমাত্রা (goals/targets) অর্জনে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি: প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)	২০২০ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রকল্প/কর্মসূচি: প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)	কার্যক্রম /প্রকল্প: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-পরবর্তী (২০২১-৩০)	ব্যয়: টাকা
১	২	৩	৪	৬.১	৬.২	৭.১	৭.২	৮	
৪.৩ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাসঙ্গিক, কার্যকর ও ফলপ্রসূ অবৈতনিক, সমতাভিত্তিক ও গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।	**আউটপুট: ১.১**	**নেতৃত্বদানকারী:** প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় **সহ-নেতৃত্বদানকারী:** শিক্ষা মন্ত্রণালয়	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৫. সদ্য জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর প্রয়োজনানুগ উন্নয়ন। জুলাই ২০১৭-জুন ২০২১ ৮. দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি। জুলাই ২০১০-ডিসেম্বর ২০২০	৫. ৫৭৪০৫.৯৫ ৮. ৪৯৯১৯.৭৩	৪র্থ প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি৪) (২০১৮-২২) (কর্মসূচি, প্রস্তুতি পর্যায়ে। ১ জুলাই ২০১৮ তারিখ থেকে শুরু)	১৮৭৭৬৮৭.৬৬ (প্রাক্কলিত ব্যয়)	৫ম প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি৫) (পরিকল্পনা-মেয়াদ ২০২৩-২৭) দুর্বল/প্রান্তিক পরিবারের শিশুদের জন্য বিশেষ উপবৃত্তি। (২০২১-২০২৫)	

কৌশলগত উদ্দেশ্য-১. শিশুশ্রমের ঝুঁকি হ্রাসকরণ।

আউটপুট: ১.১ পিতা-মাতা, জনসাধারণ ও সুশীল সমাজের মধ্যে শিশুশ্রম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি (সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে)।
আউটপুট: ১.২ গ্রামীণ ও শহুরে কেন্দ্রগুলোর দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়-সুবিধা সহকারে উদ্বুদ্ধকরণ ও আর্থিক সহায়তা/উপবৃত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ (টিভেট, এনএফই)।
আউটপুট: ১.৩ ঝুঁকিতে থাকা শিশুর পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান।
আউটপুট: ১.৪ নিয়োগকর্তাদের নতুন/বিকল্প প্রযুক্তি ও শ্রম-উৎস অন্বেষণে উদ্বুদ্ধকরণ।
আউটপুট: ১.৫ কেন্দ্র থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ ও মোকাবেলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	আউটপুট	নেতৃত্বদানকারী/ সহ-নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট/লক্ষ্যমাত্রা (goals/targets) অর্জনে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি		২০২০ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রকল্প/কর্মসূচি		/প্রকল্প: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-পরবর্তী (২০২১-৩০)	ব্যয়: টাকা
				প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা(মিলিয়ন)	প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা(মিলিয়ন)		
১	২	৩	৪	৬.১	৬.২	৭.১	৭.২	৮	
৪.২ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাসহ শৈশবের একেবারে গোড়া থেকে মানসম্মত বিকাশ ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে তার নিশ্চয়তা বিধান করা।	**আউটপুট -১.২**	**নেতৃত্বদানকারী:** প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় **সহ-** স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ			৪র্থ প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি৪) (২০১৮-২২) (কর্মসূচি, প্রস্তুতি পর্যায়ে। ১ জুলাই ২০১৮ তারিখ থেকে শুরু)	১৮৭৭৬৮৭.৬৬ (প্রাক্কলিত ব্যয়)	৫ম প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি৫) (পরিকল্পনা-মেয়াদ ২০২৩-২৭) ঝুঁকিপূর্ণ/প্রান্তিক পরিবারের শিশুদের জন্য বিশেষ উপবৃত্তি। (২০২১-২০২৫)	

কৌশলগত উদ্দেশ্য-৩. কর্মক্ষেত্রে শিশুদের সুরক্ষায় সক্ষমতা বৃদ্ধি

আউটপুট: ৩.১ শিশুশ্রম পরিবীক্ষণের জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতসহ প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালীকরণ ।
আউটপুট: ৩.২ আইন ও সুরক্ষা বিষয়ক বিধানসমূহের প্রয়োগ জোরদারকরণ।
আউটপুট: ৩.৩ সুস্থ বিকাশের জন্য শিক্ষা, দক্ষতা ও অর্থনৈতিক সহায়তায় শিশুশ্রমেরা অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ।
আউটপুট: ৩.৪ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শিশুদের জন্য আচরণ-বিধি ও গৃহীত সুরক্ষা নীতি জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	আউটপুট	নেতৃত্বদানকারী/ সহ-নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট/লক্ষ্যমাত্রা (goals/targets) অর্জনে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি		২০২০ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রকল্প/কর্মসূচি		কার্যক্রম/প্রকল্প: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-পরবর্তী (২০২১-৩০)	ব্যয়: টাকা
				প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)	প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)		
১	২	৩	৪	৬.১	৬.২	৭.১	৭.২	৮	
৪.৬ নারী ও পুরুষ সহ যুবসমাজের সবাই এবং বয়স্ক জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে সাক্ষরতা ও গণন-দক্ষতা অর্জনে সফলকাম হয় তা নিশ্চিত করা।	**আউটপুট-৩.৩**	**নেতৃত্বদানকারী:** প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় **সহ-নেতৃত্বদানকারী: শিক্ষা মন্ত্রণালয়**	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	মৌলিক শিক্ষা কর্মসূচি প্রকল্প (৬৪ জেলা) (০১/০২/২০১৮-০১/০৬/২০২২)	১৪২৮.৭	-		২.১.৩ সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত বিদ্যালয়সহ বিশেষ সান্ধ্য বিদ্যালয়গুলোতে নিয়োগকর্তাদের সহযোগিতা/অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে বিদ্যালয়-বহির্ভূত এবং শ্রমজীবী শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি সহজীকরণ	১০০০
		নেতৃত্বদানকারী: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় **সহ-নেতৃত্বদানকারী: শিক্ষা মন্ত্রণালয়**	**সিটি কর্পোরেশন** **এনজিও**					২.১.৫ শর্তাধীন নগদ অর্থ স্থানান্তর পদ্ধতি (CCT) সম্প্রসারণ/কর্মসূচি বাস্তবায়নের (শহুরে বস্তি ও গ্রামীণ এলাকা) মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী শিশু-পরিবারগুলোর শিশুর ভর্তি ও তাদের অব্যাহত শিক্ষাগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।	বিদ্যমান পরিসরে (coverage) শিশুশ্রম অন্তর্ভুক্তকরণ।
		নেতৃত্বদানকারী: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	**সিটি কর্পোরেশন** **এনজিও**					২.১.৬ সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের পাঠ্যসূচিতে শিশু-অধিকার ও শিশুশ্রম বিষয় সন্নিবেশকরণ এবং স্কুল-শিক্ষকদের মধ্যে টিওটি পরিচালনা করা	শূন্য
		নেতৃত্বদানকারী: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় **সহ-নেতৃত্বদানকারী: শিক্ষা মন্ত্রণালয়**	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এনজিও					২.২.১ বিদ্যালয়-বহির্ভূত যুব এবং শ্রমজীবী কিশোরদের (১৪-১৭ বছর বয়সের) জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে (কেন্দ্রভিত্তিক দক্ষতা-উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও তত্ত্বাবধানকৃত শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ) ভর্তি সহজীকরণ এবং সেইসঙ্গে শোভন কাজে নিযুক্তি এবং কর্মস্থল উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ।	
		নেতৃত্বদানকারী: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সহ-নেতৃত্বদানকারী: **শিক্ষা মন্ত্রণালয়**	এমওই, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এনজিও					২.৩.১ এমওপিএমই ও এনজিওদের মাধ্যমে কর্মরত শিশুদের জীবন-দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান।	বিদ্যমান পরিসরে শিশুশ্রম অন্তর্ভুক্তকরণ।
		নেতৃত্বদানকারী: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সহ-নেতৃত্বদানকারী: **শিক্ষা মন্ত্রণালয়**	এমওই শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এনজিও					২.৩.২ এমওপিএমই, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এনজিওদের ব্যবস্থাপনাধীন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে মৌলিক নিয়োগযোগ্য দক্ষতা প্রশিক্ষণ (সাক্ষাৎকার প্রদান, সিভি প্রস্তুতকরণ) প্রদান।	৬০,০০০,০০০

কৌশলগত উদ্দেশ্য-৩. কর্মক্ষেত্রে শিশুদের সুরক্ষায় সক্ষমতা বৃদ্ধি

আউটপুট: ৩.১ শিশুশ্রম পরিবীক্ষণের জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত সহ প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালীকরণ ।
আউটপুট: ৩.২ আইন ও সুরক্ষা বিষয়ক বিধানসমূহের প্রয়োগ জোরদারকরণ।
আউটপুট: ৩.৩ সুস্থ বিকাশের জন্য শিক্ষা, দক্ষতা ও অর্থনৈতিক সহায়তায় শিশুশ্রমিকের অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ।
আউটপুট: ৩.৪ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শিশুদের জন্য আচরণ-বিধি ও গৃহীত সুরক্ষা নীতি জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	আউটপুট	নেতৃত্বদানকারী/ সহ-নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট/লক্ষ্যমাত্রা (goals/targets) অর্জনে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি		২০২০ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রকল্প/কর্মসূচি		কার্যক্রম /প্রকল্প: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-পরবর্তীকাল (২০২১-৩০)	ব্যয়: টাকা
				প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)	প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)		
১	২:	৩	৪	৫.১	৫.২	৬.১	৬.২	৮	
৫.৪ সরকারি সেবা, অবকাঠামো ও সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালার মাধ্যমে অবৈতনিক পরিচর্যাকার্য ও গৃহস্থালি কাজের মর্যাদা ও স্বীকৃতিদান এবং বাসা ও পরিবারের অভ্যন্তরে জাতীয়ভাবে যুক্তিযুক্ত অংশীদারিত্বমূলক দায়িত্বপালনকে উৎসাহিত করা।	**আউটপুট-৩.৩**	**নেতৃত্বদানকারী** – সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, অর্থ বিভাগ					শিশুশ্রমে নিযুক্ত শিশু এবং এবং পরিবারের জন্য বিশেষ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি। (২০২১-২৫)	

কৌশলগত উদ্দেশ্য-২. ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম থেকে শিশুদের প্রত্যাহার

আউটপুট: ২.১ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের তালিকা পর্যালোচনা এবং তা হালনাগাদকরণ।
আউটপুট: ২.২ চিহ্নিতকরণ ও সেবা-সংযোগ নির্দেশিকা গৃহীত।
আউটপুট: ২.৩ কাজ থেকে প্রত্যাহারকৃত শিশু, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশু এবং শিশুশ্রমে নিয়োজিত মেয়েদের অগ্রাধিকার দিয়ে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহায়তা প্রদান যার সঙ্গে টিভেট/এনএফই এবং বিকল্প কর্ম-নিযুক্তির সংযোগ রয়েছে।
আউটপুট: ২.৪ পিতা-মাতার যত্নবঞ্চিত শিশুদের জন্য আশ্রয়।
আউটপুট: ২.৫ প্রত্যাহারকৃত শিশুদের পরিবারকে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য সহায়তা।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	আউটপুট	নেতৃত্বদানকারী/ সহ-নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট/লক্ষ্যমাত্রা (goals/targets) অর্জনে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি		২০২০ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রকল্প/কর্মসূচি		কার্যক্রম /প্রকল্প: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-পরবর্তীকাল (২০২১-৩০)	ব্যয়: টাকা
				প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)	প্রকল্প-শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)		
১	২	৩	৪	৬.১	৬.২	৭.১	৭.২	৮	
৫.৪ সরকারি সেবা, অবকাঠামো ও সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালার মাধ্যমে অবৈতনিক পরিচর্যাকার্য ও গৃহস্থালি কাজের মর্যাদা ও স্বীকৃতিদান এবং বাসা ও পরিবারের অভ্যন্তরে জাতীয়ভাবে যুক্তিযুক্ত অংশীদারিত্বমূলক দায়িত্বপালনকে উৎসাহিত করা।	**আউটপুট-২.৪**	**নেতৃত্বদানকারী-** সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, অর্থ বিভাগ			৯. শিশুদের জন্য শেখ রাসেল প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (১৯)	৫০৬৪৮.০০	পিতা-মাতার যত্নহীন শিশুদের জন্য আশ্রয় ব্যবস্থার সম্প্রসারণ। (২০২১-২০২৫)	

কৌশলগত উদ্দেশ্য-২. ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম থেকে শিশুদের প্রত্যাহার

আউটপুট: ২.১ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের তালিকা পর্যালোচনা এবং তা হালনাগাদকরণ।
আউটপুট: ২.২ চিহ্নিতকরণ ও সেবা-সংযোগ নির্দেশিকা গৃহীত।
আউটপুট: ২.৩ কাজ থেকে প্রত্যাহারকৃত শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশু এবং শিশুশ্রমে নিয়োজিত মেয়েদের অগ্রাধিকার দিয়ে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহায়তা প্রদান যার সঙ্গে টিভেট/এনএফই এবং বিকল্প কর্ম-নিযুক্তির সংযোগ রয়েছে।
আউটপুট: ২.৪ পিতা-মাতার যত্নবঞ্চিত শিশুদের জন্য আশ্রয়।
আউটপুট: ২.৫ প্রত্যাহারকৃত শিশুদের পরিবারকে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য সহায়তা।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	আউটপুট	নেতৃত্বদানকারী/ সহ-নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট/লক্ষ্যমাত্রা (goals/targets) অর্জনে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি		২০২০ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রকল্প/কর্মসূচি		কার্যক্রম /প্রকল্প: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-পরবর্তীকাল (২০২১-৩০)	ব্যয়: টাকা
				প্রকল্প/কর্মসূচির - শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা(মিলিয়ন)	প্রকল্প/কর্মসূচির - শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)		
১	১৩	৩	৪	৬.১	৬.২	৭.১	৭.২	৮	
১.১ ২০৩০ সালের মধ্যে, সর্বত্র সকল মানুষের জন্য, বর্তমানে দৈনন্দিন মাথাপিছু আয় ১.২৫ ডলারের কম -এ সংজ্ঞানুযায়ী পরিমাপকৃত চরম দারিদ্র্যের সম্পূর্ণ অবসান।	**আউটপুট-২.৩**	**নেতৃত্বদানকারী/** মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ (*জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে* নেতৃত্ব দান) **সহ-নেতৃত্বদানকারী:** সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগ (জাতীয় দারিদ্র্য বিমোচন ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে)	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রনালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়					প্রকল্প: ১. পথশিশুদের পুনর্বাসন কর্মসূচি। ২. পথশিশুদের পরিবারের পুনর্বাসন। ৩. নারী ও শিশু ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন।	▪
	আউটপুট-২.৫			• কর্মসূচি • শহর এলাকায় শ্রমজীবী মায়েদের স্তন্যদান ভাতা। • জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৭	১১৩৬.৮ মি.	• কর্মসূচি: • শহর এলাকায় শ্রমজীবী মায়েদের স্তন্যদান ভাতা। জুলাই ২০১৭-জুন ২০২১	২২৭৩.৬ মি.		▪
	আউটপুট-২.৫					• কর্মসূচি: ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপম্যান্ট (ভিজিডি) জানুয়ারি ২০১৭-ডিসেম্বর ২০২১।	২৪৫৯১.২৪মি.		▪

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

কৌশলগত উদ্দেশ্য-১. শিশুশ্রমের ঝুঁকি হ্রাসকরণ।

আউটপুট: ১.১	পিতা-মাতা, জনসাধারণ ও সুশীল সমাজের মধ্যে শিশুশ্রম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি (সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে)।
আউটপুট: ১.২	গ্রামীণ ও শহুরে কেন্দ্রগুলোর দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়-সুবিধা সহকারে উদ্বুদ্ধকরণ ও আর্থিক সহায়তা/উপবৃত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ (টিভেট, এনএফই)।
আউটপুট: ১.৩	ঝুঁকিতে থাকা শিশুর পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান।
আউটপুট: ১.৪	নিয়োগকর্তাদের নতুন/বিকল্প প্রযুক্তি ও শ্রম-উৎস অন্বেষণে উদ্বুদ্ধকরণ।
আউটপুট: ১.৫	কেন্দ্র থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ ও মোকাবেলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	আউটপুট	নেতৃত্বদানকারী/ সহ-নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট/লক্ষ্যমাত্রা (goals/targets) অর্জনে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি		২০২০ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রকল্প/কর্মসূচি		কার্যক্রম /প্রকল্প: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-পরবর্তীকাল (২০২১-৩০)	ব্যয়: টাকা
				প্রকল্প/কর্মসূচির - শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)	প্রকল্প/কর্মসূচির - শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)		
১	১৩	৩	৪	৬.১	৬.২	৭.১	৭.২	৮	
১.১ ২০৩০ সালের মধ্যে, সর্বত্র সকল মানুষের জন্য, বর্তমানে দৈনন্দিন মাথাপিছু আয় ১.২৫ ডলারের কম -এ সংজ্ঞানুযায়ী পরিমাপকৃত চরম দারিদ্র্যের সম্পূর্ণ অবসান।	**আউটপুট-১.৩**	**নেতৃত্বদানকারী/** মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ (*জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে* নেতৃত্ব দান) **সহ-নেতৃত্বদানকারী:** সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগ (জাতীয় দারিদ্র্য বিমোচন ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে)	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রনালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়			কর্মসূচি: দরিদ্র, তালাকপ্রাপ্ত, অসহায় এবং গৃহহীন মহিলাদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ। জুলাই ২০১৬-জুন ২০২১	৬০.০০ মি.	ঋণ কর্মসূচি: দরিদ্র, তালাকপ্রাপ্ত, অসহায় এবং গৃহহীন নারীদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ। জুলাই ২০২১-জুন ২০২৫	৮০.০০
	আউটপুট-১.৩					কর্মসূচি: নির্যাতিত ও নিঃস্ব নারী ও শিশু কল্যাণ তহবিল। জুলাই ২০১৬-জুন ২০২১	৭৬৭.৪ মি		
	আউটপুট-১.৩			কর্মসূচি: উপজেলা পর্যায়ে নারীদের জন্য আয়-বর্ধক কার্যক্রম। (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২১)	২৫০০.০০ মি.			কর্মসূচি: উপজেলা পর্যায়ে নারীদের জন্য আয়-বর্ধক কার্যক্রম। (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৫)	▪ ৫০০০.০০
						কর্মসূচি: দুস্থ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ উপাদান (আইসিভিজিডি)। জুলাই ২০১৯-জুন ২০২১	৫০০০.০০ মি		▪
	আউটপুট-১.৩	CD; GED	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রনালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ			কর্মসূচি: নির্যাতিত ও নিঃস্ব নারী ও শিশু কল্যাণ তহবিল। জুলাই ২০১৭-জুন ২০২১ কর্মসূচি: পথশিশুদের পুনর্বাসন।. জুলাই ২০১৭-জুন ২০২২	৬৫.৫৬ মি ৪৫০০.০০ মি		

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

কৌশলগত উদ্দেশ্য-৩. কর্মক্ষেত্রে শিশুদের সুরক্ষায় সক্ষমতা বৃদ্ধি

আউটপুট: ৩.১ শিশুশ্রম পরিবীক্ষণের জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত সহ প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালীকরণ।
আউটপুট: ৩.২ আইন ও সুরক্ষা বিষয়ক বিধানসমূহের প্রয়োগ জোরদারকরণ।
আউটপুট: ৩.৩ সুস্থ বিকাশের জন্য শিক্ষা, দক্ষতা ও অর্থনৈতিক সহায়তায় শিশুশ্রমিকের অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ।
আউটপুট: ৩.৪ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শিশুদের জন্য আচরণ-বিধি ও গৃহীত সুরক্ষা নীতি জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	আউটপুট	নেতৃত্বদানকারী/ সহ-নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট/লক্ষ্যমাত্রা (goals/targets) অর্জনে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি		২০২০ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রকল্প/কর্মসূচি		কার্যক্রম /প্রকল্প: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-পরবর্তীকাল (২০২১-৩০)	ব্যয়: টাকা
				প্রকল্প/কর্মসূচির - শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)	প্রকল্প/কর্মসূচির - শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)		
১	২	৩	৪	৬.১	৬.২	৭.১	৭.২	৮	
৫.১ সর্বত্র সকল নারী ও মেয়ের বিরুদ্ধে সকল ধরনের বৈষম্যের অবসান ঘটানো।	<u>**আউটপুট-৩.২**</u>	**নেতৃত্বদানকারী:** মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন ও বিচার বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	প্রকল্প: নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন খাতে কর্মসূচি গ্রহণ। (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২১)	১১৬০.০০ মি				

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

কৌশলগত উদ্দেশ্য-৩. কর্মক্ষেত্রে শিশুদের সুরক্ষায় সক্ষমতা বৃদ্ধি

আউটপুট: ৩.১ শিশুশ্রম পরিবীক্ষণের জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতসহ প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালীকরণ।
আউটপুট: ৩.২ আইন ও সুরক্ষা বিষয়ক বিধানসমূহের প্রয়োগ জোরদারকরণ।
আউটপুট: ৩.৩ সুস্থ বিকাশের জন্য শিক্ষা, দক্ষতা ও অর্থনৈতিক সহায়তায় শিশুশ্রমিকের অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ।
আউটপুট: ৩.৪ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শিশুদের জন্য আচরণ-বিধি ও গৃহীত সুরক্ষা নীতি জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	আউটপুট	নেতৃত্বদানকারী/ সহ-নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট/লক্ষ্যমাত্রা (goals/targets) অর্জনে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি		২০২০ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রকল্প/কর্মসূচি		কার্যক্রম /প্রকল্প: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-পরবর্তীকাল (২০২১-৩০)	ব্যয়: টাকা
				প্রকল্প/কর্মসূচির - শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: িটাকা (মিলিয়ন)	প্রকল্প/কর্মসূচির - শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়:ি টাকা (মিলিয়ন)		
১	২:	৩	৪	৬.১	৬.২	৭.১	৭.২	৮	
৫.২ পাচার, যৌন হয়রানি ও অন্যসব ধরনের শোষণ-বঞ্চনা সহ ঘরে বাইরে সকল নারী ও মেয়ের বিরুদ্ধে সকল ধরনের সহিংসতার অবসান।	**আউটপুট-৩.২**	**নেতৃত্বদানকারী:** মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন ও বিচার বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	প্রকল্প: নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন খাতে কর্মসূচি গ্রহণ। (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২১)	১১৬০.০০ মি	কর্মসূচি: কিশোর কিশোরী ক্লাব প্রতিষ্ঠা (জুলাই ২০২১-ডিসেম্বর ২০২২)	১০০.০০ মি	কর্মসূচি: কিশোর কিশোরী ক্লাব প্রতিষ্ঠা জানুয়ারি ২০২১ – ডিসেম্বর ২০২২	•
৫.৩ শিশুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও জোরপূর্বক বিবাহ এবং নারী যৌনাঙ্গচ্ছেদের মতো সকল ধরনের ক্ষতিকর প্রথার অবসান।	**আউটপুট-৩.২**	**নেতৃত্বদানকারী:** মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	প্রকল্প: কিশোর-কিশোরী ক্লাব প্রতিষ্ঠা (জুলাই ২০১৭-জুন ২০২১) কিশোর কিশোরী ক্লাব প্রতিষ্ঠা (জুলাই ২০১৭-জুন ২০১৯)	৯০০০.০০ মি	প্রকল্প: শিশু অধিকার সুরক্ষা ত্বরান্বিতকরণ (জুলাই ২০১৭-ডিসেম্বর ২০২১)	২২০০.০০ মি		•

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

কৌশলগত উদ্দেশ্য-১. শিশুশ্রমের ঝুঁকি হ্রাসকরণ।

আউটপুট: ১.১	পিতা-মাতা, জনসাধারণ ও সুশীল সমাজের মধ্যে শিশুশ্রম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি (সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে)।
আউটপুট: ১.২	গ্রামীণ ও শহরে কেন্দ্রগুলোর দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়-সুবিধা সহকারে উদ্বুদ্ধকরণ ও আর্থিক সহায়তা/উপবৃত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ (টিভেট, এনএফই)।
আউটপুট: ১.৩	ঝুঁকিতে থাকা শিশুরপরিবারগুলোর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান।
আউটপুট: ১.৪	নিয়োগকর্তাদের নতুন/বিকল্প প্রযুক্তি ও শ্রম-উৎস অন্বেষণে উদ্বুদ্ধকরণ।
আউটপুট: ১.৫	কেন্দ্র থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ ও মোকাবেলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	আউটপুট	নেতৃত্বদানকারী/ সহ-নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট/লক্ষ্যমাত্রা (goals/targets) অর্জনে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি		২০২০ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রকল্প/কর্মসূচি		কার্যক্রম/প্রকল্প: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-পরবর্তীকাল (২০২১-৩০)	ব্যয়: টাকা
				প্রকল্প/কর্মসূচির -শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)	প্রকল্প/কর্মসূচির - শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)		
১	১০	৩	৪	৬.১	৬.২	৭.১	৭.২	৮	
৪.৩ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগসহ সাশ্রয়ী ও মানসম্মত কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও উচ্চ শিক্ষায় সকল নারী ও পুরুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।	**আউটপুট-১.২**	**নেতৃত্বদানকারী:** শিক্ষা মন্ত্রণালয়	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় (বিটাক), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ					১. শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পড়া প্রতিরোধে পিতা-মাতার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি। ২. পথশিশুদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ।	
৪.৫ অরক্ষিত জনগোষ্ঠীসহ অসমর্থ (প্রতিবন্ধী) জনগোষ্ঠী, নৃ-জনগোষ্ঠী ও অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারী শিশুদের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সকল পর্যায়ে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং শিক্ষায় নারী পুরুষ বৈষম্যের অবসান ঘটানো।	**আউটপুট-১.২**	**নেতৃত্বদানকারী:** শিক্ষা মন্ত্রণালয় **সহ-নেতৃত্বদানকারী:** প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	**সহ-নেতৃত্বদানকারী:** সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ					১. শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পড়া প্রতিরোধে পিতা-মাতার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি। ২. পথশিশুদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ।	

কৌশলগত উদ্দেশ্য-১. শিশুশ্রমের ঝুঁকি হ্রাসকরণ।

আউটপুট: ১.১ পিতা-মাতা, জনসাধারণঠী ও সুশীল সমাজের মধ্যে শিশুশ্রম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি (সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে)।
আউটপুট: ১.২ গ্রামীণ ও শহুরে কেন্দ্রগুলোর দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়-সুবিধা সহকারে উদ্বুদ্ধকরণ ও আর্থিক সহায়তা/উপবৃত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ (টিভেট, এনএফই)।
আউটপুট: ১.৩ ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের পরিবারের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান।
আউটপুট: ১.৪ নিয়োগকর্তাদের নতুন/বিকল্প প্রযুক্তি ও শ্রম-উৎস অন্বেষণে উদ্বুদ্ধকরণ।
আউটপুট: ১.৫ কেন্দ্র থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ ও মোকাবেলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	আউটপুট	নেতৃত্বদানকারী/ সহ-নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট/লক্ষ্যমাত্রা (goals/targets) অর্জনে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি		২০২০ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রকল্প/কর্মসূচি		কার্যক্রম /প্রকল্প: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-পরবর্তীকাল (২০২১-৩০)	ব্যয়: টাকা
				প্রকল্প/কর্মসূচির - শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)	প্রকল্প/কর্মসূচির - শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)		
১	২	৩	৪	৬.১	৬.২	৭.১	৭.২	৮	
৪.২ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাসহ শৈশবের একেবারে গোড়া থেকে মানসম্মত বিকাশ ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে তার নিশ্চয়তা বিধান করা।	**আউটপুট-১.২**	**নেতৃত্বদানকারী:** প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ			প্রকল্প: প্রথম-১০০০ দিনের শিশুদের জন্য সহায়তা। জুলাই ২০১৭-জুন ২০২২ প্রকল্প: পথশিশুদের পুনর্বাসন। জুলাই ২০১৭-জুন ২০২২	২০০০.০ ০ মি ১৫০০ মি	১. শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পরা প্রতিরোধে পিতা-মাতার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি। ২. কিশোর-কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে বাল্যবিহ প্রতিরোধ (মেয়ে-৬০% ও ছেলে-৪০%) ৩. পথশিশুদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা।	
৪.৬ নারী ও পুরুষ সহ যুবসমাজের সবাই এবং বয়স্ক জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে সাক্ষরতা ও গণন-দক্ষতা অর্জনে সফলকাম হয় তা নিশ্চিত করা।	**আউটপুট-১.২**	**নেতৃত্বদানকারী:** প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় **সহ-নেতৃত্বদানকারী** শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং নারী যারা সাক্ষরতা ও গণদক্ষতা অর্জন করেছেন।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়,সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ					১. শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পড়া প্রতিরোধে পিতা-মাতার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি। ২. কিশোর-কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে বাল্যবিহ প্রতিরোধ (মেয়ে-৬০% ও ছেলে-৪০%)। ৩. পথশিশুদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা।	
৪.ক শিশু, অসামর্থ্য (প্রতিবন্ধিতা) ও জেন্ডার বিষয়ে সংবেদনশীল শিক্ষা সুবিধার নির্মাণ ও মানোন্নয়ন এবং সকলের জন্য নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিক্ষা পরিবেশ প্রদান করা	**আউটপুট-৩.২**	**নেতৃত্বদানকারী:** প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ	প্রকল্প: নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন খাতে কর্মসূচি গ্রহণ। (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২১)	১১৬০.০০ মি.			৭.২.২ ঝরে পরার ঝুঁকিতে থাকা বিদ্যালয়গামী শিশুদের আর্থিক সুবিধা ও অন্যান্য জিনিসপত্র প্রদান যথা: বই, স্কুলব্যাগ, পোশাক, যাতায়াত-ভাতা, পরামর্শ দান, শ্লথ গতির শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়তামূলক ব্যবস্থা, প্রাতরাশ বা মধ্যাহ্নভোজ প্রদান কর্মসূচির মাধ্যমে প্রণোদনা প্রদান।	৬০৫৩,৩০০, ০০০

কৌশলগত উদ্দেশ্য-২. ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম থেকে শিশুদের প্রত্যাহার

আউটপুট: ২.১ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের তালিকা পর্যালোচনা এবং তা হালনাগাদকরণ।
আউটপুট: ২.২ চিহ্নিতকরণ ও সেবা-সংযোগ নির্দেশিকা গৃহীত।
আউটপুট: ২.৩ কর্ম থেকে প্রত্যাহারকৃত শিশুদের, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশু এবং শিশুশ্রমে নিয়োজিত মেয়েদের অগ্রাধিকার দিয়ে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহায়তা প্রদান যার সঙ্গে টিভেট/এনএফই এবং বিকল্প কর্ম-নিযুক্তির সংযোগ রয়েছে।
আউটপুট: ২.৪ পিতা-মাতার যত্নবঞ্চিত শিশুদের জন্য আশ্রয়।
আউটপুট: ২.৫ প্রত্যাহারকৃত শিশুদের পরিবারকে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য সহায়তা।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	আউটপুট	নেতৃত্বদানকারী/ সহ-নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট/লক্ষ্যমাত্রা (goals/targets) অর্জনে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি		২০২০ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রকল্প/কর্মসূচি		কার্যক্রম/প্রকল্প: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-পরবর্তীকাল (২০২১-৩০) **পুনর্নির্ধারিত মেয়াদ (২০২১-২৫)**	ব্যয়: টাকা
				প্রকল্প/কর্মসূচির - শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)	প্রকল্প/কর্মসূচির - শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)		
১	১০	৩	৪	৬.১	৬.২	৭.১	৭.২	৮	
১৬.২ শিশুদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার সহিংসতা, নির্যাতন ও শোষন এবং শিশু পাচারের মত ঘৃন্য তৎরতার অবসান	**আউটপুট-২.৩**	**নেতৃত্বদানকারী:** স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	পররারাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়					▪ মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন (২০১৮-২০২২), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	

কৌশলগত উদ্দেশ্য-১. শিশুশ্রমের ঝুঁকি হ্রাসকরণ।

আউটপুট: ১.১ পিতা-মাতা, জনসাধারণ ও সুশীল সমাজের মধ্যে শিশুশ্রম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি (সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে)।
আউটপুট: ১.২ গ্রামীণ ও শহুরে কেন্দ্রগুলোর দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়-সুবিধা সহকারে উদ্বুদ্ধকরণ ও আর্থিক সহায়তা/উপবৃত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ (টিভেট, এনএফই)।
আউটপুট: ১.৩ ঝুঁকিতে থাকা শিশুদেরপরিবারের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান।
আউটপুট: ১.৪ নিয়োগকর্তাদের নতুন/বিকল্প প্রযুক্তি ও শ্রম-উৎস অন্বেষণে উদ্বুদ্ধকরণ।
আউটপুট: ১.৫ কেন্দ্র থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ ও মোকাবেলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	আউটপুট	নেতৃত্বদানকারী/ সহ-নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট/লক্ষ্যমাত্রা (goals/targets) অর্জনে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি		২০২০ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রকল্প/কর্মসূচি		কার্যক্রম/প্রকল্প: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-পরবর্তীকাল (২০২১-৩০)	ব্যয়: টাকা
				প্রকল্প/কর্মসূচির -শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)	প্রকল্প/কর্মসূচির -শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)		
১	২	৩	৪	৬.১	৬.২	৭.১	৭.২	৮	
১৬.১০ জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী জনসাধারণের তথ্য-অধিকার নিশ্চিত করা সহ মৌলিক স্বাধীনতার সুরক্ষা দান।	**আউটপুট-১.১**	তথ্য মন্ত্রণালয়	তথ্য কমিশন বাংলাদেশ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ)			২, শিশু ও মহিলাদের জন্য প্রচার ও যোগাযোগ (৫ম পর্যায়) জুলাই ২০১৭-জুন ২০২১।	১৪০০	শিশু ও মহিলাদের জন্য প্রচার ও যোগাযোগ (৬ষ্ঠ পর্যায়) জুলাই ২০২১-জুন ২০২৫।	
		তথ্য মন্ত্রণালয়	সিটি কর্পোরেশন এনজিও					৪.১.১ প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শন, রেডিও ও অন্যান্য গণমাধ্যমে প্রচারের জন্য শিশুশ্রম এবং শিশুশ্রমের ক্ষতিকর প্রভাব-এর ওপর টিভি ও রেডিও স্পট (৩-৫ মিনিট) প্রস্তুতকরণ।	১৫,৬০০,০০০
		তথ্য মন্ত্রণালয়	সিটি কর্পোরেশন এনজিও					৪.১.২ গ্রাম, বাজার, বাস-স্টেশন ও বস্তিতে শিশুশ্রম এবং শ শিশুশ্রমের ক্ষতিকর প্রভাবের ওপর সামাজিক নাটক (জনপ্রিয় নাটক) মঞ্চায়ন।	১০,১০০,০০০
		তথ্য মন্ত্রণালয়	সিটি কর্পোরেশন এনজিও					৪.১.৩ ১৪ বছর বয়সের কম বয়সী শিশুদের শিশুশ্রম এবং ১৮ বছর বয়সের কম বয়সীদের ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে কাজ করতে ধর্মীয় নেতা এবং তাদের সংগঠনগুলোকে নিয়ে সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠান। মসজিদে প্রচারের জন্য মসজিদের ইমামদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন।	২৮১৫০০০

কৌশলগত উদ্দেশ্য-১. শিশুশ্রমের ঝুঁকি হ্রাসকরণ।

আউটপুট: ১.১ পিতা-মাতা, জনসাধারণ ও সুশীল সমাজের মধ্যে শিশুশ্রম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি (সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে)।
আউটপুট: ১.২ গ্রামীণ ও শহুরে কেন্দ্রগুলোর দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়-সুবিধা সহকারে উদ্বুদ্ধকরণ ও আর্থিক সহায়তা/উপবৃত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ (টিভেট, এনএফই)।
আউটপুট: ১.৩ ঝুঁকিতে থাকা শিশুদেরপরিবারের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান।
আউটপুট: ১.৪ নিয়োগকর্তাদের নতুন/বিকল্প প্রযুক্তি ও শ্রম-উৎস অন্বেষণে উদ্বুদ্ধকরণ।
আউটপুট: ১.৫ কেন্দ্র থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ ও মোকাবেলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	আউটপুট	নেতৃত্বদানকারী/ সহ-নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট/লক্ষ্যমাত্রা (goals/targets) অর্জনে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি		২০২০ সাল পর্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রকল্প/কর্মসূচি		কার্যক্রম/প্রকল্প: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-পরবর্তীকাল (২০২১-৩০)	ব্যয়: টাকা
				প্রকল্প/কর্মসূচির -শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)	প্রকল্প/কর্মসূচির -শিরোনাম ও মেয়াদ	ব্যয়: টাকা (মিলিয়ন)		
১	১৩	৩	৪	৬.১	৬.২	৭.১	৭.২	৮	
১৬.১০ জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী জনসাধারণের তথ্য-অধিকার নিশ্চিত করা সহ মৌলিক স্বাধীনতার সুরক্ষা দান।	**আউটপুট-১.১**	এমওআই	সিটি কর্পোরেশন এনজিও					৪.১.৪ সারাদেশে বিলবোর্ড, দেয়াল-চিত্র, পোস্টার ও লিফলেটের মাধ্যমে শিশুশ্রমের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কিত বার্তা জন-অবহিতির জন্য প্রচার।	৫০২০০০০০
		এমওআই	সিটি কর্পোরেশন এনজিও					৪.১.৫ নিয়োগকর্তা, কর্মীসহ শ্রমজীবীশিশু, পিতামাতা, অভিভাবক এবং জনগণকে সংবেদনশীল করার লক্ষ্যে ঝুঁকিপুর্ণ খাতের ওপর সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটন করা এবং সেই খাতগুলোতে ঝুঁকিপুর্ণ এবং শিশুশ্রমের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় পদক্ষেপ গ্রহণ।	৪,৯০০,০০০
		এমওআই	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সিটি কর্পোরেশন এনজিও					৪.১.৬ বিদ্যালয়গামী শিশুদের (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় উভয় ক্ষেত্রে) শিশু অধিকার ও শিশুশ্রমের নেতিবাচক প্রভাব, বিশেষ করে ঝুঁকিপুর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রমের ওপর শিক্ষা দান।	শূন্য
		এমওআই	সিটি কর্পোরেশন এমএলজিআরডিএন্ডসি এনজিও					৪.২.১ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (ডিসিসি) কর্তৃক অর্জিত সফল অভিজ্ঞতা এবং কমিউনিটি-বেজ্ড ওয়ার্কপ্লেস সারভিল্যান্স গ্রুপ (সিডব্লিউজিএস)-কর্তৃক কমিউনিটিতে শিশুশ্রম পরিস্থিতি ও কর্মস্থল পরিবীক্ষণ মডেল অনুকরণ সেইসঙ্গে কমিউনিটি-সদস্য ও নিয়োগকর্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।	২২০০০০০

ম্যাট্রিক্স-২
(শিশুশ্রম নিরসনে এসডিজি-প্লাস কার্যক্রম)

শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০২৫)

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

হস্তক্ষেপন পরিকল্পনার কৌশলগত কার্যক্রম ম্যাট্রিক্স: শিশুশ্রম নিরসনে এসডিজি-প্লাস কার্যক্রম

১. হস্তক্ষেপ পরিকল্পনার কৌশলগত ক্ষেত্র: নীতি বাস্তবায়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন

কৌশলগত উদ্দেশ্য: ১.ক) শিশুশ্রম সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক সমস্যাবলি সামগ্রিকভাবে একীভূতকরণার্থে বিদ্যমান শিশুশ্রম নীতিসমূহ পর্যালোচনা।

১.খ) শিশুশ্রম সংশ্লিষ্ট নীতিসমূহের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণার্থে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার উন্নয়ন ।

এসডিজি: অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা-৮.৭ - জবরদস্তিমূলক শ্রমের উচ্ছেদসাধন, মানবপাচার ও আধুনিক দাসত্বের অবসান এবং শিশুসৈনিক সংগ্রহ ও ব্যবহারসহ সবচেয়ে খারাপ ধরনের শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ও নির্মূলের জন্য আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রমের অবসান ঘটানো।

আউটপুট	মূল কার্ক্রম	নির্দেশক	সময়সীমা	মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সহযোগী সংস্থা
১.১ ন্যূনতম বয়স সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন ১৩৮ অনুসমর্থন।	১.১.১ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে মন্তব্য গ্রহণ।	পত্র, প্রতিবেদন	জানুয়ারি ২০২১ থেকে মার্চ ২০২১।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	-
	১.১.২ অনুসমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে এর আই প্রভাব বিশ্লেষণ।	তুলনামূলক ও বিশ্লেষনাত্মক প্রতিবেদন।	জানুয়ারি ২০২১ থেকে জুন ২০২১।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও আইএলও	-
	১.১.৩ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠান।	সভা, কার্যবিবরণী	এপ্রিল-জুন ২০২১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	-
	১.১.৪ অনুসমর্থন বিবেচনার জন্য টিসিসি'র সভা অনুষ্ঠান।	সভা, কার্যবিবরণী	জুলাই-আগস্ট ২০২১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	-
	১.১.৫ আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং।	ভেটিং প্রক্রিয়া	আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০২১	আইন মন্ত্রণালয়	-
	১.১.৬ মন্ত্রিসভায় অনুসমর্থন প্রস্তাব উপস্থাপন।	অনুসমর্থন প্রস্তাব	অক্টোবর-নভেম্বর ২০২১	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-
	১,১,৭ অনুসমর্থনপত্র জারি।	পত্র	ডিসেম্বর ২০২১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	-
১,২ শিশুশ্রম ব্যাপৃত রাখার কারণে নিষেধাজ্ঞা বৃদ্ধির সম্ভাবনার বিষয়ে নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের সঙ্গে	১.২.১ নিষেধাজ্ঞা বৃদ্ধির বিষয় সমন্বয়।	আইন ও নীতি পর্যালোচনা সম্পৃক্ত সকল নির্দেশক।			-
	১.২.২ ত্রিপক্ষীয় শ্রম আইন পর্যালোচনা কমিটি গঠন।	কমিটি, নিয়মিত সভা।	জুলাই ২০২১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	-
	১.২.৩ সি-১৩৮-এর ওপর ১.১.২-এর আওতায় প্রদত্ত বিশ্লেষণ/সুপারিশ সংক্রান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা।				-
	১.২.৪ সংগঠক ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে সংশোধন-প্রস্তাব গ্রহণ।	সংশোধন-প্রস্তাব	জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	-

আলোচনাক্রমে জাতীয় আইনি কাঠামো সমন্বয়কৃত।	১.২.৫ পর্যালোচনা (Review) কমিটির সভা।		অক্টোবর ২০২১ - মার্চ ২০২২	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	-
	১.২.৬ জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ের সংশোধন-প্রস্তাবগুলোর ওপর আলোচনা।		ডিসেম্বর ২০২১ - মার্চ ২০২২	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, আইএলও	-
	১.২.৭ ত্রিপক্ষীয় পরামর্শক পর্ষদের সভা।		ডিসেম্বর ২০২১ - মার্চ ২০২২	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	-
	১.২.৮ পর্যালোচনা কমিটির সভা (প্রয়োজনমতে)।		মার্চ ২০২২	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	-
	১.২.৯ মন্ত্রিসভার পরীক্ষণ কমিটি কর্তৃক যাচাইকরণ।		এপ্রিল – মে ২০২২	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-
	১.২.১০ মন্ত্রিসভার নীতিগত অনুমোদনের জন্য সংশোধন-প্রস্তাব মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন।		মে-জুন ২০২২	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-
	১.২.১১ আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশোধন প্রস্তাবের ভেটিং।		জুন – জুলাই ২০২২	লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগ	-
	১.২.১২ মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সংশোধন-প্রস্তাব মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন।		জুলাই - আগস্ট ২০২২	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-
১.৩ কৌশলপত্র পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ।	১.৩.১ কৌশলপত্র পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণের জন্য খসড়া প্রণয়ন কমিটি গঠন।	কমিটি বিদ্যমান এবং এর কার্যক্রম প্রতিবেদন/ কার্যবিবরণী ।		শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	শ্রম অধিদপ্তর - কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর - জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের সদস্যগণ।
	১.৩.২ পর্যালোচনাক্রমে কৌশলপত্রের খসড়া প্রণয়ন।	কৌশলপত্রের খসড়া (২০২১ - ২৫) এবং এর প্রকাশ করা			
	১.৩.৩ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে মতামত/মন্তব্য গ্রহণ।		ডিসেম্বর ২০২১		
	১.৩.৪ সংশোধিত কৌশলপত্রের এর ওপর জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পর্ষদের সঙ্গে আলোচনা।				

	১.৩.৫ কৌশলপত্র সম্পাদনা কমিটি গঠন।		জুলাই ২০২১		
	১.৩.৬ খসড়া চূড়ান্তকরণ।		আগস্ট ২০২১		
	১.৩.৭ দলিলটি বাংলায় অনুবাদকরণ।		অক্টোবর ২০২১		
	১.৩.৮ সংশোধিত কৌশলপত্রের প্রকাশনা।		ডিসেম্বর ২০২১		
১.৪ ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের তালিকা হালনাগাদকরণ।	১.৪.১ ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের তালিকা হালনাগাদকরণের জন্য একটি ত্রিপক্ষীয় কমিটি গঠন।	কমিটি, নিয়মিত সভা।	গঠিত	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	-
	১.৪.২ ত্রিপক্ষীয় কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের তালিকা জমা প্রদান।		ডিসেম্বর ২০২০		-
	১.৪.৩ ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের তালিকা (সিএসও-সহ) হালনাগাদকরণার্থে জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে পরামর্শকরণ।	পরামর্শকরণ	জানুয়ারি – জুন ২০২১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	-
	১.৪.৪ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর থেকে খসড়া তালিকার ওপর মতামত গ্রহণ।	মতামত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ	জানুয়ারি – জুন ২০২১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	-
	১.৪.৫ ত্রিপক্ষীয় পরামর্শক কমিটি (টিসিসি)-এর সভা।	সভা, কার্যবিবরণী	এপ্রিল-জুন ২০২১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	-
	১.৪.৬ খসড়া তালিকা বিবেচনার জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা।	সভা, কার্যবিবরণী	জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	-
	১.৪.৭ আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভেটিং, এস.আর.ও জারি এবং হালনাগাদ তালিকা কার্যকর।	ভেটিং সংক্রান্ত কার্যক্রম	অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২১	আইন মন্ত্রণালয়	-
১.৫ নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সি-১৩৮ অনুসমর্থনের মধ্য দিয়ে দেশের সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-	১.২-এ বর্ণিত	--			

বিধান সমন্বয় করা ।					
১.৬ শিশুশ্রম নিরসন পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।	১.৬.১ জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান, এনসিএলইপি, ২০১০ ও সদ্য সংশোধিত কৌশলপত্র, শিশুশ্রম সংশ্লিষ্ট নীতিসমূহ, আইন এবং বিধি-বিধানের বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পর্যালোচনা। ১.৬.২ বিভাগীয় কাউন্সিল, জেলা ও উপজেলা কমিটি কর্তৃক নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান, এনসিএলইপি, ২০১০ ও সদ্য সংশোধিত কৌশলপত্র, শিশুশ্রম সংশ্লিষ্ট নীতিসমূহ, আইন এবং বিধি-বিধানের বাস্তবায়ন-অগ্রগতি স্ব স্ব ক্ষেত্রে পর্যালোচনা।	এনসিএলডব্লিউসি বিভিন্ন পর্যায়ে সিএলডব্লিউসি নিয়মিত কার্যবিবরণী	২০২১ ২০২১-২০২৫	বিভাগীয় কমিশনার জেলা প্রশাসক উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিভিন্ন পর্যায়ে শিশুশ্রম কল্যাণ কাউন্সিল জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় বিভিন্ন এনজিও ও আন্তর্জাতিক সংস্থা।
১.৭ কৌশলপত্রের কার্যকর বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদারকরণ।	১.৭.১ জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি ২০১০ ও সংশোধিত কৌশলপত্র, শ্রম আইন, সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতিসমূহ এবং আন্তর্জাতিক কনভেনশনগুলোর ওপর জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের সদস্য ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের জন্য সেমিনার ওয়ার্কশপ আয়োজন ।	ওয়ার্কশপ, সেমিনারের সংখ্যা	২০২১-২০২৫ ২০২১-২০২৫	জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ পরিকল্পনা কমিশন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	
	১.৭.২ জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদে প্রতিনিধিত্বকারী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা ও বাজেটিং কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, যাতে শিশুশ্রম সংক্রান্ত সমস্যাগুলোকে তাদের খাত-ওয়ারি পরিকল্পনা ও প্রকল্প এবং কর্মসূচিতে মূলধারাভুক্ত ও বাস্তবায়ন করা যায়।	প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাদের সংখ্যা			
	১.৩.৩ অনুঘটক হিসাবে, একটি একীভূত ও সহযোগিতামূলক প্রক্রিয়ায় শিশুশ্রম সংক্রান্ত নীতি ও হস্তক্ষেপন বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও তার সংশ্লিষ্ট ইউনিটের সক্ষমতা জোরদারকরণ।	প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাদের সংখ্যা	২০২১-২০২৫		

২. হস্তক্ষেপণ পরিকল্পনার কৌশলগত ক্ষেত্র: শিক্ষা

কৌশলগত উদ্দেশ্য:

২.ক) শিশুশ্রমে নিযুক্তের ঝুঁকিতে থাকা সকল শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

২.খ) শিশুশ্রম থেকে সরিয়ে আনার লক্ষ্যে শিশু-শ্রমিকদের শিক্ষা দান।

এসডিজি: অভীষ্ট-৪-এর লক্ষ্য "সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি।"

এসডিজি: অভীষ্ট-লক্ষ্যমাত্রা (১৬.৯): ২০৩০ সালের মধ্যে জন্ম নিবন্ধনসহ সকলের জন্য বৈধ পরিচয়পত্র প্রদান

আউটপুট	মূল কার্যক্রম	নির্দেশক	সময়-কাঠামো	মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত/বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সহযোগী সংস্থা
২.১ শ্রমজীবী ও দরিদ্র শিশুদের জন্য শিক্ষার সুবিধা ও সুযোগে অভিগম্যতা নিশ্চিত করা।	২.১.১ সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সকল জন্ম নিবন্ধন এবং ৫ বছরের উর্ধ্বের শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ।	জন্ম নিবন্ধন সনদপ্রাপ্ত শিশুদের শতকরা হার বৃদ্ধি।	২০২১-২০২৫	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং সিটি কর্পোরেশন	• শিক্ষা মন্ত্রণালয় • শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় • মালিক বা নিয়োগকারীদের সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, বেসরকারি সংগঠন • মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় • সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় • ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান • বিভিন্ন এনজিও এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা
	২.১.২ সরকারি ব্যবস্থাপনাধীন বিদ্যালয়গুলোর মাধ্যমে সকল পর্যায়ের শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি সহজীকরণ।	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সকল পর্যায়ে নিট ছাত্র-ভর্তির শতকরা হার ৯১.১% (বিদ্যালয় জরিপ প্রতিবেদন ২০০৭, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়) -এর চাইতে বেশি।	২০২১-২০২৫	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সিটি কর্পোরেশন এনজিও	
	২.১.৩ সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনাধীন বিদ্যালয়সহ নিয়োগকর্তাদের সহায়তায় পরিচালিত বিশেষ সান্ধ্যকালীন বিদ্যালয়গুলোর মাধ্যমে বিদ্যালয় বহির্ভূত ও শ্রমজীবী শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি সহজীকরণ। ।	বিদ্যালয়-বহির্ভূত শিশুদের নিম্নগামিতার হার: ১৪.৪%-এর নিচে-(জি-১) ১০.১%-এর নিচে-(জি-২) ১২.৭%-এর নিচে-(জি-৩) ১৪.৬%-এর নিচে-(জি-৪) ৪.৪%-এর নিচে-(জি-৫) এবং শিশুশ্রম ১১.৬% থেকে হ্রাস পেয়েছে (বিবিএস, বার্ষিক লেবার ফোর্স সার্ভে ২০০৫-০৬)।	২০২১-২০২৫	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সিটি কর্পোরেশন এনজিও	

	২.১.৪ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারের বিদ্যালয়গামী শিশুদের (শহরে বস্তি ও গ্রামীণ এলাকার) উপবৃত্তি বৃদ্ধিকরণ।	প্রাথমিক বিদ্যালয় সমাপ্তকৃত শিক্ষার্থীর শতকরা হার ৫২%-এর (বিদ্যালয় জরিপ প্রতিবেদন ২০০৭, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়) তুলনায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। সকল পর্যায়ে শিক্ষার্থী ভর্তির শতকরা হার ৯১.১% (বিদ্যালয় জরিপ প্রতিবেদন ২০০৭, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়)-এর চাইতে বেশি।	২০২১-২০২৫	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সিটি কর্পোরেশন এনজিও	
	২.১.৫ শর্তাধীন নগদ অর্থ স্থানান্তর পদ্ধতি (সিসিটি) সম্প্রসারণ/কর্মসূচি বাস্তবায়নের (শহরে বস্তি ও গ্রামীণ এলাকা) মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী শিশু-পরিবারগুলোর শিশুর ভর্তি ও তাদের অবাধ শিক্ষাগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।	শিশুশ্রম বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সংখ্যা।	২০২১-২০২৫	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সিটি কর্পোরেশন এনজিও	
২.২ শ্রমজীবী কিশোর-কিশোরী ও তাদের পিতা-মাতার জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অভিগম্যতা নিশ্চিত করা।	২.১.৬ সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের পাঠ্যসূচিতে শিশু-অধিকার ও শিশুশ্রম বিষয় সন্নিবেশকরণ এবং স্কুল-শিক্ষকদের মধ্যে টিওটি পরিচালনা।	# দক্ষতা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা।	২০২১-২০২৫	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	
	২.২.১ বিদ্যালয়-বহির্ভূত যুব এবং শ্রমজীবী কিশোর-কিশোরীদের (১৪-১৭ বছর বয়সের) জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে (কেন্দ্রভিত্তিক দক্ষতা-উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও তত্ত্বাবধানভিত্তিক শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ) অভিগম্যতা সহজীকরণ এবং সেইসঙ্গে শোভন কাজে নিযুক্তি এবং কর্মস্থল উন্নতকরণ কর্মসূচি গ্রহণ।	আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির সংখ্যা।	২০২১-২০২৫	শিক্ষা মন্ত্রণালয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, এনজিও	
	২.২.২ ক্ষুদ্র ব্যবসা বা আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুব বা পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের জিওবি'র অনুদান/ ক্ষুদ্রঋণ (স্বল্প কিংবা বিনা সুদে) প্রদান।		২০২১-২০২৫	জিওবি ব্যাংক/ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান।	

২.৩ শিশুদেরকে প্রশিক্ষণ ও সামাজিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সামাজিকভাবে ক্ষমতায়িত করা।	২.৩.১ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এনজিওদের মাধ্যমে কর্মজীবী শিশুদের 'জীবন-দক্ষতা প্রশিক্ষণ' প্রদান। ২.৩.২ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এনজিওদের ব্যবস্থাপনাধীন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে মৌলিক নিয়োগযোগ্য দক্ষতা প্রশিক্ষণ (সাক্ষাৎকার প্রদান, সিভি প্রস্তুতকরণ) প্রদান। ২.৩.৩ সুসংগঠিত ক্লাব ও নেটওয়ার্কের মাধ্যমে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের নৈতিক মূল্যবোধের পরিচর্যা।	জীবন-দক্ষতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা। নিয়োগযোগ্যতার মৌলিক দক্ষতা অর্জনে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রাপ্তের সংখ্যা। # নৈতিক মূল্যবোধের উন্নতি সাধনে ক্লাবের সংখ্যা।	২০২১-২০২৫ ২০২১-২০২৫ ২০২১-২০২৫	এনজিও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সিটি কর্পোরেশন এনজিও	প্রশিক্ষণ প্রাপ্তের সংখ্যা

৩. হস্তক্ষেপন পরিকল্পনার কৌশলগত ক্ষেত্র স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

কৌশলগত উদ্দেশ্য:

৩.ক) স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকরণ।

৩.খ) শিশু-শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিষেবার সুযোগ নিশ্চিতকরণ।

এসডিজি: অভীষ্ট-৩-এর লক্ষ্য: সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ। এই অভীষ্ট - প্রজনন, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য; সংক্রামক, অসংক্রামক ও পরিবেশগত রোগ; সর্বজনীন স্বাস্থ্য-আওতাভুক্তিসহ গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যবিষয়ক অগ্রাধিকার; এবং সকলের জন্য নিরাপদ, কার্যকর, মানসম্পন্ন ও ক্রয়সাধ্য ঔষধ ও টীকায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ।

আউটপুট	মূল কার্যক্রম	নির্দেশক	সময়-কাঠামো	মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সহযোগী সংস্থা
৩.১ শ্রমজীবী শিশু কিংবা শ্রমে নিয়োজনের ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের পরিবারগুলোর জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত।	৩.১.১ পিতামাতা এবং শিশুদের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি বিষয়ক বার্তা ও তথ্যসংকলন (information packet) তৈরি এবং এমওএইচএফডব্লিউ ও স্বাস্থ্য খাতের এনজিওগুলোর মাধ্যমে তার প্রচার।	# স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত পরিবার ও শিশুর সংখ্যা। # আয়োজিত স্বাস্থ্য-শিক্ষা কর্মসূচির সংখ্যা।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা (২০১২)। ২০২১-২০২৫	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় - প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় - শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় -স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় - অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অধঃস্তন বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায় ও শিশু বিষয়ক কার্যালয়সমূহ
৩.২ স্বাস্থ্য পরিষেবায় প্রবেশ্যতা নিশ্চিতকরণে সুযোগ সৃষ্ট।	৩.১.২ স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত ঝুঁকি হ্রাসকরণে প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত শিক্ষার ব্যবস্থা করা।	স্বাস্থ্য-কার্ড জারির সংখ্যা। স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানরত উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা।	২০২১-২০২৫ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা। ২০২১-২০২৫	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	- এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন, এবং - বিভিন্ন এনজিও এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা।

	৩.২.১ কর্মরত কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য-কার্ড প্রদানের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকর্তাদের উৎসাহ প্রদান।	শ্রমজীবী শিশুদের জন্য গৃহীত স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে অর্থায়নকারী কোম্পানির সংখ্যা।		স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	
	৩.২.২ সরকার ও এনজিও পরিচালিত কর্মসূচির মাধ্যমে শ্রমজীবী শিশুদের স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে অর্থায়নের জন্য বেসরকারি খাতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন।	# চালু ড্রপ-ইন সেন্টারের সংখ্যা।			
	৩.২.৩ তাৎক্ষণিক স্বাস্থ্য সহায়তা, সেবা-সংযোগ ও সামাজিক পরামর্শ এবং পুষ্টি সহায়তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমঘন শিল্প এলাকায় ড্রপ-ইন কেন্দ্র স্থাপন করতে নিয়োগকারীদের উৎসাহ প্রদান।				

৪. হস্তক্ষেপন পরিকল্পনার কৌশলগত ক্ষেত্র : সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ

কৌশলগত উদ্দেশ্য:

৪.ক) শিশু, পিতামাতা, ট্রেড ইউনিয়ন, নিয়োগকর্তা ও সুশীল সমাজের সদস্যদের মধ্যে শিশুশ্রম এবং নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রমের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।

৪.খ) শিশুশ্রম নিরসনে ইতিবাচক আচরণ প্রদর্শনে তাদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ।

এসডিজি: অভীষ্ট - ৮.৭ নিশ্চিত করতে চায়: জবরদস্তিমূলক শ্রমের উচ্ছেদসাধন, মানবপাচার ও আধুনিক দাসত্বের অবসান এবং শিশুসৈনিক সংগ্রহ ও ব্যবহারসহ সবচেয়ে খারাপ ধরনের শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ও নির্মূলের জন্য আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রমের অবসান ঘটানো।

আউটপুট	মূল কার্যক্রম	নির্দেশক	সময়-কাঠামো	মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সহযোগী সংস্থা
৪.১ শিশু, পিতা-মাতা, নিয়োগকর্তা, ট্রেড ইউনিয়ন, সুশীল সমাজ এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাগণ শিশুশ্রম ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রমের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে সচেতন এবং শিশুশ্রম নিরসনে প্রতি ইতিবাচক মনোভাব এবং আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শনে অনুপ্রাণিত করা।	৪.১.১ সিনেমা, টিভি, রেডিও এবং অন্যান্য গণমাধ্যমে প্রচারের জন্য শিশুশ্রম এবং ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রমের ওপর টিভি এবং রেডিও স্পট (৩-৫ মিনিট) প্রস্তুতকরণ। ৪.১.২ শিশুশ্রমের ক্ষতিকর প্রভাব এবং গ্রাম, বাজার, বাস-স্টেশন এবং বস্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রমের ওপর সামাজিক নাটক (জনপ্রিয় নাট্যমঞ্চে) মঞ্চায়ন। ৪.১.৩ চৌদ্দ (১৪) বছরের কম বয়সীদের শিশুশ্রম এবং ১৮ বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম নিরসনে কাজ করার জন্য ধর্মীয় নেতা এবং তাদের সমিতিগুলোর সঙ্গে সচেতনতামূলক সভার আয়োজন। মসজিদের ইমামদের প্রশিক্ষিতকরণ এবং মসজিদে এ-বিষয়ে প্রচারণায় তাদের উদ্বুদ্ধকরণ। ৪.১.৪ সারা দেশে বিলবোর্ড, দেয়ালচিত্র, পোস্টার ও লিফলেটের মাধ্যমে শিশুশ্রমের	শিশুশ্রম সম্পর্কিত সমস্যা সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতার শতকরা হার (জনমত মূল্যায়ন)। উপর্যুক্ত নির্দেশক উপর্যুক্ত নির্দেশক বণ্টনকৃত বিলবোর্ড, দেয়ালচিত্র, পোস্টার ও লিফলেটের সংখ্যা। ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম সম্পর্কে সচেতন	২০২১-২০২৫ ২০২১-২০২৫ ২০২১-২০২৫ ২০২১-২০২৫ ২০২১-২০২২ ২০২১-২০২৫	তথ্য মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয় সিটি কর্পোরেশন তথ্য মন্ত্রণালয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় - মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় - প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় - স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় - অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অধঃস্তন বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ - এমপ্লয়ার্স অ্যান্ড

৪.২ শিশুশ্রম প্রতিরোধ এবং তা থেকে সুরক্ষার লক্ষ্যে সমাজভিত্তিক কার্যব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও জোরদারকরণ।	ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বার্তা প্রচার। ৪.১.৫ নিয়োগকর্তা, শ্রমিকসহ শ্রমজীবী শিশু, পিতা-মাতা, অভিভাবক এবং জনসাধারণকে ঝুঁকিপূর্ণ এবং নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম মোকাবেলায় সংবেদনশীল করে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণার্থে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম সংগঠিতকরণ। ৪.১.৬ স্কুলগামী শিশুদের (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় ক্ষেত্রে) শিশু অধিকার এবং শিশুশ্রমের নেতিবাচক প্রভাব, বিশেষ করে, ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ। ৪.২.১ সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে শিশুশ্রম পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ এবং সেইসঙ্গে সমাজের সদস্য ও নিয়োগকর্তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের (ডিসিসি) অভিজ্ঞতালব্ধ উত্তম শিক্ষা এবং কমিউনিটি-বেজ্‌ড ওয়ার্কপ্লেস সার্ভিল্যান্স গ্রুপ (সিডব্লিউএসজি)-এর মডেলটির পুনরাবৃত্তিকরণ।	জনসাধারণের শতকরা হার এবং গৃহীত পদক্ষেপের সংখ্যা। ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম সম্পর্কে সচেতন ছাত্রদের শতকরা হার। শ্রমজীবী শিশুর সংখ্যা হ্রাসের শতকরা হার।	২০২১-২০২৫	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং সিটি কর্পোরেশন	ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশন; এবং - বিভিন্ন এনজিও এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা।
৪.৩ জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ এবং কমিটিগুলোর বৈঠকের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনের সকল স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি।	জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ ও কমিটির সভা অনুষ্ঠান।	সভা, কার্যবিবরণী, অগ্রগতি প্রতিবেদন।	২০২১-২০২৫	সংশ্লিষ্ট কমিটি	
৪.৪ বিশ্ব শিশুশ্রম বিরোধী দিবস পালনছে।	১২ জুন তারিখে বিশ্ব শিশুশ্রম বিরোধী দিবস উদযাপন।	কারখানা ও উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সচেতনায়ন কর্মসূচি, রোড-শো, সেমিনার, স্যুভেনির প্রকাশনা এবং সংবাদপত্রে ক্রোড়পত্র প্রকাশনা।	২০২১-২০২৫	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর	

৫. হস্তক্ষেপন পরিকল্পনার কৌশলগত ক্ষেত্র : আইন-প্রণয়ন ও প্রয়োগ

কৌশলগত উদ্দেশ্য:

৫.ক) বিদ্যমান শিশুশ্রম সংক্রান্ত আইন ও বিধি পর্যালোচনা ও পরিমার্জন।

৫.খ) শিশুশ্রম সংক্রান্ত আইন ও বিধিসমূহের কার্যকরী বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

এসডিজি ১৬ স্পষ্ট করে যে, আইনের শাসন শান্তিপূর্ণ, ন্যায্য এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে এবং ২০৩০ এজেন্ডার জন্য একটি ত্বরক (accelerator) হিসাবে মূল ভূমিকা পালন করে। সংকটাপন্ন কাঠামোতে (settings) আইনের শাসন, ন্যায়বিচারের সুযোগ মানবাধিকার, সহিংস সংঘাতের মূল কারণ প্রশমন এবং মানবাধিকার-লঙ্ঘন প্রতিরোধে অপরিহার্য।

আউটপুট	মূল কার্যক্রম	নির্দেশক	সময়-কাঠামো	মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সহযোগী সংস্থা
৫.১ শিশুশ্রম-সমস্যা সম্পর্কিত বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধান (প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে) সংশোধন। (১.২-এর বর্ণনামতে)	৫.১.১ আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা এবং নিয়োগকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে শিশুশ্রম সংক্রান্ত সমস্যার বিষয়ে বিচার বিভাগ এবং আইন-প্রয়োগ ব্যবস্থা সম্পর্কে সংবেদনশীলকরণ। ৫.১.২ শিশুশ্রম নীতির আলোকে 'বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬' সংশোধন। সংশোধিত শ্রম আইন প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে শ্রমজীবী শিশুদের সুরক্ষা প্রদান নিশ্চিতকরণ।	আদালতে মামলার সংখ্যা। সাজাপ্রাপ্ত নিয়োগকর্তা/ কর্মক্ষেত্রের সংখ্যা বিচার বিভাগ ও আইন প্রয়োগ।	২০২১-২০২৫ ২০২১-২০২৫	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় - মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ - বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ/সংসদ সচিবালয় - বাংলাদেশ আইন কমিশন

৫.২ শিশুশ্রম সংক্রান্ত আইন ও বিধি প্রয়োগকৃত।	৫.২.১ শহরে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শিশুশ্রম মোকাবেলার জন্য ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের (ডিসিসি) শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (ট্রেড লাইসেন্সিং) অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনে পুনরাবৃত্তিকরণ। ৫.২.২ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মধ্যে বৃহত্তর সহযোগিতা ও সমন্বয় গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে শিশুশ্রম সংক্রান্ত আইন ও বিধি প্রয়োগ। শিশুশ্রম সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তা গণ-অবহিতকরণের জন্য পদ্ধতি তৈরি এবং শিশুশ্রম আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে কার্যকর মামলা পরিচালনা নিশ্চিতকরণ। ৫.২.৩ শিশুদের গৃহকর্মে নিযুক্তি প্রতিরোধ, সুরক্ষা এবং নিরসনের লক্ষ্যে গৃহকর্মীদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন।	পদ্ধতি অনুসরণকারী সিটি কর্পোরেশনের সংখ্যা। নিয়োগকর্তাদের প্রতি নোটিশের সংখ্যা। আদালতে মামলার সংখ্যা। সাজাপ্রাপ্ত নিয়োগকর্তা/ কর্মক্ষেত্রের সংখ্যা	২০২১-২০২৫ ২০২১-২০২৫ ২০২১-২০২৫ ২০২১-২০২৫	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এমএলজিআরডিএন্ডসি সিটি কর্পোরেশন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সিটি কর্পোরেশন	- নিয়োগকর্তা ও শ্রমিক সংগঠন - এনজিও ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কৃষি মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয়
৫.৩ শ্রম পরিদর্শন কর্তৃপক্ষের/ অন্যান্য সরকারি কর্তৃপক্ষের মান উন্নয়ন, যারা শিশুশ্রমের মামলা তদন্ত ও অভিযোগের প্রমাণ নিশ্চিত করে (অনুরূপ কার্যক্রম শিশুশ্রম সম্পর্কিত শ্রম-পরিদর্শন প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে)	৫.৩.১ শ্রম পরিদর্শকের ৫৭৫টি পদ পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি)-এর সঙ্গে পরামর্শক্রমে ২৫৫জন শ্রম পরিদর্শক নিয়োগ।		মার্চ ২০২১-ডিসেম্বর ২০২২	কর্ম কমিশন সচিবালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	

	৫.৩.২ পরিদর্শকের ৯৪২টি নতুন পদ সৃজন এবং পদ পূরণ: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পদ সৃজন। বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক নবসৃষ্ট শ্রম পরিদর্শকের পদগুলো পূরণ।		ডিসেম্বর ২০২৩	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, কর্ম কমিশন সচিবালয়	
	৫.৩.৩ সকল (২৩) ডিআইএফই অফিসে, শিশুশ্রম-সংক্রান্ত আইনের লঙ্ঘন সনাক্ত এবং তা জ্ঞাতকরণসহ, শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থাপনা অ্যাপ্লিকেশন (LIMA)-এর পূর্ণ প্রয়োগ।		ডিসেম্বর ২০২১	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, আইএলও	
	৫.৩.৪ শ্রম পরিদর্শকদের প্রশাসনিক জরিমানা আরোপের অনুমতি প্রদান এবং এই জরিমানার আরোপযোগ্যতার বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা প্রণয়ন।	১.২ক-এর বর্ণনানুসারে		শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	
	৫.৩.৫ বুনিয়াদি/অন্যান্য প্রশিক্ষণে সকল বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ডিআইএফই পরিদর্শকের শিশুশ্রম মডিউল সহকারে সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান।		২০২১-২০২৬	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	
	৫.৩.৬ শ্রম আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ।			শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	

	৫.৩.৬.১ নবপ্রতিষ্ঠিত তিনটি শ্রম আদালতকে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করাতে পদক্ষেপ গ্রহণ:	-	-		
	৫.৩.৬.১.১ তিনটি ভিন্ন স্থানে অফিস স্থাপন।		সম্পন্নকৃত	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	
	৫.৩.৬.১.২ আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিচারক নিয়োগ।		সম্পন্নকৃত	আইন ও বিচার বিভাগ	
	৫.৩.৬.১.৩ পিএসসি কর্তৃক নিবন্ধক নিয়োগ।		ডিসেম্বর ২০২১	কর্ম কমিশন সচিবালয়	
	৫.৩.৬.১.৪ অন্যান্য দাপ্তরিক সহায়তা কর্মী নিয়োগ।		জুন ২০২২		
	৫.৩.৬.১.৫ নিয়োগকর্তা এবং শ্রমিকদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি বাছাই।		সম্পন্নকৃত	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	
	৫.৩.৬.১.৬ শ্রম আদালতের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান।		ডিসেম্বর ২০২২	শ্রম আদালত	
	৫.৩.৬.২ নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও কুমিল্লা জেলায় নতুন শ্রম আদালত এবং ফরিদপুর জেলায় একটি সার্কিট আদালত প্রতিষ্ঠা।				
	৫.৩.৬.২.১ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক পদ সৃজন।		জুন ২০২২	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	

	৫.৩.৬.২.২ নবপ্রতিষ্ঠিত শ্রম আদালতের জন্য অফিস স্থাপন।		জুন ২০২৩	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	
	৫.৩.৬.২.৩ আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নবপ্রতিষ্ঠিত শ্রম আদালতের জন্য বিচারক নিয়োগ।		ডিসেম্বর ২০২৩	আইন ও বিচার বিভাগ	
	৫.৩.৬.২.৪ কর্ম কমিশন সচিবালয় কর্তৃক নিবন্ধক এবং দাপ্তরিক সহায়তার জন্য অন্যান্য জনবল নিয়োগ।		ডিসেম্বর ২০২৩	কর্ম কমিশন সচিবালয়	
	৫.৩.৬.২.৫ নিয়োগকর্তা এবং শ্রমিকদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি বাছাই।		ডিসেম্বর ২০২৩	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	
	৫.৩.৬.২.৬ শ্রম আদালতের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান।		ডিসেম্বর ২০২৪	শ্রম আদালত	
	৫.৩.৬.৩ শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালের জন্য একজন অতিরিক্ত জজ (সদস্য) নিয়োগ।		ডিসেম্বর ২০২৩	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	
	৫.৩.৬.৩.১ শ্রম আপীল ট্রাইবুনালের জন্য অতিরিক্ত বিচারক(সদস্য)-এর একটি পদ এবং দাপ্তরিক সহায়তা কর্মীর পদ সৃজন।		ডিসেম্বর ২০২২	আইন ও বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	
	৫.৩.৬.৩.২ নবসৃজিত অতিরিক্ত বিচারক (মেম্বার)-এর জন্য কার্যালয় স্থাপন।		ডিসেম্বর ২০২৩	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	

	৫.৩.৬.৩.৩ একজন অতিরিক্ত বিচারক (সদস্য)-এর নিযুক্তি।		ডিসেম্বর ২০২৩	আইন ও বিচার বিভাগ	
	৫.৩.৬.৩.৪ দাপ্তরিক সহায়তার জন্য অন্যান্য জনবল নিয়োগ।		ডিসেম্বর ২০২৩	শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল	
	৫.৩.৬.৪ শ্রম আদালতের বিচারকদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে মামলাগুলিকে শ্রেণিবদ্ধ করতে এবং সংখ্যা হ্রাসের জন্য পাইলট প্রক্রিয়াগুলি স্থাপন।		জুলাই ২০২১-জুন ২০২২	শ্রম আদালত	
৫.৪ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত ও কৃষি খাতে শিশুশ্রমের পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ জোরদারকৃত।	৫.৪.১ শহরে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মক্ষেত্র পরিবীক্ষণের জন্য সিটি কর্পোরেশনের ট্যাক্স অফিসার এবং ট্রেড লাইসেন্স সুপারভাইজারদের সংগঠিতকরণ। ৫.৪.২ **৫.৩-এর বর্ণনানুসারে**	শ্রমজীবী শিশুর সংখ্যা হ্রাসের শতকরা হার। # সাজাপ্রাপ্ত নিয়োগকর্তা/ কর্মক্ষেত্রের সংখ্যা # সাজাপ্রাপ্ত নিয়োগকর্তা/ কর্মক্ষেত্রের সংখ্যা। ন্যূনতম ১টি অদালত।	২০২১-২০২৫ ২০২১-২০২৫	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সিটি কর্পোরেশন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম -শিশু ও কিশোর সংগঠন

৬. হস্তক্ষেপন পরিকল্পনার কৌশলগত ক্ষেত্র : কর্মসংস্থান ও শ্রমবাজার

কৌশলগত উদ্দেশ্য: আইন অনুসারে প্রশিক্ষিত এবং কর্মযোগ্য কিশোর-কিশোরীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

এসডিজি: অভীষ্ট-৮ অনুযায়ী সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উতপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন।

আউটপুট	মূল কার্যক্রম	নির্দেশক	সময়-কাঠামো	মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সহযোগী সংস্থা
৬.১ আইন অনুসারে প্রশিক্ষিত এবং কাজের জন্য যোগ্য কিশোর-কিশোরীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্ট এবং শ্রমবাজারে প্রবেশা নিশ্চিতকরণ।	৬.১.১ শোভন কর্মসংস্থান খোঁজার লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কিশোর-কিশোরীদের জন্য শ্রমবাজারের তথ্যের পর্যাপ্ততা বৃদ্ধি।	বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত যুবকদের জন্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কাজের সংখ্যা। প্রশিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা	২০২১-২০২৫ ২০২১-২০২৫	ব্যুরো অব ম্যানপাওয়ার এমপ্লয়ম্যান্ট এন্ড ট্রেইনিং (বিএমইটি), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়	-যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় -কৃষি মন্ত্রণালয় -শিল্প মন্ত্রণালয় -স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় -এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন বিজিএমইএ/বিকেএমইএ/ এফবিসিসিআই/ বিএআইআরএ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা
	৬.১.২ বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধার মানোন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে সুবিধা যোগ করার মাধ্যমে গ্রামীণ ও শহুরে দরিদ্রদের মধ্যে বৃত্তিমূলক দক্ষতা প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি।	বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত যুবকদের জন্য সৃষ্ট ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কর্মের সংখ্যা।	২০২১-২০২৫ ২০২১-২০২৫	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ)	
	৬.১.৩ ব্যবসাভিত্তিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং আইন অনুসারে কাজের যোগ্যতা অর্জনকারী কিশোর-কিশোরীদের নিরাপদ চাকরি সৃষ্টিতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বৃদ্ধিকরণ।	গ্রামীণ শিল্পে সৃষ্ট ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কাজের সংখ্যা।	২০২১-২০২৫	বিসিক (বিএসসিআইসি) শিক্ষা মন্ত্রণালয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	
	৬.১.৪ গ্রামভিত্তিক শিল্প, বিশেষ করে কৃষিভিত্তিক শিল্পের জন্য প্রশিক্ষিত কিশোর-কিশোরীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকরণ।	বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত যুবকদের জন্য সৃষ্ট ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কাজের সংখ্যা।	২০২১-২০২৫	বিসিক এনজিও এফেয়ার্স ব্যুরো মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি	

৬.২ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত কিশোর-কিশোরী বা তাদের পরিবারের কার্যকর সম্পৃক্ততার মাধ্যমে ক্ষুদ্র আয়ের উদ্যোক্তা সৃষ্টি।	৬.১.৫ আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে জড়িত এনজিওগুলোকে প্রশিক্ষিত কিশোর-কিশোরীদের ঐ সকল কাজে নিয়োজন। তারা পরিবারভিত্তিক আয়বর্ধক কার্যক্রম সংঘটনেও সহায়তা করতে পারে। ৬.২.১ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান, বিশেষায়িত সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যেমন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক), ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ), এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত কিশোর-কিশোরীদের কিংবা তাদের পরিবারগুলোকে কার্যক্রম শুরু বা তা সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য নিয়োজন।	বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষ প্রশিক্ষিত যুবকদের জন্য সৃষ্ট ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কাজের সংখ্যা।			

৭. হস্তক্ষেপন পরিকল্পনার কৌশলগত ক্ষেত্র : শিশুশ্রম প্রতিরোধ ও শ্রমে নিযুক্ত শিশুদের সুরক্ষা

কৌশলগত উদ্দেশ্য: শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের শিশুশ্রম, বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শ্রমে নিয়োজন এবং গ্রাম থেকে শহর এলাকায় শিশুদের অনিরাপদ অভিবাসন প্রতিরোধ করা।

এসডিজি: অভীষ্ট - ৮.৭ নিশ্চিত করতে চায়: জবরদস্তিমূলক শ্রমের উচ্ছেদসাধন, মানবপাচার ও আধুনিক দাসত্বের অবসান এবং শিশুসৈনিক সংগ্রহ ও ব্যবহারসহ সবচেয়ে খারাপ ধরনের শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ও নির্মূলের জন্য আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রমের অবসান ঘটানো।

আউটপুট	মূল কার্যক্রম	নির্দেশক	সময়-কাঠামো	মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সহযোগী সংস্থা
৭.১ প্রাপ্তবয়স্ক ও অতিদরিদ্র এবং কর্মজীবী শিশুদের পিতা-মাতার জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্ট।	৭.১.১ দারিদ্র্য ম্যাপিং অনুশীলনের মাধ্যমে চরম দরিদ্র পরিবার, সন্তানদের কাজে পাঠানোর কিংবা স্কুল থেকে সরিয়ে নেওয়ার ঝুঁকিতে থাকা পরিবার চিহ্নিতকরণ।	দ্রুত অংশগ্রহণমূলক গ্রামীন মূল্যায়নের (PRA) মাধ্যমে দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থানকারী শতভাগ পরিবার জরিপ করা ।	২০২১-২০২২	বিবিএস	- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় - স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
	৭.১.২ চিহ্নিত চরম দরিদ্র পরিবারগুলিকে গণ উন্নয়ন কাজে সুযোগ এবং সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী স্কিমে প্রবেশ্যতা (স্থানীয় ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, জরুরি ত্রাণ সহায়তা) প্রদান বা নিশ্চিতকরণ।	শতকরা ৭৫ ভাগ ঝুঁকিপূর্ণ পরিবার চিহ্নিত এবং সহায়তাপ্রাপ্ত (নিরাপত্তা বেষ্টনী, জীবিকা সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি)।	২০২১-২০২৫	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	- ধর্ম মন্ত্রণালয় - স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যান মন্ত্রণালয়
	৭.১.৩ সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচির একটি উপাদান হিসাবে শিশুশ্রমকে অন্তর্ভুক্তকরণ।		২০২১-২০২২	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	- নিয়োগকর্তা ও শ্রমিক সংগঠনসমূহ
৭.২ চৌদ্দ বছরের কম বয়সের শিশুদের শ্রমে নিযুক্তি প্রতিরোধ এবং বিদ্যালয়ে গমন নিশ্চিতকরণ।	৭.২.১ বিদ্যালয়, পরিবার এবং গ্রাম পর্যায়ে, বিদ্যালয় বা শিক্ষা ম্যাপিং অনুশীলনের মাধ্যমে, বিদ্যালয়গামী শিশু ও বিদ্যালয়ের বাইরের, যারা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পরার ঝুঁকিতে	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীর শতকরা হার ৫২% থেকে বৃদ্ধি (বিদ্যালয় সমীক্ষা)। উপরোল্লিখিত অনুচ্ছেদের রূপ	২০২১-২০২৫	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন স্থানীয় এনজিও এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ

	রয়েছে, শিশুদের চিহ্নিতকরণ। ৭.২.২ বিদ্যালয় থেকে ঝরে পরার "ঝুঁকি"-তে থাকা শিশুদেরকে আর্থিক অথবা অন্যান্য প্রণোদনা প্রদান যেমন: বই, স্কুলব্যাগ, ইউনিফর্ম, পরিবহন-ভাতা, পরামর্শ, ধীরগতির শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিকারমূলক কর্মসূচি, বিদ্যালয়ে নাস্তা বা দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা।				
৭.৩ চৌদ্দ থেকে আঠারো বছর বয়সী কর্মজীবী কিশোর-কিশোরীদের কিশোরেরা ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে সুরক্ষিত করা।	৭.৩.১ কর্মক্ষেত্র বা এলাকা বা খাতভিত্তিক কর্মসূচি ও প্রকল্প গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন; যা কর্মরত কিশোর-কিশোরীদের তাদের কাজের ক্ষেত্রে উদ্ভূত অধিকতর ক্ষতিসাধন (শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক) থেকে রক্ষা করতে অবদান রাখে: • শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন (শ্রম পরিদর্শক, সমাজভিত্তিক কর্মক্ষেত্র নজরদারি গ্রুপ, সিটি কর্পোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স সুপারভাইজার কর্তৃক) • কর্মক্ষেত্রের উন্নয়ন, পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন (পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য মনিটর বা পরিদর্শক, শিশুশ্রমবিষয়ক-এনজিও, ট্রেড ইউনিয়ন সদস্য, নিয়োগকর্তা, এবং সমাজভিত্তিক কর্মক্ষেত্র নজরদারি গ্রুপ কর্তৃক)। • কর্মরত কিশোর-কিশোরী এবং নিয়োগকর্তাদের মধ্যে পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যশিক্ষার উন্নয়ন।	হ্রাসপ্রাপ্ত শ্রমজীবী কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা। # সাজাপ্রাপ্ত নিয়োগকর্তা/ কর্মক্ষেত্রের হ্রাসপ্রাপ্ত সংখ্যা। # শিশু পাচার সম্পর্কে জনসচেতনতার শতকরা হার।	২০২১-২০২২	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় - শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় -স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় - সিটি কর্পোরেশন	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

	৭.৩.২ নিয়োগকর্তা, ব্যবসা পরিচালনাকারী, ট্রেড ইউনিয়ন, পিতামাতা বা অভিভাবক, সমাজের নেতৃবৃন্দ এবং সদস্যদের মধ্যে প্রাসঙ্গিক জাতীয় এবং খাতভিত্তিক নীতি, শ্রম আইন ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন, প্রবিধান, এবং প্রাসঙ্গিক সিটি কর্পোরেশনের অধ্যাদেশ ও দাপ্তরিক আদেশ সম্পর্কে জানা ও তা মেনে চলা ।				
৭.৪ পাচার ও যৌন নিপীড়ন থেকে শিশুদের সুরক্ষিত করা।	৭.৪.১ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং সুশীল সমাজের মাধ্যমে শিশুপাচার ও যৌন নিপীড়নের বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ। ৭.৪.২ শিশুপাচার ও যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে কার্যকর নজরদারি এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ। ৭.৪.৩ পাচার ও যৌন নিপীড়ন থেকে উদ্ধারকৃত শিশুদের যথাযথ পুনর্বাসন-সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ।	# আদালতে মামলার সংখ্যা। # সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদের সংখ্যা। # পাচার ও যৌন শোষণের শিকারের হ্রাসপ্রাপ্ত সংখ্যা।	২০২১-২০২২ ২০২১-২০২৫ ২০২১-২০২৫	- শিক্ষা মন্ত্রণালয় - সিটি কর্পোরেশন - জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় - স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ	

৮. হস্তক্ষেপন পরিকল্পনার কৌশলগত ক্ষেত্র সামাজিক ও পারিবারিক পুনঃএকীভূতকরণ

কৌশলগত উদ্দেশ্য: ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম থেকে প্রত্যাহারকৃত শিশুদের একটি সুস্থ্য ও অর্থপূর্ণ জীবনে নিয়ে যেতে সমাজ ও পরিবারের সঙ্গে তাদেরকে পুনঃএকীভূতকরণ।

এসডিজি: অভীষ্ট - ৮.৭ নিশ্চিত করতে চায়: জবরদস্তিমূলক শ্রমের উচ্ছেদসাধন, মানবপাচার ও আধুনিক দাসত্বের অবসান এবং শিশুসৈনিক সংগ্রহ ও ব্যবহারসহ সবচেয়ে খারাপ ধরনের শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ও নির্মূলের জন্য আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রমের অবসান ঘটানো।

আউটপুট	মূল কার্যক্রম	নির্দেশক	সময়-কাঠামো	মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সহযোগী সংস্থা
৮.১ ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম (HWFCL) থেকে প্রত্যাহারকৃত (withdrawn) শিশুদের তাদের পরিবার ও সমাজে পুনঃএকীভূত (reintigrated)।	৮.১.১ প্রত্যাহারকৃত শ্রমজীবী শিশুদের পুনর্বাসনকেন্দ্রে (যাদের পরিবার বা আত্মীয় নেই) অথবা পরিবারের কাছে পাঠানোর পূর্বে তাদের পারিবারিক পটভূমি ও নির্দিষ্ট চাহিদা নিরূপণ।	# পুনর্বাসনকেন্দ্রের জন্য চিহ্নিত শিশুর সংখ্যা।	২০২১-২০২২	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সিটি কর্পোরেশন	-শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় -স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
	৮.১.২ সমাজের নেতা ও সদস্য, সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তাদের মধ্যে, পরিবার বিচ্ছিন্ন শিশুদের সমস্যার বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি এবং উক্ত শিশুদের পরিবারের সঙ্গে পুনঃএকীভূতকরণের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান।	# শিশুশ্রম সম্বন্ধে সচেতন জনসাধারণের শতকরা হার। # পুনর্বাসিত শিশুর সংখ্যা।	২০২১-২০২২	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সিটি কর্পোরেশন	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
	৮.১.৩ পরিবার বা আত্মীয় নেই এমন প্রত্যাহারকৃত শিশুদের পুনর্বাসন করতে শিক্ষা, পরামর্শ, আইনি সহায়তা, হেল্পলাইন ও বিভিন্ন পরিষেবার সুবিধাসহ নতুন পুনর্বাসনকেন্দ্র নির্মাণ কিংবা বিদ্যমান কেন্দ্রগুলোর সংস্কারসাধন।	# শিশু শ্রমিকদের নিপীড়নের বিষয়ে হেল্পলাইনে প্রদত্ত অভিযোগের সংখ্যা।	২০২১-২০২২	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নিয়োগকর্তা ও শ্রমিক সংগঠন
	৮.১.৪ সরকার এবং এনজিও'র				

	সামাজিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে শিশুদেরকে তাদের পরিবারে পুনঃএকীভূত করতে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোর অবস্থান সনাক্তকরণ ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং পরিবারগুলিকে পুনঃএকীভূতকরণে সহায়তার লক্ষ্যে তাদেরকে নিরাপত্তা বেষ্টনী বা জীবিকাসহায়তা ও আইনি সহায়তা প্রদান।	একীভূত শিশুর সংখ্যা	২০২১-২০২২	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সিটি কর্পোরেশন	বিভিন্ন এনজিও ও আন্তর্জাতিক সংস্থা
	৮.১.৫ ‘ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে শিশুশ্রম নিরসন’-শীর্ষক সরকারি অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন।	প্রকল্প বাস্তবায়ন।	প্রকল্প-কার্যক্রম অনুসারে।	২০২১-২০২৫	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
	৮.১.৬ শিশুশ্রমসহ নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম নিরসনে, যার মধ্যে অপ্রতিষ্ঠানিক খাত রয়েছে, সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান, নিয়োগকর্তা- ও শ্রমিক-সংগঠন এবং এনজিও’র সঙ্গে পরামর্শক্রমে কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।	পরামর্শ, কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।		২০২১-২০২৬	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

৯. হস্তক্ষেপন পরিকল্পনার কৌশলগত ক্ষেত্র : গবেষণা ও প্রশিক্ষণ

কৌশলগত উদ্দেশ্য: ৯ক) যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ফলিত গবেষণার মধ্য দিয়ে এনপিএর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।
৯খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলির দক্ষতা বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদান।

এসডিজি: অভীষ্ট - ৮.৭ জবরদস্তিমূলক শ্রমের উচ্ছেদসাধন, মানবপাচার ও আধুনিক দাসত্বের অবসান এবং শিশুসৈনিক সংগ্রহ ও ব্যবহারসহ সবচেয়ে খারাপ ধরনের শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ও নির্মূলের জন্য আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রমের অবসান ঘটানো।

আউটপুট	মূল কার্যক্রম	নির্দেশক	সময়-কাঠামো	মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত/ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান	সহযোগী সংস্থা
৯.১ জাতীয় কর্মপরিকল্পনার কার্যকর বাস্তবায়নে সহায়তার লক্ষ্যে ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম সংশ্লিষ্ট তথ্য হালনাগাদকৃত।	৯.১.১ আইএলও-এর কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক একটি শিশুশ্রম জরিপ পরিচালনা।	শিশুশ্রম জরিপ পরিচালনা।	২০২১-২০২২	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সঙ্গে আইএলও'র সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর, জরিপ। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
	৯.১.২ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়/সিএলইউ-এর চাইল্ড লেবার ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (সিএলএমআইএস) এবং শিশুশ্রম ওয়েবসাইট শক্তিশালীকরণ। ৯.১.৩ গবেষকদের একটি প্যানেল তৈরির জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন গবেষণা সংস্থা (সরকারি এবং বেসরকারি উভয় প্রতিষ্ঠান থেকে) চিহ্নিতকরণ। তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ এবং গবেষণা-দক্ষতা উন্নতকরণের জন্য আবশ্যকীয় সহায়তা প্রদান। ।	বার্ষিক শিশুশ্রম প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত শিশুশ্রম প্রতিবেদনের সংখ্যা সংশ্লিষ্ট গবেষণা সংস্থার সংখ্যা।	২০২১-২০২২ ২০২১-২০২২ ২০২১-২০২৫	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো শ্রম ও কর্মসংস্থান	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা বেসরকারি সংস্থা - শ্রমিক সংগঠন আন্তর্জাতিক সংস্থা, এবং

				মন্ত্রণালয়	- আঞ্চলিক সংস্থা, যেমন: সার্ক, আসিয়ান ইত্যাদি
৯.২ শিশুশ্রম মোকাবেলার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ব্যবস্থাপনাগত ও প্রায়োগিক কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।	৯.১.৪ শিশুশ্রমের ঘটনা ও এর বিস্তার, বিশেষ করে বাংলাদেশ এবং এই অঞ্চলে ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রমের ওপর নির্দিষ্ট খাতওয়ারি সমীক্ষা, দ্রুত মূল্যায়ন এবং কর্মযোগ গবেষণা (action research) পরিচালনা।	শিশুশ্রম কর্মসূচি ও প্রকল্পের সংখ্যা।	২০২১-২০২৫	সিভিল সার্ভিসের জন্য সরকারি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউশন	
	৯.২.১ শিশুশ্রম-বিষয়ক কর্মসূচি ও প্রকল্পের রূপরেখা-প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের জন্য শিশুশ্রম সংশ্লিষ্ট মূল অংশিজনদের সক্ষমতা সৃষ্টি।	সফল শিশুশ্রম কর্মসূচি ও প্রকল্পের সংখ্যা।	২০২১-২০২৫	সিভিল সার্ভিসের জন্য সরকারি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউশন	
	৯.২.২ সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর ফলো-আপ ও মূল্যায়ন নিশ্চিতকরণ।				

১. নীতি বাস্তবায়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন				
আউটপুট	**মূল কার্যক্রম**	**ইনপুট (মূল্যস্ফীতি বার্ষিক ৫.৫% হারে সমন্বয়কৃত এবং পূর্ণসংখ্যায়)**	**বিদ্যমান কর্মসূচি**	**বাজেট[৫১] (টাকা)**
১.১ বিদ্যমান শিশুশ্রম সম্পর্কিত নীতিসমূহের অসমতা চিহ্নিত এবং নতুন নিয়ন্ত্রণ-প্রক্রিয়া বা নীতি প্রণয়ন।	১.১.১ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, এনজিও এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে কৌশলপত্র পর্যালোচনা ও খসড়া প্রণয়ন এবং ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের তালিকা হালনাগাদকরণ। ১.১.২ পর্যালোচনাক্রমে কৌশলপত্রের খসড়া প্রণয়ন এবং ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের তালিকা হালনাগাদ করতঃ প্রস্তাব তৈরিকরণ।	শিশুশ্রম, কৌশলপত্র এবং এইচসিএল-তালিকা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে একটি সাব-কমিটি গঠনের জন্য অফিস-আদেশ জারী। পরামর্শ এল/এস = ১৮,০০,০০০	শূন্য	শূন্য ১৮,০০,০০০
	১.১.৩ পর্যালোচনা কমিটির পরামর্শসমূহের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন।	• জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক পরামর্শগুলির অনুমোদন। • সংশোধিত কৌশলপত্রের প্রকাশনা।	শূন্য	শূন্য ১২,০০,০০০
১.২ শিশুশ্রম নিরসন সম্পর্কিত নীতিসমূহ বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন।	১.২.১ নীতি ও কৌশলপত্র বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতির ওপর ভিত্তি করে জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের কার্যপরিধি সাংগঠনিক কাঠামোসহ শক্তিশালীকরণ।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের সচিবালয় প্রতিষ্ঠা। কোন অতিরিক্ত খরচ নিষ্প্রয়োজন। সচিবালয় ব্যবস্থাপনা: সচিবালয়, ৫ বছর পরিচালনার জন্য, বছরপ্রতি ১৪,০০,০০০ টাকা (প্রতি বছর ৪টি সভা আয়োজনসহ)।	শূন্য	শূন্য ৭০,০০,০০০
	১.২.২ জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০, নবপ্রণীত কৌশলপত্র, শিশুশ্রম সংক্রান্ত নীতি ও বিধি-বিধানের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান।	জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক বছরে ৩/৪ বার নিয়মিতভাবে এই সভা অনুষ্ঠান। বিভাগীয় পর্যায়: ৬০,০০০/বছর	শূন্য	২১,০০,০০০ ৫,২৫,০০,০০০

[৫১] পূর্ববর্তী কৌশলপত্রের ওপর ভিত্তি করে বার্ষিক মূল্যস্ফীতি ৫% হারে সমন্বিত (ভিত্তিবছর ২০১৬-এর সঙ্গে)।

		৫ বছর x ৭ বিভাগ উপজেলা পর্যায়: ২১,০০০ x ৫ বছর x ৫০০ উপজেলা		
১.৩ কৌশলপত্রের সফল বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদার করা।	১.৩.১ জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের জন্য জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ এবং কৌশলপত্র, শ্রম আইন, প্রাসঙ্গিক জাতীয় নীতি ও আন্তর্জাতিক কনভেনশনের ওপর সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন।	প্রতিটি কমিটি কর্তৃক কমপক্ষে ১টি সেমিনার আয়োজন। জাতীয়: বিভাগীয়: (৭ বিভাগ x ১,২০,০০০) জেলা: (৬৪ জেলা x ৫০,০০০) উপজেলা: (৫০০ x ৩৫,০০০)	শূন্য	৮,৪০,০০০ **৩৮,৪০,০০০** ১,৭৫,০০,০০০
	১.৩.২ শিশুশ্রম সংক্রান্ত সমস্যাগুলির খাতভিত্তিক পরিকল্পনা, প্রকল্প ও কর্মসূচির মূলধারাভুক্তিক্রমে বাস্তবায়ন কীভাবে করা যায়, সে লক্ষ্যে জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদে প্রতিনিধিত্বকারী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা ও বাজেট সংশ্লিষ্ট কর্মকতাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।	জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদে প্রতিনিধিত্বকারী মন্ত্রণালয়গুলোর অংশগ্রহণে প্রতিটি বিভাগে ২টি করে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন। প্রশিক্ষণ ব্যয়: ৭ x ২ x ১,২০,০০০ = ১৬,৮০,০০০ রিসোর্স পার্সন: ৯,০০,০০০ প্রশিক্ষণ সামগ্রী: ৪,০০,০০০ মুদ্রণ: ৬,০০,০০০ সম্মানী (প্রশিক্ষণার্থী): ৬,০০,০০০	শূন্য	৩৫,৮০,০০০
	১.৩.৩ শিশুশ্রম সম্পর্কিত নীতি এবং হস্তক্ষেপনের ক্ষেত্রগুলো একটি সমন্বিত এবং সহযোগিতামূলক পদ্ধতিতে পরিকল্পিত ও সম্পন্ন হয়েছে কি না - তা নিশ্চিত করতে অনুঘটকের ভূমিকা পালনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর সিএলইউ'র সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং সিএলইউ-সদস্য সহকারে ১টি জাতীয় প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন। প্রশিক্ষণ ব্যয়: ১,৮০,০০০ রিসোর্স পার্সন: ১,৮০,০০০ প্রশিক্ষণ সামগ্রী: ১,৮০,০০০ সম্মানী: ১,৮০,০০০	শূন্য	৭,২০,০০০
			মোট টাকা:	**৫৫,০০,০০০**
			মোট ইউএস ডলার:	**৬৪,৭০৬.০০**

২. শিক্ষা

আউটপুট	মূল কার্যক্রম	ইনপুট (মূল্যস্ফীতি বার্ষিক ৫.৫% হারে সমন্বয়কৃত এবং পূর্ণসংখ্যায়)	বিদ্যমান কর্মসূচি	বাজেট (টাকা)
২.১ কর্মজীবী শিশু ও দরিদ্র শিশুদের জন্য সহজলভ্য শিক্ষাগত সুবিধা এবং সুযোগ নিশ্চিত।	২.১.১ সিটি কর্পোরেশন / মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন / ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে সকল জন্মনিবন্ধন এবং ৫ বছরের বেশি বয়সী শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ।	• জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ থেকে সকল সিটি কর্পোরেশন / পৌরসভা বরাবর পত্র।	• ২০১১-২০১২ সালের মধ্যে ১০০% জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি বিদ্যমান রয়েছে।	শূন্য
	২.১.২ সরকার পরিচালিত বিদ্যালয়ের সকল স্তরে শিশুদের ভর্তি নিশ্চিত করা।	• জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ থেকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট পত্র ও পরামর্শ প্রদান। • হস্তক্ষেপণের কৌশলগত বিষয়গুলো সমন্বয় করে উপজেলা কমিটি কর্তৃক সচেতনতামূলক প্রচারণা পরিচালন।	শূন্য	শূন্য
	২.১.৩ নিয়োগকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত বিশেষ সান্ধ্য বিদ্যালয়সহ সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনাধীন বিদ্যালয়সমূহে বিদ্যালয়-বহির্ভূত এবং কর্মজীবী শিশুদের ভর্তি নিশ্চিত করা।	• এই কার্যক্রম বাস্তবায়নার্থে জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ থেকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট পত্র ও পরামর্শ।		এই কার্যক্রম উপযুক্ত কোনো প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
	২.১.৪ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের সকল বিদ্যালয়গামী শিশুদের (শহরে বস্তি এবং গ্রামীন এলাকায় উভয় ক্ষেত্রেই) সরকারি উপবৃত্তি বৃদ্ধিকরণ।	জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ থেকে সরকারের নিকট বাজেট এবং উপবৃত্তি কর্মসূচির সময়সীমা ২০১৫-১৬ পর্যন্ত বৃদ্ধির সুপারিশ।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নাধীন কোনো প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।	উপযুক্ত কোনো প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

	২.১.৫ শিশুদের ভর্তি এবং নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে শ্রমজীবী শিশুদের পরিবারের (শহরে বস্তি এবং গ্রামীণ এলাকা উভয় ক্ষেত্রেই) শর্তযুক্ত অর্থ প্রদান (সিসিটি) স্কিম/কর্মসূচির বাস্তবায়ন সম্প্রসারণ।	উপজেলা কমিটি কর্তৃক পরিবীক্ষণ করা হবে এবং ২.১.৩ এবং ২.১.৪-এ বর্ণিত কার্যক্রমের সঙ্গে সংযুক্ত করা যেতে পারে।	শূন্য	শূন্য
	২.১.৬ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের টিওটি-সহ সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মৌলিক পাঠ্যক্রমে শিশু অধিকার এবং শিশুশ্রম অন্তর্ভুক্তকরণ।	• পাঁচজন পরামর্শকের একটি দল কর্তৃক শিশু অধিকার এবং শিশুশ্রম সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি মৌলিক পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণ। ৫ X ১০,০০,০০০ মুদ্রণ (পাঠ্যক্রম): নিয়মিত উন্নয়ন বাজেট (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়) • টিওটি (৭টি বিভাগ) প্রশিক্ষণ: ৭ x ৬০,০০০ = ৪,২০,০০০ রিসোর্স পার্সন: ৭ x ৬০,০০০ = ৪,২০,০০০ প্রশিক্ষণ সামগ্রী: ৭ x ৬০,০০০ =৪,২০,০০০ মুদ্রণ: ১২,০০,০০০	শূন্য	৪০,০০,০০০ ৭৪,৬০,০০০
২.২ কর্মজীবী কিশোর-কিশোরীদের এবং তাদের পিতা-মাতার জন্য বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা।	২.২.১ বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণে (কেন্দ্রভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং তত্ত্বাবধানাধীন শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ) বিদ্যালয়-বহির্ভূত যুবক এবং কর্মজীবী কিশোর-কিশোরীদের (১৪ থেকে ১৭ বছর বয়সী) অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকরণ, কর্মক্ষেত্র উন্নতকরণের কর্মসূচিসহ তাদের শোভন কর্মে নিয়োজন।	• প্রবেশ্যতা নিশ্চিতকরণে উপজেলা কমিটি কর্তৃক পরিবীক্ষণ পরিচালন।	"বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন - ৪র্থ পর্ব (জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২০)"- শীর্ষক শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প।	শুটকি মাছ ও বর্জ্য অপসারণ খাত এবং গৃহকর্মে শিশুশ্রম ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে সংশোধন। প্রকল্পটির মেয়াদ ২০২১-২০২২ পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে (ব্যয়-ব্যতিরেকে)। এসডিজি কৌশলের অংশ।
	২.২.২ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত যুবক-যুবতী বা তাদের পিতা-মাতা অথবা অভিভাবকদের আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনা কিংবা তাদের ছোট ব্যবসা শুরু করার জন্য ক্ষুদ্রঋণ (খুব স্বল্প সুদে) প্রদান।	• ৩০টি টিভেট (TVET) ইনস্টিটিউটের ১০ জন শিক্ষার্থীর পরিবারকে খুব স্বল্প সুদে/ বিনা সুদে থোক ২৫,০০০ টাকা করে প্রদান (৩০০টি পরিবার উপকৃত হবে) ৩০টি প্রতিষ্ঠান X ১০ X ৩০,০০০	শূন্য	**৯০,০০,০০০**

২.৩ প্রশিক্ষণ এবং সামাজিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে শিশুরা সামাজিকভাবে ক্ষমতায়িত করা।	২.৩.১ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিশুদের নিয়ে কাজ করা এনজিও'র মাধ্যমে শিশুদের জীবন-দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান।	• সরকার এবং এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়ে জীবন-দক্ষতা প্রশিক্ষণ শাখা স্থাপন।	এমওপিএমই কর্তৃক **'মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প'** বাস্তবায়ন (৬৪ জেলা) (০১/০২/২০১৮ – ০১/০৬/২০২২) প্রকল্পের ব্যয় ১৪২৮.৭ টাকা (মিলিয়ন)।	এই প্রকল্প বাড়ানো যেতে পারে। <u>এসডিজি বাস্তবায়নের অংশ।</u>
	২.৩.২ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এনজিও পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে প্রাথমিক নিয়োগযোগ্য দক্ষতা প্রদান (সাক্ষাৎকার প্রদান, তাদের সিভি প্রস্তুতকরণ)।	• সরকার ও এনজিও পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য অর্থায়ন ১,২০,০০,০০০ টাকা • (সরকার এবং এনজিও পরিচালিত কেন্দ্র) x **(১,০০,০০০)**	শূন্য	৬,০০,০০,০০০
	২.৩.৩ শিশু ও যুবক-যুবতীদের জন্য সংগঠিত ক্লাব ও নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা প্রদান।		মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় "শিশুর ক্ষমতায়ন ও সুরক্ষা (ইপিসি)"-শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে জীবন-দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করে, প্রতি বছর ২,৫০০ টি ক্লাবে ৬৭,৫০০ শিশুকে লক্ষ্য করে।	এ কার্যক্রম ইপিসি প্রকল্পের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
		মোট টাকা:		**১২৪,০০,০০,০০০**
		মোট ইউএস ডলার:		**১,৪৫,৮৮,২৩৫.৩**

৩. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

আউটপুট	মূল কার্যক্রম	ইনপুট (মূল্যস্ফীতি বার্ষিক ৫.৫% হারে সমন্বয়কৃত এবং পূর্ণসংখ্যায়)	বিদ্যমান কর্মসূচি	বাজেট (টাকা)
৩.১ কর্মজীবী বা শ্রমে নিয়োজনের ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের পরিবারের জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত।	৩.১.১ পিতা-মাতা এবং শিশুদের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পুষ্টিবার্তা ও তথ্য-প্যাকেট তৈরিকরণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রালয় এবং স্বাস্থ্য খাতের এনজিওগুলোর মাধ্যমে এর প্রচার করা।	• বার্তা এবং তথ্য উপকরণ উন্নয়ন • বিশেষজ্ঞ ফি: বার্তা তথ্য-সংক্ষেপ • উপকরণ মুদ্রণ: তথ্য-সংক্ষেপ বিলিপত্র উপকরণ বিজ্ঞাপন বিলবোর্ড • বিদ্যালয়, জেলা ও উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য খাতে কর্মরত এনজিও প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচারণা। • ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারণা।	এই কার্যক্রম স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রালয়ের বিদ্যমান প্রকল্পগুলির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।	শূন্য
	৩.১.২ স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত ঝুঁকি হ্রাসে প্রাথমিক স্বাস্থ্য এবং সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত শিক্ষার আয়োজন।	• স্থানীয় এনজিও এবং উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র কর্তৃক সকল উপজেলায় সচেতনতামূলক প্রচারণা। • সংশ্লিষ্ট সেক্টরে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ।	এই কার্যক্রম স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রালয়ের বিদ্যমান প্রকল্পগুলির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।	স্বাস্থ্য পাঠ্যক্রমের পরিবর্ধন: পরামর্শ • মুদ্রণ ও প্রচারণা (২,৪০,০০,০০০ বই) • ৭০,০০,০০,০০০ টাকা

	৩.১.৩ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মাধ্যমে নিয়োগকর্তাদের তাদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য বীমা প্রবর্তনে উৎসাহিতকরণ।	• কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য বীমা কোম্পানির বিদ্যমান নীতির আলোকে একটি নীতি প্রণয়ন: পরামর্শক ফি (৩ জন): ৬,০০,০০০ X ৩ = ১৮,০০,০০০ মুদ্রণ উপকরণ: ৭,০০,০০০ প্রচারণা: ৩,৫০,০০০ ক্ষতিপূরণ নীতি সম্পর্কে অবহিতকরণের জন্য নিয়োগকর্তা এবং শ্রমিক সমিতিগুলোকে সম্পৃক্ত করে বিভাগীয় পর্যায়ে সেমিনার আয়োজন: ৭ বিভাগ X ১,৮০,০০০	শূন্য	২৩,১০,০০০ টাকা
৩.২ স্বাস্থ্য পরিষেবায় প্র অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণের সুযোগ সৃষ্ট।	৩.২.১ কর্মরত কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য-কার্ড প্রদানের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করতে উদ্যোগ গ্রহণার্থে নিয়োগকর্তাদের উৎসাহ প্রদান করা	• নিয়োগকর্তাদের উৎসাহ প্রদান এবং ৩.১.৩-এ বর্ণিত সেমিনারগুলির মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা এবং স্বাস্থ্য-কার্ডের ওপর কর্মরত কিশোর-কিশোরীদের অধিকার সম্পর্কে শ্রমিকদের সচেতনতা সৃষ্টি।	শূন্য	শূন্য
	৩.২.২ সরকার ও এনজিও কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মজীবী শিশুদের স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে অর্থায়নের জন্য বেসরকারি খাতের সঙ্গে যোগাযোগ করা ।	• শিল্প-কারখানার কার্যক্রম পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে এনজিওদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন: প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা (২): ৩,০০,০০০ প্রশিক্ষণ উপকরণ: ২,০০,০০০ মুদ্রণ: ৫,০০,০০০ রিসোর্স পার্সন: ৩,০০,০০০ • এনজিও এবং সুশীল সমাজকে উৎসাহিত করা : ২০,০০,০০০	শূন্য	৪২,৯০,০০০

	৩.২.৩ তাৎক্ষণিক স্বাস্থ্য সহায়তা, সেবা-সংযোগ ও সামাজিক পরামর্শ এবং পুষ্টি সহায়তার জন্য অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমঘন শিল্প এলাকায় ড্রপ-ইন কেন্দ্র স্থাপন করতে নিয়োগকর্তাদের উৎসাহিত করা	• নিয়োগকর্তাদের সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় ড্রপ-ইন কেন্দ্র স্থাপনে উৎসাহিত করা উচিত, যা ৩.১.৩-এ উল্লেখিত সেমিনার কিংবা ৩.১.২-এ উল্লিখিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হতে পারে।	শূন্য	শূন্য
		মোট টাকা:		**৭০,৭০,০০,০০০**
		মোট ইউএস ডলার:		**৮৩,১৭,৬৪৭.০৬**

৪. সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ

আউটপুট	মূল কার্যক্রম	ইনপুট (মূল্যস্ফীতি বার্ষিক ৫.৫% হারে সমন্বয়কৃত এবং পূর্ণসংখ্যায়)	বিদ্যমান কর্মসূচি	বাজেট (টাকা)
৪.১ শিশু, পিতা-মাতা, নিয়োগকারী, শ্রমিক ইউনিয়ন, সুশীল সমাজ এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তারা শিশুশ্রম এবং ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রমের (HWFCL) ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন করা এবং শিশুশ্রম নিরসনে ইতিবাচক মনোভাব ও আচরণগত নিদর্শন প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করা।	৪.১.১ সিনেমা, টিভি, রেডিও এবং অন্যান্য গণমাধ্যমে প্রচারের জন্য শিশু শ্রম এবং ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রমের (HWFCL)-এর ওপর সংক্ষিপ্ত টিভি এবং রেডিও স্পট (৩-৫ মিনিট) প্রস্তুতকরণ।	• মিডিয়া স্পট ক্রয় (বিশেষ দিনসহ) টিভি (১০০০ মিনিট x ১০,০০০ গড়ে): ১,০০,০০,০০০ রেডিও (৩০০ মিনিট x ৩,০০০): ১২,০০,০০০ • সংবাদপত্র: ২০,০০,০০০ (থোক) • সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন এবং সংক্ষিপ্ত কর্মসূচি তৈরি: বিজ্ঞাপন: ১২,০০,০০০ (থোক) স্বল্প-দৈর্ঘ্য নাটক: ১২,০০,০০০	একটি কার্যক্রম হিসাবে সুপারিশ সহকারে এমটিবিএফ ২০২১-২০২৫-এ অন্তর্ভুক্ত এমওআই-এর মূল কার্যক্রম -৪ শুরু করা।	১,৫৬,০০,০০০
	৪.১.২ শিশুশ্রমের ক্ষতিকর প্রভাব এবং গ্রাম, বাজার, বাস স্টেশন এবং বস্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রমের (HWFCL)-এর ওপর সামাজিক নাটক (জনপ্রিয় নাট্যশালায়) মঞ্চায়ন।	• উপজেলা পর্যায়ে, স্কুল, কলেজে মঞ্চনাটক নাট্যলিপি: ৬.০০.০০০ কুশীলবদের প্রশিক্ষণ ও সম্মানী (পুরুষ/মহিলা): ৩০,০০,০০০ মঞ্চায়ন (৫০০ উপজেলা x ১২,০০০): ৬০,০০,০০০	শূন্য	১,০১,০০,০০০
	৪.১.৩ চৌদ্দ (১৪) বছরের কম বয়সীদের শিশুশ্রম এবং ১৮ বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম নিরসনে	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ধর্মীয় নেতাদের প্রশিক্ষণ (বিভাগীয়):	শূন্য	২৮,১৫,০০০

	কাজ করার জন্য ধর্মীয় নেতা এবং তাদের সংগঠনসমূহের সঙ্গে সচেতনতামূলক সভার আয়োজন। মসজিদের ইমামদের প্রশিক্ষিত করা এবং মসজিদে এ-বিষয়ে প্রচারণায় তাদের উদ্বুদ্ধ করা।	প্রশিক্ষণ আয়োজন: (৭ x ৯৫,০০০) ৬,৬৫,০০০ উপকরণ: ৩,০০,০০০ মুদ্রণ: ৫,০০,০০০ রিসোর্স পার্সন: ৫,০০,০০০ সম্মানী (অংশগ্রহণকারী): ৫,০০,০০০		
	৪.১.৪ সারা দেশে বিলবোর্ড, দেয়ালচিত্র, পোস্টার ও লিফলেটের মাধ্যমে শিশুশ্রমের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বার্তা প্রচার।	• বার্তা তৈরিকরণ (প্রচারসহ): বিলবোর্ড (৪/জেলা, মাঝারি) (৬৪ জেলা x ৭,০০,০০০): ৪,৪৮,০০,০০০ দেয়ালচিত্র: (আবাসিক, শিল্প এলাকাস্থ বিদ্যালয়): ২০,০০,০০০ পোস্টার: (আবাসিক, শিল্প এলাকার বিদ্যালয়): ১৫,০০,০০০ লিফলেট (আবাসিক এলাকাস্থ বিদ্যালয়): ১০,০০,০০০	শূন্য	৫,০২,০০,০০০
	৪.১.৫ নিয়োগকর্তা, শ্রমিকসহ শ্রমজীবী শিশু, পিতা-মাতা, অভিভাবক এবং জনসাধারণকে ঝুঁকিপূর্ণ খাত সম্পর্কে সংবেদনশীল করতে এবং সেই খাতগুলিতে বিদ্যমান ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম মোকাবেলায় পদক্ষেপ গ্রহণার্থে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম সংগঠিত করা।	• এনজিও, সুশীল সমাজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের মাধ্যমে বিভাগভিত্তিক সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম: ৭ x ৭,০০,০০০	শূন্য	৪৯,০০,০০০
	৪.১.৬ স্কুলগামী শিশুদের (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় ক্ষেত্রে) শিশু অধিকার এবং শিশুশ্রমের নেতিবাচক প্রভাব, বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম সম্পর্কে অবহিত করা।	• ২.১.৪, ২.১.৫, ২.১.৬, এবং ২.২.৩-এর কার্যক্রমের সঙ্গে সংযুক্ত।	শূন্য	শূন্য

৪.২ শিশুশ্রম প্রতিরোধে জনসমাজভিত্তিক কর্মপদ্ধতি প্রবর্তন এবং সুসংহত করা।	৪.২.১ সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে শিশুশ্রম পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ এবং সেইসঙ্গে সমাজের সদস্য ও নিয়োগকর্তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের (ডিসিসি) অভিজ্ঞতালব্ধ উত্তম শিক্ষা এবং কমিউনিটি-বেজ্‌ড ওয়ার্কপ্লেস সার্ভিল্যান্স গ্রুপ (সিডব্লিউএসজি)-এর মডেলটির পুনরাবৃত্তিকরণ।	• শিক্ষা-উপকরণ তৈরি এবং সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে শিশুশ্রম পরিস্থিতি পরিবীক্ষণের জন্য ডিসিসি-এর অভিজ্ঞতালব্ধ উত্তম শিক্ষা এবং সিডব্লিউএসজি-এর মডেল-এর ওপর সকল সিটি কর্পোরেশনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন। উপকরণ তৈরি: ৫,০০,০০০ মুদ্রণ: ৫,০০,০০০ প্রশিক্ষণ: ৩,০০,০০০ রিসোর্স পার্সন: ৫,০০,০০০ অংশগ্রহণকারীদের সম্মানী: ৪,০০,০০০	শূন্য	২২,০০,০০০
		মোট টাকা:		**৮,১৩,৩৫০০০**
		মোট ইউএস ডলার:		**৯,৫৬,৮৮২.৪**

৫. আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ

আউটপুট	মূল কার্যক্রম	ইনপুট (মূল্যস্ফীতি বার্ষিক ৫.৫% হারে সমন্বয়কৃত এবং পূর্ণসংখ্যায়)	বিদ্যমান কর্মসূচি	বাজেট (টাকা)
৫.১ শিশুশ্রম সমস্যা সম্পর্কিত বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধান (প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে) সংশোধন করা।	৫.১.১ আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা এবং নিয়োগকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে শিশুশ্রম সংক্রান্ত বিষয়ে বিচার বিভাগ এবং আইন প্রয়োগ ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা।	পুলিশ একাডেমিতে প্রশিক্ষণ আয়োজন। উপকরণ: ৬,০০,০০০ মুদ্রণ: ১২,০০,০০০ রিসোর্স পার্সন: ১২,০০,০০০ প্রশিক্ষণ সুবিধা: ১২,০০,০০০	শূন্য	৪২,০০,০০০
	৫.১.২ শিশুশ্রম নীতির আলোকে "বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬" সংশোধন। সংশোধিত শ্রম আইনের দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে শ্রমজীবী শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ।	এ কার্যক্রমকে কার্যক্রম ১.১.২-এর সঙ্গে একত্র করা যেতে পারে।	শূন্য	শূন্য
৫.২ শিশুশ্রম-বিষয়ক আইন ও বিধি-বিধান প্রয়োগ করা।	৫.২.১ শহরে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শিশুশ্রম মোকাবেলার জন্য ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের (ডিসিসি) শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (ট্রেড লাইসেন্সিং) অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনে অনুসরণ।	কার্যক্রম ৪.২.১-এর সঙ্গে এ কার্যক্রমকে একীভূত করা যেতে পারে।	শূন্য	শূন্য
	৫.২.২ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে বৃহত্তর সহযোগিতা ও সমন্বয় গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে শিশুশ্রম সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধান কার্যকরকরণ, শিশুশ্রম আইন লঙ্ঘনের জন্য গণ-অবহিতকরণ ব্যবস্থা সৃজন এবং শিশুশ্রম আইন লঙ্ঘনকারীদের জন্য কার্যকর বিচার নিশ্চিত করা।	এ কার্যক্রমকে কার্যক্রম ৫.১.১-এর সঙ্গে একীভূত করা যেতে পারে। সকল জেলায় গণঅবহিতকরণ কেন্দ্র স্থাপন: ৬৪ x ৪২,০০০ x ৫বছর	শূন্য	১,৩৪,৪০,০০০

	৫.২.৩ শিশু গৃহকর্মীদের প্রতিরোধ, সুরক্ষা এবং নিরসনের লক্ষ্যে গৃহকর্মীদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন।	পরামর্শক (৩ জন):৩ X ৩,০০,০০০ = ৯,০০,০০০ মুদ্রণ (২৫,০০০ কপি): ৫০,০০,০০০	শূন্য	**০০,৭৫০,০০০ ??** ৫৯,০০,০০০
৫.৩ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত ও কৃষি খাতে শিশুশ্রম-বিষয়ক পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম দৃঢ়ীকরণ।	৫.৩.১ শহরে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কর্মক্ষেত্রে নজরদারি করার জন্য সিটি কর্পোরেশনের ট্যাক্স অফিসার এবং ট্রেড লাইসেন্স সুপারভাইজার কর্তৃক সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ।	এ কার্যক্রমকে কার্যক্রম ৪.২.১-এর সঙ্গে একত্র করা যেতে পারে।	শূন্য	শূন্য
	৫.৩.২ কৃষি খাতসহ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শিশু শ্রম পরিবীক্ষনসহ শ্রম পরিদর্শন জোরদার করণের জন্য শ্রম পরিদর্শকের সক্ষমতা ও সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ।	• শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি। • পরিদর্শকদের প্রশিক্ষণ। • সরঞ্জাম ও উপযোগী দ্রব্যাদি ক্রয় (কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর)।	প্রস্তাবিত ৫.৩.৫ (১) কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর মিড টার্ম বাজেটারী ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় "কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে আধুনিকীকরণ এবং শক্তিশালীকরণ"-শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদন।	শূন্য ২৪,০০,০০০ ১,০০,০০,০০০
	৫.৩.৩ শ্রম আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধিকরন।	এ কার্যক্রমকে কার্যক্রম ৫.৩.২-এর সঙ্গে একত্র করা যেতে পারে।		শূন্য
		মোট টাকা:		**৩,৪৭,৪০,০০০**
		মোট ইউএস ডলার:		**৪,০৮,৭০৬**

৬. কর্মসংস্থান ও শ্রমবাজার

আউটপুট	মূল কার্যক্রম	ইনপুট (মূল্যস্ফীতি বার্ষিক ৫.৫% হারে সমন্বয়কৃত এবং পূর্ণসংখ্যায়)	বিদ্যমান কর্মসূচি	বাজেট (টাকা)
৬.১ আইনানুগভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন প্রশিক্ষিত কিশোর-কিশোরীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং শ্রমবাজারে প্রবেশ্যতা নিশ্চিত করা।	৬.১.১ শোভন কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত কিশোর-কিশোরীদের জন্য শ্রমবাজারে তথ্যের প্রবেশ্যতা বৃদ্ধিকরণ।	• শ্রমবাজারের তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সচেতনতা (বিভাগীয়): ৩৫,০০,০০০ • তথ্য সরবরাহের জন্য ইন্টারনেট (ওয়েবসাইট)-ভিত্তিক কম্পিউটার সফ্টওয়্যার তৈরি: ৫,০০,০০০ • সফটওয়ার ব্যবস্থাপনা (শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়): ২৪,০০,০০০ • কিশোর-কিশোরীদের জন্য তথ্য সফ্টওয়্যারে প্রবেশ্যতার ক্ষেত্র তৈরি করতে পোস্টারিং, সাইনবোর্ড এবং লিফলেটের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি। ২৪,০০,০০০	শূন্য	৯৪,৮০,০০০
	৬.১.২ বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধাগুলিকে হালনাগাদ এবং প্রয়োজন মাফিক নতুন সুবিধা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে গ্রামীণ ও শহুরে দরিদ্রদের মধ্যে বৃত্তিমূলক দক্ষতা প্রশিক্ষণে প্রবেশ্যতা বৃদ্ধিকরণ।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে তা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।	৫.১.৫ টেকনিক্যাল (১)-এ অন্তর্ভুক্তকরণ, এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এমটিবিএফ -এ ৫.২.৫ "বাংলাদেশে টিভিইটি সংস্কার" এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এমটিবিএফ -এ কার্যক্রম ৫.১.৫ (১) অন্তর্ভুক্তকরণ।	শূন্য

	৬.১.৩ ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং আইনি বিধান অনুযায়ী কাজের যোগ্যতা অর্জনকারী কিশোর-কিশোরীদের জন্য ঝুঁকিমুক্ত কর্মসৃজনে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের উন্নয়ন।	এনজিও, নিয়োগকর্তা ও শ্রমিক সমিতি এবং সুশীল সমাজ সংগঠনের মাধ্যমে সকল বিভাগে সচেতনতামূলক প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ।	শূন্য	৫০,০০,০০০
	৬.১.৪ গ্রামীণ শিল্প, বিশেষ করে কৃষিভিত্তিক শিল্পের জন্য প্রশিক্ষিত কিশোর-কিশোরীদের কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ।	গ্রামীণ শিল্পে (উপজেলা) দরিদ্র কিশোর-কিশোরীদের নিযুক্তির জন্য নিয়োগকর্তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি। ৫০০X ৫০,০০০	শূন্য	৩,০০,০০,০০০
	৬.১.৫ এনজিও'র মাধ্যমে প্রশিক্ষিত কিশোর-কিশোরীদের আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে নিয়োগ করা যেতে পারে। তারা পারিবারিক আয় বর্ধনকারী কর্মকাণ্ডও পরিচালনা করতে পারবে।	কর্মজীবী শিশুদের দরিদ্র পরিবারগুলিকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনজিও এবং আর্থিক সংস্থাগুলোকে থোক অর্থ প্রদান (অন্তত ১,৫০০ পরিবার উপকৃত হবে)।	শূন্য	৫,০০,০০,০০০
৬.২ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত কিশোর-কিশোরী বা তাদের পরিবারের কার্যকর সম্পৃক্তির মধ্য দিয়ে আয়বর্ধক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্ট।	৬.২.১ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান, বিশেষায়িত সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যেমন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক), ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ) এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত কিশোর-কিশোরী বা তাদের পরিবারকে পরিবারভিত্তিক আয়বর্ধক কার্যক্রম শুরু বা সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে নিয়োজন।	গ্রামীণ এলাকায় পরিবারভিত্তিক আয়বর্ধক কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান। (অন্তত ৩,০০০ পরিবার উপকৃত হবে)	শূন্য	১০,০০,০০,০০০
		মোট টাকা:		২১,৯৪,৮০,০০০
		মোট ইউএস ডলার:		২৫,৮২,১২০

৭. শিশুশ্রম প্রতিরোধ এবং শ্রমে নিযুক্ত শিশুদের নিরাপত্তা

আউটপুট	মূল কার্যক্রম	ইনপুট (মূল্যস্ফীতি বার্ষিক ৫.৫% হারে সমন্বয়কৃত এবং পূর্ণসংখ্যায়)	বিদ্যমান কর্মসূচি	বাজেট (টাকা)
৭.১ প্রাপ্তবয়স্ক এবং অতিদরিদ্র ও কর্মজীবী শিশুদের পিতা-মাতার জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্ট।	৭.১.১ দারিদ্র্য ম্যাপিং এর মাধ্যমে সন্তানদের কর্মক্ষেত্রে পাঠানো কিংবা বিদ্যালয় থেকে সরিয়ে নেওয়ার ঝুঁকিতে থাকা চরম দরিদ্র পরিবারগুলোকে চিহ্নিতকরণ।	৭.১.২ + ৭.২.১ + ৮.১.১-সহ সমগ্র দেশে দারিদ্র্য ম্যাপিং অনুশীলন পরিচালনা।	শূন্য	২,৩০,০০,০০০
	৭.১.২ চিহ্নিত চরম দরিদ্র পরিবারগুলির জন্য পূর্তকাজের সুযোগ এবং তাদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচি (স্থানীয় ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ এবং কাজের জন্য খাদ্য) প্রদান কিংবা নিশ্চিতকরণ।	শূন্য	জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক দারিদ্র্য ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে চিহ্নিত এই পরিবারগুলিকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে সরকারকে পরামর্শ প্রদান।	শূন্য
	৭.১.৩ শিশুশ্রমকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির একটি উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরণ।	শূন্য	শিশুশ্রমকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির একটি উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক সরকারকে পরামর্শ প্রদান।	শূন্য

৭.২ চৌদ্দ বছরের কম বয়সের শিশুদের শ্রমে নিযুক্তি প্রতিরোধ ও বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা।	৭.২.১ বিদ্যালয়, পরিবার এবং গ্রাম পর্যায়ে শিক্ষা ম্যাপিং অনুশীলনের মাধ্যমে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার ঝুঁকিতে থাকা বিদ্যালয়গামী ও বিদ্যালয়-বহির্ভূত শিশুদের চিহ্নিতকরণ।	৭.১.১-এর সঙ্গে সংযুক্ত।	শূন্য	শূন্য
	৭.২.২ "ঝুঁকিতে" থাকা বিদ্যালয়গামী শিশুদের আর্থিক অথবা বস্তুগত প্রণোদনা প্রদান যেমন বই-পুস্তক, স্কুল-ব্যাগ, পোশাক, পরিবহণ-ভাতা, পরামর্শ এবং পিছিয়ে পরা শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময় কর্মসূচি, বিদ্যালয়ে নাস্তা বা দুপুরের খবাবার প্রদান।	• ম্যাপিং অনুশীলনের মাধ্যমে 'ঝুঁকিতে থাকা' শিশুদের চিহ্নিতকরণ এবং প্রতি মাসে ৬০০ টাকা করে প্রদান (মোট ৪,৫০,০০০ শিশু) ১ম বছর: ৫০,০০০ শিশু x ৬০০ টাকা/মাস x ১২ মাস = ৩৬,০০,০০,০০০ টাকা। ২য় বছর : (৫০,০০০+১,০০,০০০) শিশু x ৬০০ টাকা/মাস x ১২ মাস = ১০৮,০০,০০,০০০ টাকা ৩য় বছর : (১,০০,০০০+১,০০,০০০) শিশু x ৬০০ টাকা/মাস x ১২ মাস = ১৪৪,০০,০০,০০০ টাকা ৪র্থ বছর : (১,০০,০০০+১,০০,০০০) শিশু x ৬০০ টাকা/মাস x ১২ মাস = ১৪৪,০০,০০,০০০ টাকা ৫ম বছর : (১,০০,০০০+১,০০,০০০) শিশু x ৫০০ টাকা/মাস x ১২ মাস = ১৪০,০০,০০,০০০ টাকা	শূন্য	৬০৫,৩৩,০০,০০০
৭.৩ চৌদ্দ থেকে আঠারো বছরের কম বয়সের কর্মজীবী কিশোর-কিশোরীদের ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে সুরক্ষিত রাখা।	৭.৩.১ কর্মক্ষেত্র বা এলাকা বা সেক্টর-ভিত্তিক কর্মসূচি ও প্রকল্প গ্রহণ, পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন যা কর্মরত কিশোর-কিশোরীদের তাদের কাজ থেকে সৃষ্ট অধিকতর ক্ষতি (শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং নৈতিক) থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে অবদান রাখবে যথা:	• কার্যক্রম ৩.১.৩ এবং কার্যক্রম ৫.৩.২-এর সঙ্গে সংযুক্ত এবং একত্রিত। • কর্মক্ষেত্রে কিশোর-কিশোরী কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নিয়োগকর্তাদের বাধ্য করা।	শূন্য	শূন্য

	• শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ এবং পরিদর্শন (শ্রম পরিদর্শক, সমাজভিত্তিক কর্মক্ষেত্র নজরদারি গ্রুপ, সিটি কর্পোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স সুপারভাইজার প্রমুখ কর্তৃক)। • কর্মক্ষেত্রে উন্নতি পরিবীক্ষণ এবং পরিদর্শন (পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য মনিটর বা পরিদর্শক, শিশুশ্রমিক অংশিজন,এনজিও, ট্রেড ইউনিয়ন সদস্য, নিয়োগকর্তা- এবং সমাজ-ভিত্তিক কর্মক্ষেত্র নজরদারি গ্রুপ, প্রভৃতি)। • কর্মরত কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান			
	৭.৩.২ নিয়োগকর্তা, ব্যবসা পরিচালক, ট্রেড ইউনিয়ন, পিতামাতা এবং সমাজের নেতৃবৃন্দ ও সদস্যগণ কর্তৃক প্রাসঙ্গিক জাতীয় এবং খাতভিত্তিক নীতি, শ্রম আইন এবং আন্তর্জাতিক কনভেনশন, প্রবিধান এবং সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের অধ্যাদেশ ও অফিস আদেশ ইত্যাদি বুঝা এবং মেনে চলা।	• অংশীজনদের মধ্যে সচেতনতা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ। • মুদ্রণ উপকরণ। • নিয়োগকর্তা, শ্রমিক এবং সমাজে প্রচার-প্রচারণা।	শূন্য	১,২০,০০,০০০
৭.৪ পাচার এবং যৌন নিপীড়ন থেকে শিশুদের সুরক্ষিত রাখা।	৭.৪.১ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম এবং সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে শিশু পাচার ও যৌন নিপীড়ন বিষয়ে গণসচেতনতা গড়ে তোলা।	• সকল গণমাধ্যম ও সামাজিক সংগঠন সংশ্লিষ্ট করে অন্যূন ১০টি সচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজন।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এমটিবিএফ-এ প্রস্তাবিত কার্যক্রম ৫.৩.২ (২) শুরু এবং এই কার্যক্রমটিকে অন্তর্ভুক্তকরণ।	৩০,০০,০০০

	৭.৪.২ পাচার ও যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে কার্যকর নজরদারি নিশ্চিতকরণ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনের প্রয়োগ।	• ৭.৩.১-এর সঙ্গে সংযুক্ত।	শূন্য	শূন্য
	৭.৪.৩ পাচার ও যৌন নিপীড়ন থেকে উদ্ধারকৃত শিশুদের যথাযথ পুনর্বাসনসেবা প্রদান।	• ৬৪টি জেলার সবক'টিতে পুনর্বাসনকেন্দ্র স্থাপন (প্রতি বছর কমপক্ষে ২০০০ শিশু)।	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এমটিবিএফ-এ অনুমোদিত প্রকল্প ৫.১.৫(১), (৩), (৪) এবং (৭) অন্তর্ভুক্তকরণ।	শূন্য
		মোট টাকা:		**৬০৬,৮৮,০,০,০০০**
		মোট ইউএস ডলার:		**৭,১৩,৯৭,৬৪৭.১**

৮. সামাজিক ও পারিবারিক পুনঃএকীভূতকরণ

আউটপুট	মূল কার্যক্রম	ইনপুট (মূল্যস্ফীতি বার্ষিক ৫.৫% হারে সমন্বয়কৃত এবং পূর্ণসংখ্যায়)	বিদ্যমান কর্মসূচি	বাজেট (টাকা)
৮.১ ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম থেকে প্রত্যাহারকৃত শিশুদের তাদের পরিবার ও সমাজে পুনঃ একীভূত করা।	৮.১.১ প্রত্যাহারকৃত শ্রমজীবী শিশুদের (যাদের পরিবার বা আত্মীয় নেই) পুনর্বাসন কেন্দ্রে অথবা পরিবারের কাছে পাঠানোর পূর্বে তাদের পারিবারিক পটভূমি ও নির্দিষ্ট চাহিদা নিরূপণ।	৭.১.১-এর সঙ্গে সংযুক্ত ও একীভূত করা।	শূন্য	শূন্য
	৮.১.২ সমাজের নেতৃবৃন্দ ও সদস্য, সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন পরিবারের শিশুদের সমস্যার বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি এবং উক্ত শিশুদের পরিবারের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের (জেলা ভিত্তিক) সঙ্গে কিছু সংখ্যক পরামর্শ কর্মশালা পরিচালনা। ৬৪ X ৮০,০০০ টাকা X ২ কর্মশালা।	শূন্য	১,২৮,০০,০০০
	৮.১.৩ পরিবার বা আত্মীয় নেই এমন সব প্রত্যাহারকৃত শিশুদের পুনর্বাসন সমন্বিত করতে শিক্ষা, পরামর্শ, আইনি সহায়তা, হেল্পলাইন ও বিভিন্ন পরিষেবার সুবিধাসহ নতুন পুনর্বাসনকেন্দ্র নির্মাণ কিংবা বিদ্যমান কেন্দ্রগুলোর সংস্কার করা।	৭.৪.৩-এর সঙ্গে সংযুক্ত ও একীভূত।	শূন্য	
	৮.১.৪ সরকার এবং এনজিও'র সামাজিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে শিশুদেরকে তাদের পরিবারে পুনর্বাসিত করতে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোর অবস্থান সনাক্তকরণ ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং পরিবারগুলিকে পুনঃএকীভূতকরণে সহায়তার লক্ষ্যে তাদেরকে নিরাপত্তা বেষ্টনী বা জীবিকাসহায়তা ও আইনি সহায়তা প্রদান।	৭.১.১ ও ৭.১.২-এর সঙ্গে সংযুক্ত ও একীভূত।	শূন্য	

৯. গবেষণা ও প্রশিক্ষণ

আউটপুট	মূল কার্যক্রম	ইনপুট (মূল্যস্ফীতি বার্ষিক ৫.৫% হারে সমন্বয়কৃত এবং পূর্ণসংখ্যায়)	বিদ্যমান কর্মসূচি	বাজেট (টাকা)
৯.১ জাতীয় কর্মপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম সংশ্লিষ্ট তথ্য হালনাগাদ করা কৃত।	৯.১.১ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়/সিএলইউ-এর চাইল্ড লেবার ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (সিএলএমআইএস) এবং শিশুশ্রম ওয়েবসাইটকে শক্তিশালী করা ।	• লেবার ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম শক্তিশালী করা। • ওয়েবসাইটের লিংক ৬.১.১-এর সঙ্গে একত্রীকরণ।	শূন্য	২০,০০,০০০ শূন্য
	৯.১.২ গবেষকদের একটি প্যানেল তৈরি করতে যোগ্যতাসম্পন্ন গবেষণা সংস্থা (সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রতিষ্ঠান থেকে) চিহ্নিতকরণ। তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ এবং গবেষণা-দক্ষতা উন্নতকরণের জন্য আবশ্যকীয় সহায়তা প্রদান।	• উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ/ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্ভাবনাপূর্ণ গবেষণা সংস্থা বাছাই করা। • বাছাইকৃত সংস্থাগুলোর সক্ষমতা উন্নয়ন (৫-১০টি সংস্থা)।	শূন্য	শূন্য ২,০০,০০,০০০
	৯.১.৩ শিশুশ্রমের ঘটনা ও ব্যাপকতা, বিশেষ করে বাংলাদেশ এবং এই অঞ্চলে ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রমের ওপর নির্দিষ্ট খাতওয়ারি সমীক্ষা, দ্রুত মূল্যায়ন এবং কর্মসহায়ক গবেষণা (action research) পরিচালনা করা।	বিভিন্ন সমীক্ষা, মূল্যায়ন এবং গবেষণার জন্য থোক বরাদ্দের ব্যবস্থা করা।	শূন্য	১২,০০,০০,০০০

৯.২ শিশুশ্রম মোকাবেলার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অংশিজনদের ব্যবস্থাপনা ও প্রায়োগিক কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	৯.২.১ শিশুশ্রম-বিষয়ক কর্মসূচি ও প্রকল্পের রূপরেখা-প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের জন্য শিশুশ্রম সংশ্লিষ্ট মূল অংশিজনদের সক্ষমতা সৃষ্টি।	৯.১.২-এর সঙ্গে সংযুক্ত এবং একীভূত করা হয়েছে।	শূন্য	শূন্য
	৯.২.২ সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলো-আপ ও মূল্যায়ন নিশ্চিতকরণ।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এনসিএলডব্লিউ কর্তৃক নিশ্চিতকরণ।		শূন্য
		মোট টাকা:		**১৪,৬৪,০০,০০০**
		মোট ইউএস ডলার:		**১৭,২২,৩৫৩৩**

পরিবীক্ষণ পদ্ধতির কার্যক্রম ও বাজেট

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

মূল কার্যক্রম	ইনপুট	বিদ্যমান কর্মসূচি	বাজেট (মূল্যস্ফীতি বার্ষিক ৫.৫% হারে সমন্বয়কৃত এবং পূর্ণসংখ্যায়)
জাতীয় থেকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সচিবালয়ের ব্যবস্থাপনা।	এ কার্যক্রমকে ১.২.২-এর সঙ্গে একীভূত করা যেতে পারে।	**শূন্য**	**শূন্য**
শিশুশ্রমের জরিপ/অনুমিতি পরিচালনা করা (বিভাগীয় পর্যায়)।	প্রতি বিভাগে দু'বার। ৬,০০,০০০ x ২ x ৭	শূন্য	৪০,০০,০০০
শিশুশ্রম নিরসনের সমস্যা ও প্রক্রিয়া অনুধাবনের জন্য সরকারি কর্মকর্তা, এনজিও সদস্য এবং সমাজের স্থানীয় নেতৃবৃন্দের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা।	১.৩,১, ১.৩.২ ও ১.৩.৩-এর সঙ্গে একীভূত করা যেতে পারে।	শূন্য	শূন্য
অনলাইন/ইলেক্ট্রনিক/ইমেল সংযোগ স্থাপনক্রমে কমিটিগুলোর মধ্যে সংযোগসাধন; পর্যায়ক্রমিক অবহিতকরণ (reporting) পদ্ধতির উন্নয়ন, এনসিএলডব্লিউসি-তে জমা প্রদানের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন।	• সার্ভার উন্নয়ন। • ওয়েবসাইটে সংযোগ তৈরিকরণ।	শূন্য	১২,০০,০০০
একটি শিশুশ্রম অনুক্রমণ পদ্ধতি সৃজন।	• অনুক্রমণ পদ্ধতির জন্য সফট্‌ওয়্যার তৈরি করা। • ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করা।	শূন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় চাইল্ড লেবার ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করেছে। এই সিস্টেমে অনুক্রমণ পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।	১২,০০,০০০

সকল উপজেলা যৌথ পরিদর্শন দল গঠন।	• পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ পরিচালনার্থে ৫০০টি উপজেলার জন্য ৩ সদস্যের দল গঠন। • প্রতি সদস্যকে প্রতি মাসে ৬০০ টাকা প্রদান।	শূন্য	৫,৪০,০০,০০০
লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা/শক্তিশালীকরণ (বিভাগীয়)।	প্রতিটি বিভাগের জন্য ১টি লাইব্রেরি।	শূন্য	৯,০০,০০,০০০
	মোট টাকা:		১৫,৪৮,০০,০০০
	মোট ইউএস ডলার:		১৮,২১,১৭৬.৪৭

কোভিড-১৯ অতিমারীকালীন ও পরবর্তী কার্যক্রম নির্দেশিকা

শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০২৫)
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

কোভিড-১৯ ও শিশুশ্রম: প্রাসঙ্গিকতা

বৈশ্বিক অতিমারী কোভিড-১৯ স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের পাশাপাশি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে গেছে। আইএমএফ-এর ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক (ডব্লিউইও) রিপোর্টে, ২০২০ সালের জন্য ১.৭ শতাংশ পয়েন্ট এবং ২০২১ সালের জন্য ০.২ শতাংশ পয়েন্টে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে। আইএমএফ-এর পূর্ব-প্রক্ষেপণ ছিল যে, ২০২০ সালে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৩.৩% এবং ২০২১ সালে ৩.৪% হবে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্থরতা বাংলাদেশের মতো অভিবাসী বা অভিবাসনপ্রবণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক প্রভাব বয়ে আনে। "সাউথ এশিয়া ইকোনমিক ফোকাস"-শীর্ষক বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদন বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য আশঙ্কাজনক একটি ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছে। এ প্রতিবেদন অনুসারে, চলতি অর্থ-বছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উতপাদনের প্রবৃদ্ধি ৮.১৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে মাত্র ২-৩ শতাংশে নেমে আসবে। সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম) মতানুসারে, বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার অতিমারী-পূর্ব দারিদ্র্য হারের তুলনায় দ্বিগুণ বেড়ে গিয়ে ৪০.৯%-এ দাঁড়াতে পারে। এর অর্থ হবে, আরও বেশি পরিবার দারিদ্র্য পতিত হবে এবং শিশুদের ক্ষেত্রে শিশুশ্রমের ঝুঁকি বাড়বে।

নিড অ্যাসেসমেন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ কর্তৃক ২০২০ সালের এপ্রিলের শেষের দিকে পরিচালিত "কোভিড-১৯: বাংলাদেশ মাল্টি-সেক্টরাল অ্যান্টিসিপেটরি ইমপ্যাক্ট অ্যান্ড নিডস অ্যানালাইসিস"-শীর্ষক একটি গবেষণা অনুসারে, শিশুরা কোভিড-১৯ -এর বহুবিধ স্বাস্থ্য এবং আর্থ-সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এ জরিপ প্রকাশ করে-

- ৪৯% নির্দেশ করে যে, মহিলা এবং শিশুরা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিষেবা পায়নি।
- ৬০% নির্দেশ করে যে, বিদ্যালয় থেকে, শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ করা হয়নি।
- দরিদ্র শিশুদের, বিশেষ করে টিভি / অনলাইনভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ নেই। । ফলে, বিদ্যালয়-বহির্ভূত শিশুর সংখ্যা বাড়তে পারে।

উদীয়মান কৌশলগত ভাবনা

কোভিড-১৯ কালীন এবং কোভিড পরবর্তী শিশুশ্রম পরিস্থিতিতে শিশুদের ওপর সম্ভাব্য প্রভাবগুলির একটি ব্যাপক মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে। সেইসঙ্গে কোভিড-১৯ (অতিমারী বিস্তারের ধারায়) শিশুশ্রমের দুর্ভাবনার বিষয়াদি জরুরি ভিত্তিতে মোকাবেলার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অন্যান্যের মধ্যে শিশুশ্রমসহ প্রান্তিক শিশুদের সুরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর সমাধান অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কোভিডকালে শিশুশ্রমিকের অনেকেই তাদের পিতা-মাতার সঙ্গে কাজ থেকে বিরত থাকে। যদি প্রাপ্তবয়স্কদের বেকারত্ব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়, কোভিড-১৯ পরবর্তী পর্যায়ে শিশুরা কাজ করার জন্য আরও বেশি চাপের সম্মুখীন হতে পারে। কিছু খাতে শিশুরা কাজ হারাতে পারে, যখন অন্য কিছু খাতে তাদের নিয়োজনে বৃদ্ধি পেতে পারে। একবার শিশুকে শ্রমবাজার থেকে সরিয়ে দেওয়া হলে, এটি আবশ্যকীয়ভাবে একটি কল্যাণকর অর্জন বোঝাবে না; যদি না ঐ শিশু এবং সংশ্লিষ্ট পরিবারকে সহায়তার উদ্দেশ্যে একটি নিরাপত্তাব্যবস্থা তৈরি না করা হয়।

এই জটিল পরিস্থিতির মধ্যে শিশুশ্রম নিরসনের জন্য এসডিজি এবং কৌশলপত্রের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং সময়সীমার পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন হতে পারে। এই অতিমারীর মধ্যে, নিড অ্যাসেসমেন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের সমীক্ষা নিম্নবর্ণিত শিশু সুরক্ষার অগ্রাধিকারগুলোকে চিহ্নিত করে –

- শিশুদের নিরাপদ, শিশু-বান্ধব স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত;
- কেস ম্যানেজমেন্ট: সামাজিক পর্যায়ে;
- শিশু হেল্পলাইন ১০৯৮: শিশুদের হেল্পলাইনে সহায়তা বৃদ্ধি করা;
- দূরবর্তী স্থানের কেস ম্যানেজমেন্টের জন্য শিশু সুরক্ষার সেবা-সংযোগ জোরদার করা
- শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের মনোসামাজিক সহায়তা প্রদান এবং সামাজকে শক্তিশালীকরণ।

কোভিড-১৯ কালীন অন্যান্য সমীক্ষা এবং পরামর্শলব্ধ তথ্য-পর্যলোচনায় শনাক্ত হয় যে, শিশুশ্রম এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের ক্ষেত্রে জরুরি সাড়া প্রদানে তফাত রয়েছে। প্রথমত, পিপিই না থাকা, সেইসঙ্গে সামাজিক দূরত্ব এবং নিরাপত্তার জন্য অপর্যাপ্ত ব্যবস্থার কারণে বিদ্যমান এনজিও এবং জিও পরিষেবাগুলি (ড্রপ-ইন-সেন্টার, নৈশকালীন আশ্রয়, এনএফই , দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিসহ) বন্ধ হয়ে যায়। যদিও স্কুল বন্ধ রাখা, রাস্তা বা আশ্রয়কেন্দ্রে থাকা শিশুদের বা কর্মক্ষেত্রের শিশুদের সুরক্ষা প্রদান বোঝায় না। দ্বিতীয়ত, শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশুদেরকে সাধারণ ছুটির (অর্থনৈতিক লকডাউন) সময় আয়-সুরক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা, বিশেষ নিরাপত্তাবেষ্টনী, নিরাপদ আশ্রয়/সংগনিরোধ স্থান বা পারিবারিক পুনর্মিলনে সহায়তা দেওয়া হয়নি। ফলে, তাদের জীবিকার সংকট বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়ত, সাধারণভাবে শিশু-সুরক্ষায় কাঠামোগত ব্যবধান রয়েছে। বাংলাদেশে, যেখানে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ শিশু, সেখানে সামাজিক সুরক্ষাবেষ্টনীর মোট বাজেটে শিশু-সুরক্ষায় ব্যয় করা হয় মাত্র ১৫ শতাংশ। বিদ্যমান বরাদ্দে , শিশু-জনসংখ্যার ৪০ শতাংশেরও কম শিশুকে এর আওতায় আনা যেতে পারে। কোভিড-১৯ -এর কারণে শিশুদের দারিদ্র্যজনিত প্রান্তিকতা বৃদ্ধির সঙ্গে, এই বরাদ্দ আরও অধিকতর অপ্রতুল হবে।

কোভিড-১৯ নিয়ে উদ্বেগ এসডিজি-প্রতিশ্রুতি অর্জনের সঙ্গে সম্পর্কিত। এটি এসডিজি টার্গেট ৩.খ-এর সঙ্গে সংযুক্ত যা সংক্রামক এবং অসংক্রামক রোগগুলির জন্য ভ্যাকসিন এবং ওষুধের অনুসন্ধান ও প্রস্তুতকরণকে সমর্থন করার আহ্বান জানায় যা প্রাথমিকভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে প্রভাবিত করে। সাশ্রয়ী মূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং ভ্যাকসিন সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে, যা ট্রিপস চুক্তি এবং জনস্বাস্থ্যের বিষয়ে দোহা ঘোষণা অনুসারে সংহত করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অধিকার এবং ট্রেড-রিলেটেড অ্যাসপেক্টস অব প্রোপার্টি রাইটস চুক্তির জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় নমনীয়তা সংক্রান্ত শর্তসমূহের পূর্ণ ব্যবহার এবং বিশেষ করে, সবার জন্য ওষুধ সুবিধা প্রদানে। এটি ৩.৮-এর সঙ্গেও সম্পর্কিত, যা আর্থিক ঝুঁকি সুরক্ষা, মানসম্পন্ন প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য-পরিষেবা এবং সবার জন্য নিরাপদ, কার্যকর, মানসম্পন্ন এবং সাশ্রয়ী মূল্যে প্রয়োজনীয় ঔষধ এবং ভ্যাকসিন সুবিধাসহ সর্বজনীন স্বাস্থ্য আওতাভুক্তি অর্জনে আহ্বান জানায়।

কোভিড-১৯ চলাকালীন এবং কোভিড-১৯ পরবর্তী পর্যায়ে শিশুদের অবস্থা নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ এবং তার মোকাবেলা করা আবশ্যক। এটি বিস্তৃত কার্যক্রম সম্পৃক্ত করতে পারে যা স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা-পরিধির মধ্যে আসতে পারে এবং দেশে শিশুশ্রম নিরসনে প্রভাব ফেলতে পারে।

স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি/সিএলএমসি'র দায়িত্ব

- শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশুদের কর্মপরিবেশ ও সুরক্ষা-চাহিদা নিরূপণ) এলাকাভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন। স্থানীয় সরকার, ট্রেড ইউনিয়ন, নিয়োগকারী সংগঠন এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকসহ এনজিও, শ্রম অধিদপ্তরের শ্রম কর্মকর্তা, জনসংখ্যা কর্মকর্তা এবং শ্রমকল্যাণ সংগঠক, সমাজকর্মী এবং স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের সম্মিলিত প্রয়াসের জন্য এ উদ্যোগ।
- পরিবীক্ষণ জোরদারকরণ এবং শিশুশ্রমিক ও তাদের পরিবারকে ত্রাণ ও সুরক্ষাবেষ্টনী সহায়তা প্রাপ্তির জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং এনজিওগুলোর নিকট প্রেরণ।
- এলাকায় শিশুশ্রমিকের (শিশু গৃহকর্মী ও পথশিশুসহ) জন্য আশ্রয়ব্যবস্থা/সঙ্গনিরোধ স্থানের উন্নয়ন।

স্থানীয় পর্যায়ে সরকার, ট্রেড ইউনিয়ন/এনজিও'র দায়িত্ব

- প্রয়োজনীয় সামাজিক দূরত্ব (ছোট দল একাধিক ব্যাচে) এবং স্বাস্থ্যবিধি ও সুরক্ষা ব্যবস্থা (শুশ্রূষাকারী ও শিশু উভয়ের জন্য) সহকারে যখনই সম্ভব শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশুদের জন্য জিও, এনজিও এবং ট্রেড ইউনিয়নের পরিষেবাগুলো পুনরায় চালুকরণ।

- এফএম রেডিও (মোবাইল ফোনের মাধ্যমে), রেডিও, কমিউনিটি রেডিও বা শিশুশ্রমিকের জন্য প্রবেশ্য অন্যান্য আইটিসি মোড ব্যবহারক্রমে কেন্দ্রে কিংবা দূর-শিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া। এ ক্ষেত্রে মডিউল এবং প্রোটোকল তৈরি (বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন) প্রয়োজন।
- নতুনভাবে শ্রমে যুক্ত হওয়া শিশুশ্রমিকদের (কোভিড-১৯ -এর কারণে ঝরে পড়া) বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনতে জরুরি ভিত্তিতে সংযোগ স্থাপন এবং উপবৃত্তি কর্মসূচি চালুকরণ।
- শিশুশ্রমিকের পরিবারের জন্য শর্তসাপেক্ষে ক্ষুদ্রঋণ/নমনীয় ঋণ (soft loan) এবং জীবিকায়নে সহায়তা প্রদান।

কেন্দ্রীয় পর্যায়ে জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের দায়িত্ব

- শিশুশ্রম বিষয়ক সতর্কতা চালু রাখতে কোভিড-১৯ সংশ্লিষ্ট প্রতিক্রিয়া কৌশল নির্ধারণে সহায়তা করা।
- পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সরকারকে তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের জন্য শিশুশ্রম পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ।
- কোভিড-১৯ চলাকালে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য একটি জরুরি সমন্বয় ব্যবস্থা তৈরি করা।
- তালিকাভুক্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সংস্কারের জন্য প্রস্তাব; মনে রাখতে হবে যে, কোভিড-১৯ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বাড়াবে।
- বাংলাদেশ শ্রমকল্যাণ তহবিলের মাধ্যমে শিশুশ্রমিকদের দ্রুততা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে ক্ষতিপূরণ এবং সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা সম্প্রসারণের গ্রহণ।
- শিশুশ্রমে থাকা শিশুদের জন্য দ্রুত কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন নিশ্চিত করা ।

উন্নয়ন কর্মসুচির জন্য ব্যবস্থা

- এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৮.৭ এবং কৌশলপত্রের সময়রেখা ও পথ-পরিক্রমা, শিশুশ্রমের একটি বৃহত্তর জনসংখ্যাকে আওতাভুক্ত করার জন্য পুনস্থাপন (প্রসারিত) করার প্রয়োজন হতে পারে।
- শিশু-সুরক্ষার জন্য নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিতে বৃহত্তর বিনিয়োগ।
- কোভিড-১৯ -এর কারণে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম (যা ইতোমধ্যে তালিকাভুক্তি এবং অন্তর্ভুক্তির জন্য বিবেচনা করা হয়েছে যেমন শুকনো মাছ, বর্জ্য নিষ্কাশন, গৃহকর্ম ইত্যাদি) বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। এতে অতিরিক্ত সম্পদ, সময় এবং মনোযোগের প্রয়োজন হবে।
- অতিমারীকালে ও পরবর্তী সময়ে অভ্যন্তরীণ অভিবাসী পরিবারসহ প্রান্তিক পরিবারগুলোর প্রতি সমর্থন নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন।
- কোভিড-১৯ পরবর্তী পরিস্থিতিতে শিশুশ্রম মোকাবেলার জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় একটি সমন্বিত কৌশল প্রণয়ন করবে।

কোভিড-১৯ অতিমারীকাল ও পরবর্তী সময়ে শিশুশ্রম মোকাবেলায় গ্রহণীয় কার্যক্রমের এই নির্দেশনাগুলো জিও, এনজিও, ট্রেড ইউনিয়ন, বেসরকারি খাত এবং উন্নয়ন সহযোগীদের জন্য প্রযোজ্য হবে। এই কার্যক্রম নির্দেশনামূলক এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে তা সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

অধ্যায় ৬

পরিবীক্ষণ ম্যাট্রিক্স

শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০২৫)

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

পরিবীক্ষণ নির্দেশিকা

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিশুশ্রম ইউনিট, কৌশলপত্র বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে মূলকেন্দ্র হতে পারে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শিশুশ্রম ইউনিটে একটি ব্যাপক বিস্তৃত ডেটাবেজ তৈরি থাকতে পারে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ/শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি, জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি, উপজেলা শিশুশ্রম কমিটি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা, জাতিসংঘ, আইএনজিও এবং এনজিওগুলি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য ডেটা সংগ্রহ এবং আদান-প্রদান করবে। পরিকল্পনা কমিশন এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন 'বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ' এসডিজি অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা সংক্রান্ত ডেটা'র ফোকাল পয়েন্ট এবং মূল উৎস হিসাবে কাজ করবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য জাতীয় বেজলাইন (জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ) প্রদান করবে।

এসডিজি বাস্তবায়ন পরিকল্পনার অন্তঃস্থিত কার্যক্রমের জন্য:

১. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো প্রাসঙ্গিক এসডিজি অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রার ওপর ডেটা সংগ্রহ করতে পারে, যা ফোকাল পয়েন্টের মাধ্যমে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে পাঠানো যেতে পারে।
২. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংগৃহীত এসডিজি পরিবীক্ষণ ডেটা (এসডিজি মার্কার) সংগ্রহ ও সমন্বিত করে কৌশলপত্র বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে একটি ডেটাবেজ তৈরি করা যেতে পারে।

এসডিজি-প্লাস কার্যক্রমের জন্য :

৩. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, জাতিসংঘ, আইএনজিও এবং এনজিওগুলো পরিকল্পনা ম্যাট্রিক্সে তৈরি সূচকগুলির সেট অনুসারে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের জন্য পরিবীক্ষণ ডেটা তৈরি করতে পারে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর (ত্রৈমাসিক) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে পরিবীক্ষণ ডেটা আদান-প্রদান করা যেতে পারে।

সাধারণভাবে:

৪. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য শিশুশ্রম জরিপ মানদণ্ড হিসাবে কাজ করতে পারে।
৫. অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য ভৌগলিক এবং খাতভিত্তিক নমুনা সমীক্ষা করা যেতে পারে।
৬. তৃণমূল ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে (শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের মধ্যে) শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটিগুলো নির্দিষ্ট সময় অন্তর (ত্রৈমাসিক) শিশু শ্রমিকের সংখ্যা, বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় শিশুশ্রমিকের সংখ্যা, অনুপস্থিত শিশু শ্রমিকের সংখ্যা এবং প্রত্যাহারকৃত শিশু শ্রমিকের (বয়স, খাত, এবং লিঙ্গ পৃথকীকৃতে) সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।

পরিবীক্ষণ ম্যাট্রিক্স : শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

কৌশলগত উদ্দেশ্য-১. শিশুশ্রমে ঝুঁকি হ্রাসকরণ

আউটপুট: ১.১ পিতা-মাতা, জনসাধারণ ও সুশীল সমাজের মধ্যে শিশুশ্রম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি (সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে)।

আউটপুট: ১.২ গ্রামীণ ও শহুরে কেন্দ্রগুলোর দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়-সুবিধা সহকারে উদ্বুদ্ধকরণ ও আর্থিক সহায়তা/উপবৃত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ (টিভেট, এনএফই)।

আউটপুট: ১.৩ ঝুঁকিতে থাকা শিশুর পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান।

আউটপুট: ১.৪ নিয়োগকর্তাদের নতুন/বিকল্প প্রযুক্তি ও শ্রম-উৎস অন্বেষণে উদ্বুদ্ধকরণ।

আউটপুট: ১.৫ কেন্দ্র থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ ও মোকাবেলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার বৈশ্বিক সূচক
১	২
লক্ষ্যমাত্রা: ৮.৭ জবরদস্তিমূলক শ্রমের উচ্ছেদসাধন, মানবপাচার ও আধুনিক দাসত্বের অবসান এবং শিশুসৈনিক সংগ্রহ ও ব্যবহারসহ সবচেয়ে খারাপ ধরনের শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ও নির্মূলের জন্য আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রমের অবসান ঘটানো।	**৮.৭.১** লিঙ্গ এবং বয়স অনুসারে ৫-১৭ বছর বয়সী শিশুশ্রমিকদের অনুপাত এবং সংখ্যা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য-২. ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম থেকে শিশুদের প্রত্যাহার

আউটপুট: ২.১ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের তালিকা পর্যালোচনা এবং তা হালনাগাদকরণ।

আউটপুট: ২.২ চিহ্নিতকরণ ও সেবা-সংযোগ নির্দেশিকা গ্রহণ ।

আউটপুট: ২.৩ কাজ থেকে প্রত্যাহাকৃত শিশুদের, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশু এবং শিশুশ্রমে নিয়োজিত মেয়েদের অগ্রাধিকার দিয়ে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহায়তা প্রদান যার সঙ্গে টিভেট/এনএফই এবং বিকল্প কর্ম-নিযুক্তির সংযোগ রয়েছে।

আউটপুট: ২.৪ পিতা-মাতার যত্নবঞ্চিত শিশুদের জন্য আশ্রয়।

আউটপুট: ২.৫ প্রত্যাহারকৃত শিশুদের পরিবারকে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য সহায়তা।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার বৈশ্বিক সূচক
১	২
লক্ষ্যমাত্রা: ৮.৭ জবরদস্তিমূলক শ্রমের উচ্ছেদসাধন, মানবপাচার ও আধুনিক দাসত্বের অবসান এবং শিশুসৈনিক সংগ্রহ ও ব্যবহারসহ সবচেয়ে খারাপ ধরনের শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ও নির্মূলের জন্য আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রমের অবসান ঘটানো।	**৮.৭.১** লিঙ্গ এবং বয়স অনুসারে ৫-১৭ বছর বয়সী শিশুশ্রমিকদের অনুপাত এবং সংখ্যা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য-৩. কর্মক্ষেত্রে শিশুদের সুরক্ষায় সক্ষমতা বৃদ্ধি

আউটপুট: ৩.১ শিশুশ্রম পরিবীক্ষণের জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত সহ প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালীকরণ।

আউটপুট: ৩.২ আইন ও সুরক্ষা বিষয়ক বিধানসমূহের প্রয়োগ জোরদারকরণ।

আউটপুট: ৩.৩ সুস্থ বিকাশের জন্য শিক্ষা, দক্ষতা ও অর্থনৈতিক সহায়তায় শিশুশ্রমিকের অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ।

আউটপুট: ৩.৪ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শিশুদের জন্য আচরণ-বিধি ও সুরক্ষা নীতি গ্রহণ এবং জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ ।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার বৈশ্বিক সূচক
১	২
লক্ষ্যমাত্রা: ৮.৭ জবরদস্তিমূলক শ্রমের উচ্ছেদসাধন, মানবপাচার ও আধুনিক দাসত্বের অবসান এবং শিশুসৈনিক সংগ্রহ ও ব্যবহারসহ সবচেয়ে খারাপ ধরনের শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ও নির্মূলের জন্য আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রমের অবসান ঘটানো।	**৮.৭.১** লিঙ্গ এবং বয়স অনুসারে ৫-১৭ বছর বয়সী শিশুশ্রমিকদের অনুপাত এবং সংখ্যা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য-৪. অংশীদারিত্ব ও বহু খাতের সম্পৃক্তি

আউটপুট: ৪.১ শ্রমজীবী শিশুদের কল্যাণার্থে সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও খাতসমূহের মধ্যে জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে সমন্বয়সাধন।
আউটপুট: ৪.২ কৌশলপত্র বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে বার্ষিক সম্মেলন আয়োজন (সাফল্য উদযাপন এবং কৃতীদেরকে পুরস্কার/স্বীকৃতি প্রদান)।
আউটপুট: ৪.৩ সম্পদ আহরণ ও কৌশলপত্র বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, সিএসও, ব্যক্তি খাত ও গণমাধ্যমের মধ্যে বর্ধিত সম্পৃক্তি।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার বৈশ্বিক সূচক
১	২
লক্ষ্যমাত্রা: ৮.৭ জবরদস্তিমূলক শ্রমের উচ্ছেদসাধন, মানবপাচার ও আধুনিক দাসত্বের অবসান এবং শিশুসৈনিক সংগ্রহ ও ব্যবহারসহ সবচেয়ে খারাপ ধরনের শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ও নির্মূলের জন্য আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রমের অবসান ঘটানো।	**৮.৭.১** লিঙ্গ এবং বয়স অনুসারে ৫-১৭ বছর বয়সী শিশুশ্রমিকদের অনুপাত এবং সংখ্যা।

পরিবীক্ষণ ম্যাট্রিক্স : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

কৌশলগত উদ্দেশ্য-৫. কৌশলপত্র বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

আউটপুট: ৫.১ শিশুশ্রমের ওপর একটি ডেটাবেজ তৈরি।
আউটপুট: ৫.২ জাতীয় শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পর্যায়ক্রমিক পরিবীক্ষণ সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রদান।
আউটপুট: ৫.৩ জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ।
আউটপুট: ৫.৪ কৌশলপত্র বাস্তবায়নের মধ্য-মেয়াদি (২০২১) এবং চূড়ান্ত (২০২৫) মূল্যায়ন।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার বৈশ্বিক সূচক
১	২
লক্ষ্যমাত্রা: ৮.৭ জবরদস্তিমূলক শ্রমের উচ্ছেদসাধন, মানবপাচার ও আধুনিক দাসত্বের অবসান এবং শিশুসৈনিক সংগ্রহ ও ব্যবহারসহ সবচেয়ে খারাপ ধরনের শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ও নির্মূলের জন্য আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রমের অবসান ঘটানো।	**৮.৭.১** লিঙ্গ এবং বয়স অনুসারে ৫-১৭ বছর বয়সী শিশুশ্রমিকদের অনুপাত এবং সংখ্যা।

উপাত্ত, পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহিতা ১৭.১৮ ২০২০ সালের মধ্যে, **বর্ধিত সক্ষমতা-** আয়, লিঙ্গ, বয়স, জাতিসত্তা, নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়, অভিবাসন, অসামর্থ্য (প্রতিবন্ধিতা) ও ভৌগোলিক অবস্থান এবং জাতীয় প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিসামষ্টিকৃত (বিভাজিত) উন্নতমানের, সময়োপযোগী ও নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্তের প্রাপ্যতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে সক্ষমতা বিনির্মাণ সহায়তা বৃদ্ধিকরণ।	১৭.১৮.১ সরকারি পরিসংখ্যান সংক্রান্ত মূলনীতি অনুযায়ী লক্ষ্যের সাথে সম্পর্ক রেখে পূর্ণ বিভাজনসহ জাতীয় পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন সূচক প্রস্তুতের অনুপাত।

পরিবীক্ষণ ম্যাট্রিক্স : মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

কৌশলগত উদ্দেশ্য-১. শিশুশ্রমে ঝুঁকি হ্রাসকরণ

আউটপুট: ১.১ পিতা-মাতা, জনসাধারণ ও সুশীল সমাজের মধ্যে শিশুশ্রম সম্পর্কে সাধারণ সচেতনতা বৃদ্ধি (সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে)।
আউটপুট: ১.২ গ্রামীণ ও শহুরে কেন্দ্রগুলোর দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়-সুবিধা সহকারে উদ্বুদ্ধকরণ ও আর্থিক সহায়তা/উপবৃত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ (টিভেট, এনএফই)।
আউটপুট: ১.৩ ঝুঁকিতে থাকা শিশু-পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান
আউটপুট: ১.৪ নিয়োগকর্তাদের নতুন/বিকল্প প্রযুক্তি ও শ্রম-উৎস অন্বেষণে উদ্বুদ্ধকরণ।
আউটপুট: ১.৫ কেন্দ্র থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ ও মোকাবেলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার বৈশ্বিক সূচক
১	২
৪.৫ অরক্ষিত জনগোষ্ঠীসহ অসমর্থ (প্রতিবন্ধী) জনগোষ্ঠী, নৃ-জনগোষ্ঠী ও অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারী শিশুদের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সকল পর্যায়ে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং শিক্ষায় নারী পুরুষ বৈষম্যের অবসান ঘটানো।	৪.৫.১ এই তালিকার যে সূচকগুলো বিভাজিত হতে পারে এমন সকল শিক্ষা সূচকগুলোর জন্য সমতা সূচক (নারী/পুরুষ, গ্রামীণ/শহুরে, ধনসম্পদ অনুযায়ী শীর্ষ/নিম্ন পঞ্চমাংশে অবস্থানকারী শ্রেণি ও অন্যান্য, যেমন প্রতিবন্ধিতাগত অবস্থা, নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীসমূহ ও সংঘাত-সংকুল জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত উপাত্ত যখন পাওয়া যায়)

পরিবীক্ষণ ম্যাট্রিক্স : কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

কৌশলগত উদ্দেশ্য-২. ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম থেকে শিশুদের প্রত্যাহার

আউটপুট: ২.১ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের তালিকা পর্যালোচনা এবং তা হালনাগাদকরণ।
আউটপুট: ২.২ চিহ্নিতকরণ ও সেবা-সংযোগ নির্দেশিকা গ্রহণ।
আউটপুট: ২.৩ কাজ থেকে প্রত্যাহাকৃত শিশু, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশু এবং শিশুশ্রমে নিয়োজিত মেয়েদের অগ্রাধিকার দিয়ে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহায়তা প্রদান যার সঙ্গে টিভেট/এনএফই এবং বিকল্প কর্ম-নিযুক্তির সংযোগ রয়েছে।
আউটপুট: ২.৪ পিতা-মাতার যত্নবঞ্চিত শিশুদের জন্য আশ্রয়।
আউটপুট: ২.৫ প্রত্যাহারকৃত শিশুদের পরিবারকে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য সহায়তা।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	**এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার বৈশ্বিক সূচক**
১	২
৪.৩ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগসহ সাশ্রয়ী ও মানসম্মত কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও উচ্চ শিক্ষায় সকল নারী ও পুরুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।	৪.৩.১ লিঙ্গ ভেদে পূর্ববর্তী ১২ মাসে আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যুবসম্প্রদায় ও বয়স্কদের অংশগ্রহণের হার।

পরিবীক্ষণ ম্যাট্রিক্স : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

কৌশলগত উদ্দেশ্য-১. শিশুশ্রমে ঝুঁকি হ্রাসকরণ

আউটপুট: ১.১ পিতা-মাতা, জনগোষ্ঠী ও সুশীল সমাজের মধ্যে শিশুশ্রম সম্পর্কে সাধারণ সচেতনতা বৃদ্ধি (সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে)।
আউটপুট: ১.২ গ্রামীণ ও শহুরে কেন্দ্রগুলোর দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়-সুবিধা সহকারে উদ্বুদ্ধকরণ ও আর্থিক সহায়তা/উপবৃত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ (টিভেট, এনএফই)।
আউটপুট: ১.৩ ঝুঁকিতে থাকা শিশুর পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান।
আউটপুট: ১.৪ নিয়োগকর্তাদের নতুন/বিকল্প প্রযুক্তি ও শ্রম-উৎস অন্বেষণে উদ্বুদ্ধকরণ।
আউটপুট: ১.৫ কেন্দ্র থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ ও মোকাবেলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	**এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার বৈশ্বিক সূচক**
১	২
লক্ষ্যমাত্রা ৪.১ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাসঙ্গিক, কার্যকর ও ফলপ্রসূ অবৈতনিক, সমতাভিত্তিক ও গুনগত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।	৪.১.১ শিশু ও যুব সমাজের অনুপাতঃ (ক) ২য়/৩য় শ্রেনিতে; (খ) প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে লিঙ্গ ভেদে (১) পঠন ও (২) গণিতে অন্ততপক্ষে একটি নূন্যতম দক্ষতা মান অর্জন ৪.১.২ জাতীয়ভাবে নমুনাস্বরূপ শিক্ষা মূল্যায়ন পরিচালনা (ক) গ্রেড ২ বা ৩-এ; (খ) প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে (গ্রেড ৫) ৪.১.৩ প্রাথমিক শিক্ষার শেষ গ্রেড পর্যন্ত গ্রস ইনটেক অনুপাত (গ্রেড ৫ পর্যন্ত টিকে থাকার

	হার) ৪.১.৪ প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হার ৪.১.৫ বিদ্যালয়-বহির্ভূত শিশুদের হার (৬-১০ বছর) এবং (১১-১৪ বছর) ৪.১.৬ প্রাথমিক শিক্ষা-গ্রেডে বেশি বয়সী শিশুদের শতকরা হার ৪.১.৭ আইনী কাঠামোতে নিশ্চিত বছরের সংখ্যা, (ক) বিনামূল্যে এবং (খ) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ৪.১.৮ ডিপিইডি/সি-ইন-এড প্রশিক্ষিত শিক্ষক
লক্ষ্যমাত্রা ৪.২ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাসহ শৈশবের একেবারে গোড়া থেকে মানসম্মত বিকাশ ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে তার নিশ্চয়তা বিধান করা।	৪.২.১ লিঙ্গ অনুযায়ী স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মানসিক পরিপুষ্টতায় উন্নতির ধারায় রয়েছে এমন অনূর্ধ্ব ৫-বছর শিশুদের অনুপাত ৪.২.২ লিঙ্গভেদে সংগঠিত শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার (প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশের বয়সসীমার এক বছর আগে) ৪.২.৩ লিঙ্গভিত্তিক গ্রস পিপিই তালিকাভুক্তির অনুপাত ৪.২.৫ সুসজ্জিত এবং নির্দিষ্ট পিপিই ক্লাসরুম ৪.২.৬ ২৫/৩০ জন শিশুর জন্য পিপিই শ্রেণিকক্ষের আকার
লক্ষ্যমাত্রা ৪.৬ নারী ও পুরুষ সহ যুবসমাজের সবাই এবং বয়স্ক জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে সাক্ষরতা ও গণন-দক্ষতা অর্জনে সফলকাম হয় তা নিশ্চিত করা।	৪.৬.১ লিঙ্গভেদে ব্যবহারিক (ক) স্বাক্ষরতা ও (খ) গণন-দক্ষতায় নূন্যতম নির্ধারিত মানের নৈপুণ্য অর্জনকারী একটি নির্দিষ্ট বয়স শ্রেনীভুক্ত জনগোষ্ঠী অনুপাত

পরিবীক্ষণ ম্যাট্রিক্স : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

কৌশলগত উদ্দেশ্য-৩. কর্মক্ষেত্রে শিশুদের সুরক্ষায় সক্ষমতা বৃদ্ধি

আউটপুট: ৩.১ শিশুশ্রম পরিবীক্ষণের জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত সহ প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালীকরণ ।
আউটপুট: ৩.২ আইন ও সুরক্ষা বিষয়ক বিধানসমূহের প্রয়োগ জোরদারকরণ।
আউটপুট: ৩.৩ সুস্থ বিকাশের জন্য শিক্ষা, দক্ষতা ও অর্থনৈতিক সহায়তায় শিশুশ্রমিকেরা অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ।
আউটপুট: ৩.৪ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শিশুদের জন্য আচরণ-বিধি ও সুরক্ষা নীতি গ্রহণ এবং জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ ।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার বৈশ্বিক সূচক
১	২
৫.৪ সরকারি সেবা, অবকাঠামো ও সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালার মাধ্যমে অবৈতনিক পরিচর্যাকার্য ও গৃহস্থালি কাজের মর্যাদা ও স্বীকৃতিদান এবং বাসা ও পরিবারের অভ্যন্তরে জাতীয়ভাবে যুক্তিযুক্ত অংশীদারিত্বমূলক দায়িত্বপালনকে উৎসাহিত করা	৫.৪.১ লিঙ্গ, বয়স ও স্থান ভেদে অবৈতনিক গৃহস্থালি ও পরিচর্যা কাজে ব্যয়িত সময়

পরিবীক্ষণ ম্যাট্রিক্স : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

কৌশলগত উদ্দেশ্য-২. ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম থেকে শিশুদের প্রত্যাহার

আউটপুট: ২.১ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের তালিকা পর্যালোচনা এবং তা হালনাগাদকরণ।
আউটপুট: ২.২ চিহ্নিতকরণ ও সেবা-সংযোগ নির্দেশিকা গৃহীত।
আউটপুট: ২.৩ কাজ থেকে প্রত্যাহারকৃত শিশু, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশু এবং শিশুশ্রমে নিয়োজিত মেয়েদের অগ্রাধিকার দিয়ে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহায়তা প্রদান যার সঙ্গে টিভেট/এনএফই এবং বিকল্প কর্ম-নিযুক্তির সংযোগ রয়েছে।
আউটপুট: ২.৪ পিতা-মাতার যত্নবঞ্চিত শিশুদের জন্য আশ্রয়।
আউটপুট: ২.৫ প্রত্যাহারকৃত শিশুদের পরিবারকে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য সহায়তা।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার বৈশ্বিক সূচক
১	২
লক্ষ্যমাত্রা ১.১ ২০৩০ সালের মধ্যে, সর্বত্র সকল মানুষের জন্য, বর্তমানে দৈনন্দিন মাথাপিছু আয় ১.২৫ ডলারের কম - এ সংজ্ঞানুযায়ী পরিমাপকৃত চরম দারিদ্র্যের সম্পূর্ণ অবসান	১.১.১ লিঙ্গ, বয়স, কর্মসংস্থানগত অবস্থান ও ভৌগলিক অবস্থান (শহুরে/গ্রামীণ) ভেদে আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত
১.২ জাতীয় সংজ্ঞানুযায়ী চিহ্নিত যেকোন ধরনের দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী সকল বয়সের নারী, পুরুষ ও শিশুর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে কমপক্ষে অর্ধেকে নামিয়ে আনা	১.২.২ জাতীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী বিভিন্ন মাত্রার দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী নারী পুরুষ ও শিশুর অনুপাত
১.৩ ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার নিশ্চয়তাসহ সকলের জন্য জাতীয়ভাবে উপযুক্ত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপের বাস্তবায়ন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে এ ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা	১.৩.১ লিঙ্গভেদে ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধপ্রাপ্ত/সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার আওতাভুক্ত জনগোষ্ঠীর অনুপাত যেখানে শিশু,কর্মহীন জনগোষ্ঠী, প্রবীণ ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী, নবজাতক, কর্মক্ষেত্রে আহত শ্রমিক এবং দরিদ্র ও অরক্ষিত (সংকটাপন্ন) জনগোষ্ঠীর পৃথক উল্লেখ রয়েছে
১.৪ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল নারী ও পুরুষ, বিশেষ করে দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অনুকূলে অর্থনৈতিক সম্পদ ও মৌলিক সেবা সুবিধা, জমি ও অপরাপর সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, উত্তরাধিকার, প্রাকৃতিক সম্পদ, লাগসই নতুন প্রযুক্তি এবং ক্ষুদ্র ঋণসহ আর্থিক সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা	১.৪.১ মৌলিক সেবা সুবিধাভোগী খানায় বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত
৪.২ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাসহ শৈশবের একেবারে গোড়া থেকে মানসম্মত বিকাশ ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে তার নিশ্চয়তা বিধান করা	৪.২.১ লিঙ্গ অনুযায়ী স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মানসিক পরিপুষ্টতায় উন্নতির ধারায় রয়েছে এমন অনূর্ধ ৫- বছর বয়সী শিশুদের অনুপাত

৪.৩ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগসহ সাশ্রয়ী ও মানসম্মত কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও উচ্চ শিক্ষায় সকল নারী ও পুরুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা	৪.৩.১. লিঙ্গ ভেদে পূর্ববর্তী ১২ মাসে আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যুব সম্প্রদায় ও বয়স্কদের অংশগ্রহণের হার
৪.৫ অরক্ষিত জনগোষ্ঠীসহ অসমর্থ (প্রতিবন্ধী) জনগোষ্ঠী, নৃ-জনগোষ্ঠী ও অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারী শিশুদের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সকল পর্যায়ে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং শিক্ষায় নারী পুরুষ বৈষম্যের অবসান ঘটানো	৪.৫.১ এই তালিকায় যে সূচকগুলো বিভাজিত হতে পারে এমন সকল শিক্ষা সূচকের জন্য সমতা সূচক (নারী/পুরুষ, গ্রামীণ/শহুরে, ধনসম্পদ অনুযায়ী শীর্ষ/নিম্ন পঞ্চমাংশে অবস্থানকারী শ্রেনী ও অন্যান্য, যেমন প্রতিবন্ধিতাগত অবস্থা, নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীসমূহ ও সংঘাত-সংকুল জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত উপাত্ত যখন পাওয়া যায়
৪.৬ নারী ও পুরুষ সহ যুবসমাজের সবাই এবং বয়স্ক জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে সাক্ষরতা ও গণন-দক্ষতা অর্জনে সফলকাম হয় তা নিশ্চিত করা	৪.৬.১ লিঙ্গভেদে ব্যবহারিক (ক) স্বাক্ষরতা ও (খ) গণন দক্ষতায় নূন্যতম নির্ধারিত মানের নৈপুন্য অর্জনকারী একটি নির্দিষ্ট বয়স শ্রেণিভুক্ত জনগোষ্ঠী অনুপাত
৪.ক শিশু, অসামর্থ্য (প্রতিবন্ধিতা) ও জেন্ডার বিষয়ে সংবেদনশীল শিক্ষা সুবিধা নির্মাণ ও মানোন্নয়ন এবং সকলের জন্য নিরাপদ, শান্তিপুর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিক্ষা পরিবেশ প্রদান করা	৪.ক.১ (ক) বিদ্যুৎ, (খ) শিক্ষা দানের জন্য ইন্টারনেট, (গ) শিক্ষাদান কাজে কম্পিউটার, (ঘ) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য মানানসই অবকাঠামো ও উপকরণাদি, (ঙ) নিরাপদ খাবার পানি, (চ) পৃথক স্যানিটেশন সুবিধা, (ছ) হাত ধোয়ার (হাত ধোয়া সংক্রান্ত নির্দেশকের সংজ্ঞা অনুযায়ী) সুবিধাযুক্ত স্কুলের অনুপাত
৫.১ সর্বত্র সকল নারী ও মেয়ের বিরুদ্ধে সকল ধরনের বৈষম্যের অবসান ঘটানো	৫.১.১ লিঙ্গভেদে সমতা ও বৈষম্যহীনতার প্রবর্ধন, প্রয়োগ ও পরিবীক্ষণের জন্য আইনী কাঠামোর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি
৫.২ পাচার, যৌন হয়রানি ও অন্যসব ধরনের শোষণ-বঞ্চনা সহ ঘরে বাইরে সকল নারী ও মেয়ের বিরুদ্ধে সকল ধরনের সহিংসতার অবসান	৫.২.১ সহিংসতার ধরন ও বয়স ভেদে বর্তমান বা পূর্বতন স্বামী বা ঘনিষ্ঠ সঙ্গী কর্তৃক বিগত ১২ মাসে শারীরিক , যৌন বা মানসিক নির্যাতনের শিকার ১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব ৫.২.২ বয়স ও ঘটনাস্থল ভেদে স্বামী বা ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বিগত ১২ মাসে যৌন সহিংসতার শিকার ১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী নারী ও মেয়ের অনুপাত
৫.গ সকল পর্যায়ে নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন এবং নারী পুরুষ সমতা আনয়নে যথাযথ নীতিমালা ও প্রয়োগযোগ্য আইনি বিধান প্রণয়ন ও শক্তিশালী করা	৫.গ.১ নারী-পুরুষ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষন ও এ খাতে সরকারি বরাদ্দের ব্যবস্থা বিদ্যমান এমন দেশের অনুপাত

পরিবীক্ষণ ম্যাট্রিক্স : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

কৌশলগত উদ্দেশ্য-২. ঝুঁকিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম থেকে শিশুদের প্রত্যাহার

আউটপুট: ২.১ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের তালিকা পর্যালোচনা এবং তা হালনাগাদকরণ।
আউটপুট: ২.২ চিহ্নিতকরণ ও সেবা-সংযোগ নির্দেশিকা গৃহীত।
আউটপুট: ২.৩ কাজ থেকে প্রত্যাহারকৃত শিশু, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশু এবং শিশুশ্রমে নিয়োজিত মেয়েদের অগ্রাধিকার দিয়ে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহায়তা প্রদান যার সঙ্গে টিভেট/এনএফই এবং বিকল্প কর্ম-নিযুক্তির সংযোগ রয়েছে।
আউটপুট: ২.৪ পিতা-মাতার যত্নবঞ্চিত শিশুদের জন্য আশ্রয়।
আউটপুট: ২.৫ প্রত্যাহারকৃত শিশুদের পরিবারকে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য সহায়তা।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	**এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার বৈশ্বিক সূচক**
১	২
অভীষ্ট-১৬ টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন; সকলের জন্য ন্যায্যবিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ।	**১৬.২.২ লিঙ্গ, বয়স ও শোষণের ধরণ ভেদে, প্রতি ১০০,০০০ জনে মানব পাচারের শিকার এমন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা**

পরিবীক্ষণ ম্যাট্রিক্স : তথ্য মন্ত্রণালয়

কৌশলগত উদ্দেশ্য-১. শিশুশ্রমে ঝুঁকি হ্রাসকরণ

আউটপুট: ১.১ পিতা-মাতা, জনসাধারণ ও সুশীল সমাজের মধ্যে শিশুশ্রম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি (সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে)।
আউটপুট: ১.২ গ্রামীণ ও শহুরে কেন্দ্রগুলোর দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়-সুবিধা সহকারে উদ্বুদ্ধকরণ ও আর্থিক সহায়তা/উপবৃত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ (টিভেট, এনএফই)।
আউটপুট: ১.৩ ঝুঁকিতে থাকা শিশুর পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান।
আউটপুট: ১.৪ নিয়োগকর্তাদের নতুন/বিকল্প প্রযুক্তি ও শ্রম-উৎস অন্বেষণে উদ্বুদ্ধকরণ।
আউটপুট: ১.৫ কেন্দ্র থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ ও মোকাবেলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা	**এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার বৈশ্বিক সূচক**
১	২
১৬.১০ জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী জনসাধারণের তথ্য-অধিকার নিশ্চিত করা সহ মৌলিক স্বাধীনতার সুরক্ষা দান	১৬.১০.২ জনসাধারণের তথ্যে অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাংবিধানিক, সংবিধিবদ্ধ এবং/অথবা নিশ্চয়তামূলক নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়নকারী দেশের সংখ্যা

শিশুশ্রমকে না বলুন

International Labour Organization

UKaid from the British people

BSAF

এই প্রকাশনাটি আইএলও-এআরসি প্রোগ্রামের কারিগরি সহায়তায়, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের সহযোগিতায় এবং যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে প্রকাশিত।

ভাষান্তর: মো. আশরাফ শামীম।

সর্বস্বত্ব: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।